শ্রী ব্রজ রীতি চিন্তামণি

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদ বিরচিতা

শ্রীব্রজরীতি-চিন্তামণিঃ

SRI KE... MATH (U.P.)

শ্রীব্রজরীতি-চিন্তামণিঃ

শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি প্রণীতঃ।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস অধিকারিণা কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

★

সাউরী প্রপন্নাশ্রম হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র ভক্তিতত্ত্ববাচস্পতি
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
পোঃ—সাউরী, জেলা—মেদিনীপুর।

R P 06

নিবেদন।

বৈষ্ণবজগদ্বরেণ্য শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-প্রণীত এই প্রাচীন ক্ষুদ্র কাব্য গ্রন্থখানি বহুদিনযাবৎ নিঃশেষিত হইয়া যায়। ব্রজানুরাগী বৈষ্ণববৃন্দের একান্ত আগ্রহে এই সংস্করণ প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার শ্রীমচ্চক্রবর্ত্তী ঠাকুর যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের চূড়ামণি, তাহা বৈষ্ণব সুধীমাত্রেই সুবিদিত। সুতরাং এই গ্রন্থখানি বৈষ্ণবমাত্রেরই আদরণীয় হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। এই গ্রন্থ পুনঃপ্রকাশে যে কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা সুধীভক্তগণ তাঁহাদের স্বভাব সিদ্ধ গুণ-গ্রাহিতাগুণে গ্রন্থের দোষভাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বাভাবিক গুণভাগ গ্রহণ করিলেই নিজের শ্রম ধন্য মনে করিব।

পৌষ সংক্রান্তি, ১৩৮০ সাল।
সাউরী প্রপন্নাশ্রম।
মেদিনীপুর।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীনবীনচন্দ্র ভক্তিতত্ত্ববাচস্পতি

শ্রীতুষারকান্তি দাস ভক্তিতরঙ্গ কর্তৃক আনন্দ-ভবন আর্ট প্রেস হইতে মুদ্রিত

শ্রীব্রজরীতি-চিন্তামণিঃ।

প্রথমঃ সর্গঃ।

মঙ্গলাচরণম্

যল্লোকরীতি শ্রুতি-পীতিমাত্রা-
ল্লোকোত্তরাত্মানুভবে প্রমোদম্।
মুক্তৈব মুক্তাঃ স্পৃহয়ন্তি যস্যৈ
তাং কৃষ্ণলীলা-ব্রজভূমিমীড়ে॥ ১॥

টীকা।—শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ। শ্রীহরিদাসেভ্যো নমঃ।

প্রণম্য শ্রীগুরূন্ ভূয়ঃ শ্রীকৃষ্ণং তঞ্চ সব্রজম্।
শ্রীচৈতন্যন্তু সগণং লোকনাথং সমাশ্রয়ে॥

গ্রন্থারম্ভে স্তুতিরূপমঙ্গলমাচরতি। যল্লোকেতি। যস্যাঃ কৃষ্ণলীলা ব্রজ-ভূমের্লোকানাং রীতিঃ লোকস্তু ভুবনে জনে ইত্যভিধানাৎ ভুবনপক্ষে রীতি র্বক্ষ্যমাণানাং গৃহোদ্যানবনাদীনাং সুসংস্থানরূপা। জনপক্ষে শ্রীকৃষ্ণতৎপরি-করাণাং চিদানন্দময়ত্বেঽপি লোকবচ্চেষ্টাদিরূপা চ। শ্রুত্যা শ্রবণেন যা পীতিঃ পানং তন্মাত্রাদপি পানমাত্রাসক্তিপূর্ব্বকশ্রবণং, কিং পুনর্দর্শনাদিনা অনুভবাৎ মুক্তাঃ কিং পুনরন্যৈঃ। লোকোত্তরাত্মানুভবে ব্রহ্মানুভবে কিং পুনরন্যত্র প্রমোদং হর্ষং মুক্তৈব ভক্তৈব যস্যৈ কৃষ্ণলীলা ব্রজভূম্যৈ ইত্যবতুমর্থে চতুর্থী, যাং কৃষ্ণলীলা ব্রজভূমিং স্পৃহয়ন্তি স্পৃহাং কুর্ব্বন্তি। তাং প্রসিদ্ধাং কৃষ্ণস্য লীলা যত্র তাং ব্রজভূমিম্। যদ্বা কৃষ্ণস্য লীলাব্রজঃ লীলাসমূহো যত্র তাং ভূমিং কৃষ্ণঞ্চ লীলা চ ব্রজভূমিঞ্চ কৃষ্ণলীলা-ব্রজভূমিম্ ঈড়ে, ঈড়স্তুতৌ ধাতুঃ। এতদ্গ্রন্থা-স্বাদনস্য ফলমপি সর্ব্বোত্তমমিতি ধ্বনিতম্॥ ১॥

ব্যাখ্যা।—শিষ্টাচার-পরম্পরায় গ্রন্থকার শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর গ্রন্থের সূচনাতে স্তুতিরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। "আমি সেই প্রসিদ্ধা কৃষ্ণলীলাময়ী ব্রজভূমিকে বা যথায় শ্রীকৃষ্ণের লীলাব্রজ অর্থাৎ লীলাসমূহ বর্ত্তমান সেই ভূমিকে বন্দনা করি অথবা শ্রীকৃষ্ণ, তদীয় লীলা ও ব্রজভূমি এই তিনকেই

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরসস্বরূপ-
মদ্বৈতমানন্দমিহাদিনিত্যম্।
লোকৈরমৃশ্যং ব্রজলোকবশ্যং
ভজাম্যবশ্যং শুচিতোঽপ্যবশ্যম্॥ ২॥

টীকা।—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এব রসস্বরূপস্তমবশ্যং ভজামি। অবশ্যং পদং নিশ্চয়ার্থকম্। কীদৃশম্। অদ্বৈতং নিরুপমম্। আনন্দং সুখরূপম্। আদি-প্রাগভাবরহিতম্। নিত্যং ধ্বংসরহিতম্। লোকৈরমৃশ্যং লোকবিচারাগম্যম্। ব্রজবাসিলোকানাং ভাবাদিভিরাক্রান্তত্বাৎ শ্রীকৃষ্ণেন সহৈক্যাচ্চ ব্রজলোকানাং বশ্যং বশীভূতম্। শুচিতঃ পাবকাদপ্যবশ্যং ভজামি। যস্য ভজনান্নীচোঽপি পূতো ভবতীতি হেতোঃপীতি ভাবঃ। যদ্বা অন্যৈরবশ্যমনধীনমপি শ্রীরাধিকা-ভাবাক্রান্তত্বাৎ শুচিতঃ শৃঙ্গাররসতোঽপি ব্রজলোকাধীনম্। পক্ষে। অদ্বৈতমদ্বৈতা-

বন্দনা করি। এই ব্রজভূমির 'লোকরীতি' অতীব বিচিত্র। 'লোক' শব্দে ভুবন ও জন উভয়ই বুঝায়। সুতরাং ভুবন পক্ষে—ব্রজস্থ গৃহোদ্যান-বনাদির সুসংস্থানরূপা রীতি এবং জন পক্ষে—শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপরিকরগণের চেষ্টাদিরূপা রীতি বা ক্রম বুঝাইয়া থাকে। এই চেষ্টাদি চিদানন্দময় হইলেও লৌকিকরূপে প্রতীত হয়। এই ব্রজলোকরীতি মননাদি দ্বারা অনুভব করা দূরে থাক্ কেবল শ্রুতিপুটে পান মাত্রই অর্থাৎ আসক্তি পূর্ব্বক শ্রবণ মাত্রেই অন্যের কথা কি, মুক্তব্যক্তিগণও দুর্ল্ভ ব্রহ্মানুভব-জনিত আনন্দকেও (অন্যরূপ আনন্দের ত কথাই নাই) পরিত্যাগ করিয়া সেই কৃষ্ণলীলা-ব্রজভূমিই স্পৃহা করিয়া থাকেন।" অতএব এই গ্রন্থাস্বাদনের ফলও যে সর্ব্বোত্তম, তাহা এতদ্দ্বারা স্পষ্ট ধ্বনিত হইল॥ ১॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি অবশ্য ভজনা করি। এস্থলে 'অবশ্য' পদ নিশ্চয়ার্থক। সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কিরূপ?—অদ্বৈত অর্থাৎ নিরুপম, আনন্দরূপ, আদি অর্থাৎ প্রাগ্ভাব রহিত, নিত্য অর্থাৎ ধ্বংস রহিত, ও লোক-বিচারের অগম্য এবং তিনি অনধীন হইয়াও ব্রজভাবাবিষ্ট এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্ন হেতু ব্রজলোকের বশীভূত। আরও তিনি পাবনেরও পাবন।" তাঁহার ভজনে অতি নীচ ব্যক্তিও পূত অর্থাৎ—"অন্যের শুচিপ্রদ হয়"

চার্য্যম্ আদিশ্যং নিত্যমিতি পদং যস্য তমানন্দং নিত্যানন্দমিত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানম্ শ্রীকৃষ্ণপক্ষে। শ্রীকৃষ্ণ এব চৈতন্যরসস্বরূপস্তং ভজামি। অদ্বৈতাদিপদং পূর্ব্ববদ্বিশেষণম্। তথাহি। গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্যরূপং লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধমিত্যাদি শ্রীভাগবতোক্ত্যা নিরুপমত্বমেবাদ্বৈতম্। গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহমিতি গূঢ়ং পরংব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গমিতি রসো বৈ স ইত্যাদিশ্রুত্যা চৈতন্যানন্দরসনিত্যাদিরূপম্। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ইত্যাদিনা লোকামৃশ্যং লোকবিচারাগম্যম্। গোপীভিস্তোভিতোঽনৃত্যৎ ভগবান্ বালবদিত্যনন্তরং তদ্বশো দারুযন্ত্রবদিত্যাদিনা ব্রজলোকবশ্যম্। অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিরিতি॥ যন্নামশ্রুতিমাত্রেন পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ। তস্য তীর্থপদঃ কিম্বা দাসানামবশিষ্যতে॥ ইত্যাদিনা যস্য স্মরণাদিনা শুচির্ভবতি ততঃ শুচিতোঽপ্যবশ্যং ভজামি। যথা। ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ। যা মাঽভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু। স ধুনা ইত্যাদিনা। অন্যৈরবশ্যমনধীনমপি শুচিতঃ শৃঙ্গারতোঽপি ব্রজলোকবশ্যং ব্রজলোকাধীনম্॥ ২॥

ইহাই 'অপি' শব্দের তাৎপর্য্য। আবার 'শুচি' শব্দ শৃঙ্গাররসকে নির্দ্দেশ করে। শৃঙ্গার শুচিরুজ্জ্বলঃ।" অতএব তিনি অন্যের অবশ্য অর্থাৎ অনধীন হইয়াও শ্রীরাধার ভাবাক্রান্ত বলিয়া শৃঙ্গাররস বা মধুর রসাস্বাদনের নিমিত্তই ব্রজলোকের অধীন। পক্ষান্তরে "অদ্বৈত" শব্দ শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্যকেই নির্দ্দেশ করিতেছে এবং "আনন্দমিহাদিনিত্যম্" বাক্যে আদিস্থ 'নিত্য' এই পদ যাঁহার সেই আনন্দ অর্থাৎ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুই ব্যঞ্জিত হইয়াছেন। অতএব রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তদীয় অঙ্গ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও তদীয় অবতার রূপ শ্রীমদ্ অদ্বৈতপ্রভুকে ভজনা করি। ইহাই তাৎপর্য্য।

আবার শ্রীকৃষ্ণপক্ষেও এইরূপ অর্থ সূচিত হয়।— "শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্য রস স্বরূপ তাঁহাকে ভজনা করি। অদ্বৈতাদি পদ পূর্ব্ববৎ শ্রীকৃষ্ণের বিশেষণরূপেই গ্রহণীয়। শ্রীকৃষ্ণ—অদ্বৈত অর্থাৎ নিরুপম। ইহাই প্রমাণ—

'গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্যরূপং লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধমিত্যাদি'—অর্থাৎ গোপীগণ কি অনির্ব্বচনীয় তপস্যাই করিয়াছিল যে, তাহারা এই শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ (যাহার সমানও নাই অধিকও নাই) এবং স্বাভাবিক রূপ ও

লাবণ্যসার অহরহঃ নয়নগোচর করিয়া থাকে" ইত্যাদি শ্রীভাগবতের উক্তিতেই সিদ্ধ হইয়াছে। আরও তিনি যে 'চৈতন্যরসস্বরূপ ও নিত্য তাহা—

"গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহমিতি।"

গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গমিতি॥

"রসো বৈ সঃ॥"

ইত্যাদি শ্রুতি-প্রমাণেই পরিব্যক্ত হইয়াছে এবং তিনি যে 'লোকের তর্কবুদ্ধির অগম্য'—বা বাক্য মনের অতীত—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য-মনসা সহ ইত্যাদি বাক্যেই প্রমাণিত হইয়াছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদের ছলপূর্ণবাক্যে প্রবোধিত হইয়া বালকের ন্যায় নৃত্য করেন এবং দারুযন্ত্রের ন্যায় তাঁহাদের একান্ত বশীভূত। যথা—

"গোপিভিস্তোভিতোঽনৃত্যৎ ভগবান্ বালবদিতি।'

"তদ্বশো দারুযন্ত্রবদিতি।

এইজন্যই তাঁহাকে 'ব্রজলোকবশ্য' বলা হইয়াছে। আবার শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণমাত্রেই জীবের অন্তর্ব্বাহ্য পবিত্র ও নির্ম্মল হয়, এইজন্য তিনি শুচি হইতেও পরম শুচি। যথা—

'অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।

যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তর-শুচিঃ॥'

"যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।

তস্য তীর্থপদঃ কিম্বা দাসানামবশিষ্যতে॥"

অথবা 'শুচি' শব্দে উজ্জ্বল বা মধুর রস বুঝায়। অতএব তিনি অন্যের অনধীন হইলেও ব্রজের মধুর রসের নিমিত্তই ব্রজজনের একান্ত অধীন। ব্রজগোপীদের প্রেমঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া স্বয়ংই বলিয়াছেন—

"ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং স্বসাধুকৃত্যমিত্যাদি।"

হে সুন্দরীগণ! তোমাদের সংযোগ বা সম্মিলন কামময় প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ নির্ম্মল প্রেমময়, সুতরাং নির্দোষ। তোমরা কুলবধূ হইয়াও দুর্জ্জর গৃহশৃঙ্খল অর্থাৎ গৃহসম্বন্ধি-ঐহিক-পারলৌকিক-সুখকর লোকধর্ম্ম-মর্য্যাদা পরিহার করিয়া পরমানুরাগের সহিত আমার যেরূপ ভজনা করিয়াছ, অন্যের প্রতি প্রেমপ্রযুক্ত হেতু আমি তাদৃশ একনিষ্ঠ হইতে পারি নাই; সুতরাং আমি তোমাদের সেই অসাধারণ সাধুকৃত্যের প্রত্যুপকার করিতে অনন্ত-

কাব্যং কবেঃ কাব্যতয়া প্রসিদ্ধং
কাব্যস্য কাব্যঞ্চ যতোঽস্তি কাব্যম্।
তদেব কাব্যং মম কাব্যকাব্যং
ব্রজৈককাব্যং পরমস্তু কাব্যম্॥ ৩॥

টীকা।—ভাগবতস্তথা তদীয়ধামলীলাপরিকরাদিবর্ণনময়কাব্যস্যৈবোত্তম-কাব্যত্বং স্বমতমিত্যাহ কাব্যমিতি। এতদ্গ্রন্থব্যাখ্যায়ামুপযোগিত্বাদাদৌ কাব্যাদিলক্ষণং লিখ্যতে। কাব্যপ্রকাশকৃন্মতে।—তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণা-বলংকৃতী ক্বাপি। অস্যার্থঃ। দোষরহিতৌ শব্দার্থৌ তৎকাব্যম্। কীদৃশৌ। সগুণৌ ক্বাপি অলংকৃতী ঈষদলঙ্কারবিশিষ্টৌ। কস্য চিন্মতে। বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্। অস্যার্থঃ। রসাত্মকং বাক্যং কাব্যমিতি। অন্যমতে। রীতিরাত্মা কাব্যস্য। রীতিমত্ত্বং কাব্যত্বম্। রীতিগৌড়ীপ্রভৃতয়ঃ। অলঙ্কারকৌস্তুভ

কালেও সমর্থ হইব না। পরন্তু "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্—অর্থাৎ যাহারা আমাকে যেভাবে ভজনা করে, আমিও তাহাদিগকে সেই ভাবানুরূপ ফল দিয়া ভজনা করি।" এই নিজ প্রতিজ্ঞা হইতে যে বিচ্যুত হইলাম, ইহারও প্রতিকার অসম্ভব। বস্তুতঃ তোমাদের নিকট ঋণীই হইলাম॥ ২॥

ভগবান্ ও তদীয় ধামলীলা-পরিকরাদি বর্ণনময় কাব্যের কাব্যত্বই যে সর্ব্বোত্তম, তাহা এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ উপযোগীবোধে কাব্যাদির লক্ষণ লিখিত হইতেছে। 'কাব্যপ্রকাশ' মতে,—"তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবলংকৃতী ক্বাপি।" অর্থাৎ প্রসাদাদিগুণযুক্ত ও কোথাও ঈষদলঙ্কারবিশিষ্ট দোষরহিত শব্দার্থের নামই কাব্য। কাহারও মতে "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং" অর্থাৎ রসাত্মক বাক্যের নামই কাব্য।" অন্যমতে—"রীতিরাত্মা কাব্যস্য" অর্থাৎ গৌড়ী প্রভৃতি রীতিই কাব্যের আত্মা। 'অলঙ্কার-কৌস্তুভ'কার বলেন—"কবি বাঙ্নির্ম্মিতিঃ কাব্যম্। অর্থাৎ প্রাক্তন সংস্কারবিশিষ্ট ব্যক্তিই কবি নামে অভিহিত। সেই কবির অসাধারণ চমৎকারকারিণী বাক্যের রচনার নামই কাব্য। যাহা হউক অতঃপর মূল বিষয়ের অনুসরণ করা যাইতেছে।

কথ্যতে। কবি-বাঙ্‌নির্ম্মিতিঃ কাব্যম্। অসাধারণচমৎকারকারিণীরচনা হি নির্ম্মিতিঃ। অন্য মতে কবের্ল্লক্ষণম্। যথা- সবীজো হি কবির্জ্ঞেয়ঃ। বীজং প্রাক্তনসংস্কারবিশেষম্। প্রকৃতমনুসরাম। ব্রজৈককাব্যং মম পরং কাব্যমেস্তু। কুতঃ তদেবকাব্যমিতি। তদেব ব্রজসম্বন্ধিলীলাদিবর্ণনময়ং কাব্যমেব কাব্যং, নত্বন্যৎ। রসময়বাক্যনামেব কাব্যত্বাৎ। প্রাকৃতনায়কাদৌ রসাভাসো ন তু রসঃ পরিণামবিরসত্বাৎ নশ্বরত্বাচ্চ। কাব্যমিতি। যথা মায়িকপ্রপঞ্চস্য ভগবৎ সত্ত্বয়াস্তিত্বব্যবহারঃ তথৈব কবেঃ কাব্যকরণে শক্তিমতঃ কাব্যতয়া প্রসিদ্ধম্। যৎকাব্যং তৎ যতো ব্রজকাব্যাদস্তি, অস্তি ব্যবহারঃ। সর্ব্বরসপরিপূর্ণস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সখ্যদাস্যাদিসর্ব্বরসস্য ব্রজে এব প্রকটনাৎ। সর্ব্বরসময়ত্বং শ্রীকৃষ্ণস্য যথা। মল্লানামশনিরিত্যাদি দশমে। রসেনোৎকর্ষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষারসস্থিতিরিত্যাদি চ। পূর্ব্ববৎ কাব্যস্য কাব্যঞ্চ যতো ব্রজকাব্যাদস্তি। অথবা শ্রুতৌ যথা। চক্ষুষশ্চক্ষুরুতশ্রোত্রস্য শ্রোত্রমিতি যৎ কাব্যস্য কাব্যমিতি কাব্যকাব্যমিতি। কাব্যাদপি কাব্যম্। তথাচ। অসাধারণচমৎকারকারিরচনাদপি অতিশয়চমৎকাররূপমিত্যর্থঃ। মমাস্তিত্যনেন ব্রজকাব্যমেব মম বর্ণনীয়মস্তিতি প্রার্থনা ॥ ৩ ॥

একমাত্র ব্রজসম্বন্ধীয় কাব্যই আমার পরম কাব্য হউক। কেননা সেই ব্রজসম্বন্ধিলীলাদিবর্ণনময় কাব্যই প্রকৃত কাব্য। তবে কি অপর বর্ণনাময় কাব্যকে প্রকৃত কাব্য বলা যাইতে পারে না ?---তদুত্তর এই,—রসময় বাক্যেরই কাব্যত্ব। কিন্তু প্রাকৃত নায়কাদিতে যে রস পরিদৃষ্ট হয়, তাহার পরিণাম-বিরসতা ও নশ্বরতা নিবন্ধন তাহাকে রসাভাস বলা যায়, প্রকৃত রস বলা যায় না। সুতরাং ব্রজসম্বন্ধবিহীন কাব্যকে উত্তম কাব্য বলা যায় না; ইহাই তাৎপর্য্য। আবার, ভগবৎসত্ত্বা দ্বারাই যেরূপ মায়িক প্রপঞ্চের অস্তিত্ব সূচিত হয়, সেইরূপ চমৎকার-রচনা-শক্তিসম্পন্ন কবির কাব্য, কাব্যতা অর্থাৎ কাব্যের ভাব-বিদ্যমানতা দ্বারাই প্রসিদ্ধি লাভ করে। কিন্তু ব্রজ-কাব্য হইতেই সেই কাব্যের অস্তিত্ব বা ব্যবহার সূচিত হয়। যেহেতু, সর্ব্বরসপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের সখ্যদাস্যাদি সকল রসই ব্রজধামে প্রকটিত। শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বরসময় তাহা— "রসেনোৎকর্ষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপ রসের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়া রসেই অবস্থিতি করে ইত্যাদি প্রমাণেই স্পষ্ট অভিব্যক্ত হইয়াছে। অতএব কাব্যের কাব্য অর্থাৎ কবিত্ব ব্রজ-কাব্য হইতেই যে

চৈতন্যরূপোদিতরীতিমেকা-
মেকান্তমভ্যস্তুমহং সমীহে।
তত্তত্তদীয়ানুগতোক্তভাবো
ভাবোচিতো ধ্যেয় ইতো ন কাব্যম্ ॥ ৪ ॥

টীকা।—চৈতন্যরূপেণোদিতা যদ্বা চৈতন্যেন রূপগোস্বামিনা চোদিতা যা রীতিস্তামেকাং নত্বন্যামভ্যস্তুমভ্যাসং কর্তুমেকান্তং যথা স্যাত্তথাহমীহে ইচ্ছামি। তত্তত্তদীয়েতি। তত্তস্মাৎ তৎ তেন শ্রীচৈতন্যেন তদীয়াঃ শ্রীকবিকর্ণপূরগোস্বামি-শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভৃতয়স্তৈস্তথা এতেষামনুগতাঃ শ্রীকবিরাজগোস্বামিপ্রভৃতয়-স্তৈরুক্তো যো ভাবঃ প্রেমা সোঽপি ভাবোচিতঃ সখ্যদাস্যাদিরত্যুপযোগী যো ভবতি স এব ধ্যেয়ঃ। ধ্যানাভাবাৎ কুতো বর্ণনম্। ইতঃ উক্ত প্রকারাৎ কাব্যং ন বর্ণনীয়মিতি শেষঃ। যদ্বা। ইতঃ কাব্যং ন কাব্যাভাবাৎ ন বর্ণনীয়মিতি ভাবঃ। ইতো ন কাব্যমিত্যনেন রীতিশব্দস্য কাব্যে এব তাৎপর্য্যম্ যথা অলঙ্কারকৌস্তুভে। কাব্যস্য শরীরাদিস্বরূপমাহ শরীরং শব্দার্থৌ ধ্বনিরসব আত্মা কিল রসো গুণা মাধুর্য্যাদ্যা উপমেতি মুখোঽলঙ্কৃতিগণঃ সুসংস্থানং রীতিঃ স কিল পরমঃ কাব্যপুরুষো যদস্মিন্ দোষঃ স্যাৎ শ্রবণকটুত্বাদিন পরঃ॥ সুসংস্থানং রীতি ইত্যস্য ব্যাখ্যা। গৌড়ীপ্রভৃতয়ো রীতিরেব সুসংস্থানম্ অঙ্গাদি-সৌষ্ঠবমিতি। কস্যচিন্মতে রীতিরেব কাব্যস্যাত্মা তন্মতেরীতিরলং কাব্যত্বমিতি কাব্যলক্ষণম্। অত্র রীতিস্তু শ্রীকৃষ্ণস্যেব ধামপরিকরাদীনাং চিদানন্দসত্ত্বেঽপি প্রাকৃতবৎ প্রতীতি চেষ্টাদিঃ। এতদেব কাব্যপুরুষস্যাঙ্গাদেঃ সৌষ্ঠবমিতি ॥ ৪ ॥

গৃহীত, তাহা সহজেই প্রতীত হইতেছে। অথবা "কাব্যস্য কাব্যং" এই বাক্যে শ্রুতি-কথিত "চক্ষুষশ্চক্ষুরুতশ্রোত্রস্য শ্রোত্র" ইত্যাদি প্রমাণবৎ তাহা কাব্যের কাব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত কাব্য; এইরূপ অর্থও পরিস্ফুট হইয়াছে। এইজন্য তাহা "কাব্য-কাব্য" অর্থাৎ কাব্য অপেক্ষাও—অসাধারণ চমৎকার-কারি-রচনা অপেক্ষাও অতিশয় চমৎকাররূপ; সুতরাং পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম কাব্য। অতএব সেই ব্রজকাব্যই আমার বর্ণনীয় হউক,—ইহাই প্রার্থনা ॥৩॥

চৈতন্যরূপে উদিত অথবা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীরূপগোস্বামী কর্তৃক প্রবর্তিত সেই একমাত্র রীতিই (অন্য কোন রীতি নহে) আমি অভ্যাস করিতে একান্ত

বৈকুণ্ঠকোট্যশ্চিত আসতেহলং
ব্রহ্মাণ্ডকোট্যোহপি চিতোহচিতোহপি।
সর্ব্বত্র বৃন্দাবনমেতদেব
যথা স কৃষ্ণঃ পুলিনাশনাদৌ ॥ ৫ ॥

টীকা।—বৈকুণ্ঠকোট্যঃ চিতঃ চিৎস্বরূপা অলমতিশয়েন আসতে সন্তি। চিদ্ চিৎস্বরূপাঃ অপ্রাকৃতাঃ প্রাকৃতাশ্চ ব্রহ্মাণ্ডকোট্যঃ সন্তি। সর্ব্বত্র চিদচিদ্

ইচ্ছা করি। অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, তদীয়গণ শ্রীকবিকর্ণপুরগোস্বামী ও শ্রীরূপগোস্বামী প্রভৃতি এবং ইঁহাদের অনুগত শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি কথিত যে ভাব বা প্রেম তাহা সখ্যদাস্যাদি রতির উপযোগী এবং ধ্যেয় অর্থাৎ ধ্যানের বিষয়ীভূত। ধ্যানাভাবে কিরূপে বর্ণন হইতে পারে? এই কারণে ইহা কাব্য নয় অর্থাৎ ধ্যানের অভাবে বা কবিত্বের অভাবে ইহা কাব্যরূপে বর্ণনীয় নহে।" অবশ্য ইহা গ্রন্থকারের দৈন্যোক্তি ব্যঞ্জকই বুঝিতে হইবে; নতুবা 'রীতি' শব্দের যখন কাব্যেই তাৎপর্য্য, তখন ইহা পরম কাব্য নহে কি? যথা অলঙ্কার-কৌস্তুভে—

"শরীরং শব্দার্থোহস্রুধ্বনিরসব আত্মা কিল রসো
গুণার্মাধুর্য্যাদ্যা উপমেতি মুখোহলঙ্কৃতিগণঃ।
সুসংস্থানং রীতিঃ স কিল পরমঃ কাব্যপুরুষো
যদস্মিন্ দোষঃ স্যাৎ শ্রবণকটুতাদির্ন পরঃ॥"

অর্থাৎ কাব্য পুরুষের শরীর—শব্দ, প্রাণ--অর্থ,—আত্মা--রস, মাধুর্য্যাদি-গুণ—উপমা, মুখ—অলঙ্কার, এবং গৌড়িপ্রভৃতি রীতিই—অঙ্গের সৌষ্ঠব; ইহাই উত্তম কাব্য-পুরুষের স্বরূপ। কিন্তু যদি ইহাতে শ্রুতিকটুতাদি দোষ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে ইহাকে আর শ্রেষ্ঠ কাব্য বলা যায় না।

আবার কেহ বলেন—রীতিই কাব্যের আত্মা; সুতরাং রীতিই কাব্যত্বের উত্তম লক্ষণ। এস্থলে 'রীতি'শব্দ শ্রীকৃষ্ণের ধামপরিকরাদির চিদানন্দময়ত্ব সত্ত্বেও প্রাকৃতবৎ প্রতীতি ও চেষ্টাদি নির্দ্দেশ করে। সুতরাং ইহাই এই আলোচ্য কাব্যপুরুষের অঙ্গাদির সৌষ্ঠব। অতএব ইহা যে উত্তম কাব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই॥ ৪ ॥

ব্রহ্মাণ্ডে এতদেব বৃন্দাবনম্। অত্র প্রমাণং আদিবরাহতন্ত্রে। পৃথিব্যুবাচ। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে তদ্বাহ্যাভ্যন্তরসংস্থিতম্। বিষ্ণুস্থানং পরং তেষাং প্রধানং প্রিয়মুত্তমম্। তৎপরং নাস্তি কৃষ্ণস্য প্রিয়স্থানং মহত্তমম্। তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহাপ্রভোঃ। ইতি প্রশ্নানন্তরং শ্রীবরাহদেবেন শ্রীবৃন্দাবনমুক্তম্। তথাচ। মহাপ্রলয়ে জড়াত্মক-সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডনাশে সতি চিদাত্মকব্রহ্মাণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনস্য স্থিতি-রিতি সাত্বতসিদ্ধান্তঃ। শ্রীবৃন্দাবনস্যাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বব্রহ্মাণ্ড স্থিতানামস্মিন্নেব ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনমস্তীত্যাকারক প্রতীতাবনুরূপ দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। এক এব কৃষ্ণঃ পুলিনভোজনে সখীনাং যথা আস বভূব। সখীনাং প্রত্যেকং প্রতীতি মমাভিমুখ এব শ্রীকৃষ্ণ ইতি আদিশব্দেন রাসে ব্রজসুন্দরীণাং প্রতিগৃহে মহিষীণাং মমৈব নিকটে শ্রীকৃষ্ণোঽস্তীতি। যথা প্রতীতিঃ তথাত্রাপি॥ ৫ ॥

কোটি কোটি চিন্ময় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম বিদ্যমান আছেন এবং অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত ভেদে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডও বিদ্যমান আছেন, সেই চিন্ময় শ্রীবৈকুণ্ঠ বা ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই এইরূপ শ্রীবৃন্দাবন বিরাজিত। এ বিষয়ের প্রমাণ যথা আদি বরাহতন্ত্রে—পৃথিবীর উক্তি—

"অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে তদ্বাহ্যাভ্যন্তরসংস্থিতম্।
বিষ্ণুস্থানং পরং তেষাং প্রধানং প্রিয়মুত্তমম্॥
তৎপরং নাস্তি কৃষ্ণস্য প্রিয়স্থানং মহত্তমম্।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহাপ্রভো!॥"

অর্থাৎ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্য ও অভ্যন্তরে যে বিষ্ণুস্থান অবস্থিত আছে, তাহাই সকলের পর, প্রধান প্রিয় ও উত্তম। তদপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের মহত্তম প্রিয়স্থান আর নাই। হে মহাপ্রভো! আমি সেই স্থানের বিষয়ই শুনিতে ইচ্ছা করি, কৃপা করিয়া তাহা বলুন।

ধরিত্রীদেবীর এইরূপ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া শ্রীবরাহদেব তাঁহার নিকট শ্রীবৃন্দাবনের কথাই বিবৃত করেন। মহাপ্রলয়ে জড়াত্মক নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশে প্রকট শ্রীবৃন্দাবন তিরোহিত হইলেও চিদাত্মক ব্রহ্মাণ্ডে তাহা নিত্য অবস্থিতি করে, ইহাই সাত্বত-সিদ্ধান্ত। অচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবেই শ্রীবৃন্দাবনের সকল ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থান সূচিত হয়। এজন্য এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডেও শ্রীবৃন্দাবন বিরাজিত আছেন। একই শ্রীবৃন্দাবনের নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থান কিরূপে সম্ভব হয়? ইহারাই দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতেছেন—"পুলিন ভোজনাদিতে

ইদং ঘনীভূত-চিদেকরূপং
বৃন্দাবনং যত্র বসন্তি সর্ব্বে।
শ্রীকৃষ্ণলীলা পরিবাররূপা
যথৈব কৃষ্ণঃ স তথৈব তেঽপি ॥ ৬ ॥

সর্ব্বে ঘনীভূত-চিদেকরূপা
স্তথাপ্যহো প্রাকৃতবৎ প্রতীতাঃ।
পরস্পরা চেষ্টিতমপ্যমীষাং
ব্রজৈক লীলেতি চমৎকরোতি ॥ ৭ ॥

টীকা।—ইদং শ্রীবৃন্দাবনং ঘনীভূতং নিবিড়ং যচ্চিৎ চৈতন্যং তদেকরূপং তন্ময়ম্। যত্র বৃন্দাবনে যে সর্ব্বে বসন্তি তে শ্রীকৃষ্ণলীলায়াং পরিবাররূপাঃ, যথা স কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দরূপ স্তথৈব তে শ্রীলীলাপরিকরাঃ শ্রীনন্দাদয়ঃ সচ্চিদানন্দরূপাঃ ॥ ৬ ॥

টীকা।—সর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণপরিকরাঃ ঘনীভূত চিদেকরূপা ভূত্বাপি অহো আশ্চর্য্যং প্রাকৃতলোকবৎ প্রতীতাঃ। প্রাকৃতবৎ জ্ঞানবিষয়ে ভবন্তি। অমীষাং পরিকরাণাং পরস্পরচেষ্টিতমপি প্রাকৃতবৎ। ইতি হেতো ব্রজৈকলীলা চমৎ-

---

শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ প্রতীত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ। সখাগণ বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন পংক্তিতে ভোজনার্থ উপবেশন করিলেও একই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের প্রত্যেকেরই প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিলেন এবং প্রত্যেকেরই "শ্রীকৃষ্ণ আমারই অভিমুখ" এই-রূপ প্রতীতি হইয়াছিল। 'আদি' শব্দে আরও পরিব্যক্ত হইয়াছে যে—রাসে ব্রজসুন্দরীগণের এবং প্রতি গৃহে মহিষীগণেরও 'শ্রীকৃষ্ণ আমার নিকটেই আছেন" এইরূপ প্রতীতি হইয়াছিল। অতএব প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনের বিরাজমানতা এইরূপ অচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

এই শ্রীবৃন্দাবন একমাত্র নিবিড় চিন্ময়স্বরূপ। এই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পরিকররূপে যাঁহারা বাস করেন সেই শ্রীনন্দ-যশোদা প্রভৃতিও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সচ্চিদানন্দরূপ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ সচ্চিদানন্দময় তাঁহারাও সেইরূপ সচ্চিদানন্দময় ॥ ৬ ॥

করোতি। শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণ স্তৎপরীকরাদীনাং সচ্চিদানন্দময়ত্বং ক্বাপি শাস্ত্রে স্ফুটম্। ক্বাপি নিত্যত্বাদেব চিদ্‌ঘনরূপত্বং সচ্চিদানন্দবস্তুনামেব নিত্যত্বং ন তু মায়িকানাম্। তথা হি যামলে। কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্ত গোপেন্দ্রনন্দনঃ। বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি॥ দ্বিভুজঃ সর্ব্বদা সোঽত্র ন কদাচিচ্চতুর্ভুজঃ। গোপ্যৈকয়াযুক্তস্তত্র পরিক্রীড়তি নিত্যদা॥ পাতালখণ্ডে. অহো মধুপুরী-ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী। দিনমেকং নিবাসেন হরৌভক্তি প্রজায়তে॥ সনৎকুমার

শ্রীকৃষ্ণ-পরিকর সকলেই নিবিড চিন্ময়স্বরূপ হইলেও কি আশ্চর্য্য! তাঁহারা প্রাকৃতলোকবৎ প্রতীত হইয়া থাকেন এবং ইঁহাদের পরস্পর চেষ্টাও লৌকিকবৎ প্রাকৃত বোধ হয়। এই কারণেই ব্রজলীলা, ভক্তের হৃদয়ে বিস্ময় বা বৈচিত্র্য জন্মাইয়া থাকে। শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় পরিকরাদির সচ্চিদানন্দময়ত্ব শাস্ত্রে কোথায় স্পষ্টরূপেই বর্ণিত আছে, আবার কোথাও বা নিত্যত্ব হেতু তাঁহাদের চিদ্‌ঘনত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেহেতু, সচ্চিদানন্দ বস্তুরই নিত্যত্ব সূচিত হয়, কদাচ মায়িক বস্তুর নিত্যত্ব সম্ভব হয় না। যথা যামলে—

"কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্ত গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি॥
দ্বিভুজঃ সর্ব্বদা সোঽত্র ন কদাচিচ্চতুর্ভুজঃ।
গোপ্যৈকয়াযুক্ত স্তত্র পরিক্রীড়তি নিত্যদা॥"

অর্থাৎ যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ (বাসুদেব) ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন; এই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন স্থানেই গমন করেন না। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে সর্ব্বদাই দ্বিভুজ, কদাচ চতুর্ভুজ নহেন এবং তিনি অসংখ্য গোপিকার সহিত তথায় নিত্য ক্রীড়া করেন। এস্থলে শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীকৃষ্ণ, গোপিকা ও ক্রীড়ার নিত্যত্ব হেতু উক্ত সকলেরই সচ্চিদানন্দময়ত্ব ব্যঞ্জিত হইল। যথা—পাতালখণ্ডে—

"অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।
দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে॥

আশ্চর্য্যের বিষয়, এই মধুপুরী শ্রীবৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও গরীয়সী এবং ধন্যা। যেহেতু এই মধুপুরীতে একদিনমাত্র বাস করিলেই ভগবান শ্রীহরিতে ভক্তির উদয় হয়। মধুপুরী যখন চিন্ময় বৈকুণ্ঠধাম অপেক্ষাও গরীয়সী, তখন মধুপুরীর মহাচিন্ময়ত্বই সূচিত হইল।

সংহিতায়াং। যথা প্রকট লীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ। তথা তে নিত্যলীলাসু সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি॥ দাসাঃ সখায়ঃ পিতরো প্রেয়স্যোহস্য হরেরিহ। সর্ব্বে নিত্যামুনিশ্রেষ্ঠতত্তুল্যগুণশালিনঃ॥ পাদ্মে। নিত্যাং মে মথুরাং বিদ্ধি বিদ্ধি বৃন্দাবনং তথা॥ অভিধয়া যথা। ব্রহ্মসংহিতায়াম্। শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবোদ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্। কথাগানং নাট্যং গমনমপি বংশীপ্রিয়সখী চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তথাস্বাদ্যমপি চ। জ্যোতিশ্চন্দ্রসূর্য্যাদি চিদানন্দং স্বাদ্যং ভক্ষ্যমপি চিদানন্দম্। শ্রিয় আদয়শ্চিদানন্দাঃ ইতি সুতরামেব

আবার সনৎকুমার সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

"যথা প্রকটলীলায়াঃ পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তথা তে নিত্যলীলাসু সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি॥
দাসাঃ সখায়ঃ পিতরো প্রেয়স্যোহস্য হরেরিহ।
সর্ব্বে নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তত্তুল্য গুণশালিনঃ॥"

হে মুনি শ্রেষ্ঠ! শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলায় যাঁহারা যে ভাবে পুরাণে বর্ণিত হইয়াছেন, নিত্যলীলা সমূহেও শ্রীবৃন্দাবন ভূমিতে তাঁহারা সেই ভাবে বিদ্যমান। এই জন্য এই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের দাসগণ, সখাগণ, পিতামাতা ও প্রেয়সীবৃন্দ সকলেই নিত্য এবং তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) তুল্য গুণশালী।

পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"নিত্যাং মে মথুরাং বিদ্ধি বিদ্ধি বৃন্দাবনং তথা।"

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—আমার মথুরা ও বৃন্দাবন ভূমিকে নিত্য জানিবে।

আবার মুখ্যরূপেও উহাদের সচ্চিদানন্দময়ত্ব উক্ত হইয়াছে। যথা ব্রহ্মসংহিতায়—

"শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশীপ্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তথাস্বাদ্যমপি চ॥"

অর্থাৎ সেই শ্রীবৃন্দাবনধামে কান্তা অর্থাৎ ব্রজসুন্দরীগণই লক্ষ্মীস্বরূপা, শ্রীকৃষ্ণই কান্ত, বৃক্ষ সকল কল্পতরু, ভূমি সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ চিন্তামণিগণময়ী জল অমৃতময়; সে স্থানের কথাই গান, গমনই নাট্য, বংশীই প্রিয়সখী, চন্দ্রসূর্য্যাদি

তত্রৈব। ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখং মহৎ পদম্। তৎ কর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবমিতি ॥ গোপালতাপন্যাম্। একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণঃ ঈড্যঃ ॥ তাপিন্যাং, কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবম্। তাপনী হয়শীর্ষয়োঃ। সচ্চিদানন্দ-রূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে ইতি। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে। নন্দব্রজজনানন্দী সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। গোপালতাপিনীষু। যোহসৌ পরংব্রহ্ম গোপাল ইতি। কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নিবৃত্তিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে, গৌতমীয়-তন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রব্যাখ্যায়াম্। কৃষিশব্দশ্চ সত্তার্থোণশ্চানন্দদায়কঃ। সুখ-

---

রূপ জ্যোতিও পর অর্থাৎ চিচ্ছক্তিময় অধিক কি, তথাকার ভক্ষ্যও চিদানন্দ। সুতরাং কান্তা, কান্ত ভূমি প্রভৃতি সকলই চিদানন্দ স্বরূপ।

উক্ত গ্রন্থেই উক্ত হইয়াছে—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥
সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্ ॥"

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরম ঈশ্বর; অনাদিরও আদি, গোবিন্দ এবং সর্ব্ব কারণের কারণ স্বরূপ।

গোকুল নামক মহৎ ধাম অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান সহস্রদল কমল সদৃশ সেই কমলের কর্ণিকার স্বরূপই তাঁহার ধাম অর্থাৎ শ্রীনন্দ-যশোদাদিসহ বাসযোগ্য শ্রীকৃষ্ণের মহান্তঃপুর। এই স্থানে অনন্তাংশ শ্রীবলরামও নিত্য বাস করিয়া থাকেন।

আবার শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—

"একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণঃ ঈড্যঃ।" গোপাল-তাপনী
"কৃষ্ণ বৈ পরমং দৈবম্।" তাপনী।
"সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে।" হয়শীর্ষঃ।

এই সকল শ্রুতি-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দরূপত্ব ও নিত্যত্ব স্পষ্ট পরিব্যক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলেন—

"নন্দ-ব্রজজনানন্দী সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নন্দব্রজের জনসমূহের আনন্দদাতা ও সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি।

রূপো ভবেদাত্মা ভাবানন্দময়ঃ স্মৃতঃ। শ্রীভাগবতে, গূঢ়ং পরংব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গমিতি। যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণব্রহ্মসনাতনমিতি চ। বিষ্ণুপুরাণে। যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরংব্রহ্মনরাকৃতিরিতি গীতাসু ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিতি। এষাং প্রাকৃত-

---

আবার তাপনী শ্রুতি বলেন—

"যোঽসৌ পরংব্রহ্ম গোপাল ইতি।"

যিনি গোসমূহকে পালন করেন যাঁহা হইতে মৃত্যু ভয় পায় তিনিই এই পরংব্রহ্ম গোপাল।

মহাভারত উদ্যোগপর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—

"কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।"

কৃষ ধাতু সত্তাবাচক, ণ নির্বৃতিবাচক। এই উভয় যোগে কৃষ্ণ শব্দের উৎপত্তি। এই কৃষ্ণ শব্দ পরমব্রহ্মকেই বুঝাইয়া থাকে।

গৌতমীয় তন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র ব্যাখ্যায় পরিদৃষ্ট হয়—

"কৃষিশব্দশ্চ সত্তার্থো ণশ্চানন্দদায়কঃ
সুখরূপো ভবেদাত্মা ভাবানন্দময়ঃ স্মৃতঃ॥"

কৃষ্ণ শব্দের অর্থ সত্তা, ণ প্রত্যয়ের অর্থ আনন্দদাতা, আত্মা সুখরূপ; অতএব এই কৃষ্ণপদে ভাব ও আনন্দময় পংব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে।

আবার শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে—

"গূঢ়ং পরংব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গমিতি।"
"যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণব্রহ্ম সনাতনমিতি।"

"পরব্রহ্মই মানবরূপে গূঢ় হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং "পরমানন্দ সনাতন পূর্ণব্রহ্মই যাঁহার মিত্র।"

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরংব্রহ্মনরাকৃতিঃ।"

অর্থাৎ যেস্থানে পরব্রহ্ম নররূপে শ্রীকৃষ্ণ নামে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

গীতা বলেন—"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিতি অর্থাৎ আমি ব্রহ্মেরই প্রতিষ্ঠা ও আস্পদ।

লোকবৎ প্রতীতিচেষ্টিতং যথা। দশমে। "যশোদোলুখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা।" গোপীভিঃ স্তোভিতোঽনৃত্যং ভগবান্ বালবৎ ক্বচিৎ। "উবাহ ভগবান্ কৃষ্ণো শ্রীদামানং পরাজিতঃ।" ত্রয্যাচোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৌ উপগীয়মান মাহাত্ম্যং হরিং সা মন্যতাত্মজম্॥" ইমান্যধিকমগ্নানি পদানি বহতো বধূম্।" তাসাং রতি-বিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ। প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্না শন্তমেনাঙ্গপাণিনা ইতি। এবং পুতনাতৃণাবর্ত্তবধাদৌ সর্ব্বৈব লীলাপ্রায়শঃ প্রাকৃতবৎ শ্রীকৃষ্ণবৎ তৎপরিকরাণাম্। অলমতি বিস্তরেণেতি॥ ৭॥

অতঃপর ইহাদের চেষ্টাদির প্রাকৃতলোকবৎ প্রতীতির প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে। যথা। শ্রীমদ্ভাগবতে—

'যশোদোলুখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা।"

শ্রীযশোদা সেই ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীতরূপ পরব্রহ্মকে অসাধারণ প্রেমবাৎসল্য বিষয়ীভূত আত্মজ জ্ঞান করিয়া প্রাকৃতবালকের ন্যায় রজ্জুদ্বারা উদূখলে বন্ধন করিলেন।

"গোপীভিঃ স্তোভিতোঽনৃত্যদ্ভগবান্ বালবৎ ক্বচিৎ॥"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন গোপীদিগের করতালি দ্বারা কিম্বা "যদি নাচ তবে তোমায় সন্দেশ দিব" এইরূপ স্তোভবাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া অপর প্রাকৃত বালকের ন্যায় নৃত্য করিতেন।

"ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সা মন্যতাত্মজম্॥"

অর্থাৎ বেদ সকল যজ্ঞপুরুষ বলিয়া, উপনিষৎ সকল ব্রহ্ম বলিয়া, সাঙ্খ্য সকল পুরুষ বলিয়া, যোগ সকল পরমাত্মা বলিয়া এবং সাত্বতগণ শ্রীভগবান্ বলিয়া যাঁহার মাহাত্ম্য গান করেন, শ্রীযশোদা সেই হরিকে আপনার আত্মজ জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

"ইমান্যধিকমগ্নানি পদানি বহতো বধূম্।"

এই দেখনা, বধূকে বহন করিতে করিতে কামী শ্রীকৃষ্ণ ভারাক্রান্ত হইয়াছিলেন, সেইজন্য এখানে তাঁহার ঐ সকল পদচিহ্ন অধিক মগ্ন হইয়াছে। পরন্তু আরও কথিত হইয়াছে—

"তাসাং রতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ।
প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্না শন্তমেনাঙ্গ পাণিনা॥"

যা পঞ্চমাবস্থিতিগামি-সম্বিৎ
তদ্বৃত্তিরূপা স্তদনন্যবৃত্ত্যা।
জানন্তি কৃষ্ণং নিজমেব বন্ধুং
তং প্রাকৃতং মন্যজমা ন চিত্রম্॥ ৮॥

টীকা।—চিত্রমিদং সর্ব্বশাস্ত্র প্রণীতৈশ্বর্য্যস্য শ্রীকৃষ্ণস্যৈব তৎ-পরিকরস্য চ সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বং তস্য প্রাকৃতবন্মননম্ অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় আনন্দময়েতি। তত্রাহ যেতি। ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগইতীঙ্গনা। ইত্যত্র গণনায়াং পঞ্চমাবস্থিতিগামি সম্বিৎ জ্ঞানং তদ্বৃত্তিরূপাঃ তস্য জ্ঞানস্য পরিণতিরূপাঃ তদনন্যবৃত্ত্যা তত্তস্য জ্ঞানস্যানন্যবৃত্ত্যা ন কৃষ্ণাৎ অন্যত্রৈশ্বর্য্যাদৌ বৃত্তি বিষয়ো যস্যা তয়া বৃত্ত্যা। যদ্বা। বেদচতুষ্টয়াৎ শ্রীভাগবতে যথা

সেই ব্রজসুন্দরীগণ রতি-বিহারে শ্রান্ত হইলে করুণস্বভাব শ্রীকৃষ্ণ প্রেম-প্রকাশ পূর্ব্বক স্বীয় পরম সুখকর কর-কমল দ্বারা অতীব যত্নসহকারে তাঁহাদের বদন মার্জ্জনা করিয়া দিতেন অর্থাৎ স্বেদবিন্দু অপসারণ ও অলকসম্বরণাদি করিতেন। এই প্রকার পূতনাতৃণাবর্ত্তবধাদি সকল লীলায় প্রায়শঃ প্রাকৃতবৎ প্রতীত হয়। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তদীয় পরিকরগণের চেষ্টাদিও যে এইরূপ প্রতীত হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এ সম্বন্ধে অধিক বিস্তারে আর আয়োজন নাই।

সর্ব্বশাস্ত্র-প্রণীতৈশ্বর্য্য শ্রীকৃষ্ণ এবং তদীয় পরিকরগণের সচ্চিদানন্দময়-বিগ্রহত্বের প্রাকৃতবৎ মনন অর্থাৎ অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় বা আনন্দময় এই পঞ্চকোষময় রূপে মনন, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ষড়ৈশ্বর্য্যের মধ্যে গণনায় পঞ্চমাবস্থিতি গত সম্বিৎ বা জ্ঞানের বৃত্তিরূপ অর্থাৎ পরিণতিরূপ যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের অনন্যবৃত্তি অর্থাৎ কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য ঐশ্বর্য্যাদিতে যাহার কোন বিষয়-সম্বন্ধ নাই তাদৃশী বৃত্তি দ্বারাই সচ্চিদানন্দমূর্ত্তিকে প্রাকৃতবৎ মননকারীজনসকল সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে নিজজনরূপে অবগত হইয়া থাকেন। সুতরাং ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

পুরাণস্য পঞ্চমবেদত্বং, চতুর্থপুরুষার্থতোঽপি প্রেম্নঃ পঞ্চমপুরুষার্থত্বং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে হরিভক্তিবিলাসাদৌ যথোক্তং তথৈব মুক্তানাং তুরীয়াবস্থিতিতোঽপি স্বরূপশক্তেঃ পঞ্চমাবস্থিতিত্বং তদ্গামিসম্বিৎ স্বরূপশক্তিনিষ্ঠজ্ঞানং তদ্বৃত্তিরূপাঃ শ্রীকৃষ্ণপরিকরাঃ তদনন্যবৃত্ত্যা স্বরূপশক্তেরেব বৃত্তিতয়া হেতুনা তং শ্রীকৃষ্ণং নিজং বন্ধুমেব জানন্তীতি ন চিত্রং নাশ্চর্য্যম্। শ্রীকৃষ্ণো যথা সম্বিদ্রূপস্তথৈব তৎপরিকরা অপি সম্বিদ্বৃত্তিরূপতয়া সম্বিদ্রূপাঃ। শ্রীকৃষ্ণস্য সম্বিদ্রূপতা। গোতমীয়তন্ত্রেদশাক্ষরমন্ত্রন্যাসে সর্ব্বজ্ঞাদিগুণৈর্যঙ্গে সম্বিদ্রূপে পরাত্মনীতি। যদ্দাতি পরং জ্ঞানং সম্বিদ্রূপে পরাত্মনীতি চ। শ্রীকৃষ্ণপরিকরস্য শ্রীকৃষ্ণতুল্যত্বং তত্রৈব শ্রীকৃষ্ণাভরণাদেঃ পূজানন্তরং পার্ষদপূজায়াং যথা। দামসুদামবসুদামকিঙ্কিণীগন্ধপুষ্পকৈঃ। অন্তঃকরণরূপা স্তে কৃষ্ণস্য পরিকীর্ত্তিতাঃ। স্বাত্মাভেদেন তে পূজ্যা

অথবা শ্রীমদ্ভাগবতে যেরূপ বেদচতুষ্টয় হইতে পুরাণের পঞ্চমবেদত্ব কিম্বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদিতে চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষ হইতেও প্রেমের পঞ্চমপুরুষার্থতা উক্ত হইয়াছে সেইরূপ মুক্তপুরুষগণের তুরীয় অবস্থিতি হইতেও স্বরূপশক্তির পঞ্চমাবস্থিতিত্ব সূচিত হইয়াছে, সেই স্বরূপশক্তিগামী যে সম্বিৎ অর্থাৎ স্বরূপশক্তিনিষ্ঠ জ্ঞান, তাহারই বৃত্তিরূপ অর্থাৎ বিষয়রূপ শ্রীকৃষ্ণ পরিকরগণই সেই স্বরূপশক্তির বৃত্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে নিজ বন্ধুরূপে জানিয়া থাকেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ সম্বিৎরূপ তদীয় পরিকরগণও সেইরূপ সম্বিৎশক্তির বৃত্তিরূপ বলিয়া সম্বিৎরূপ। শ্রীকৃষ্ণের সম্বিদ্রূপতা শ্রীগোতমীয়তন্ত্রে দশাক্ষর মন্ত্রন্যাসে বিবৃত হইয়াছে। যথা—

"সর্ব্বজ্ঞাদি গুণৈর্যঙ্গে সম্বিদ্রূপে পরাত্মনেতি।
যদ্দাতি পরং জ্ঞানং সম্বিদ্রূপে পরমাত্মনেতি॥"

যাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞাদি গুণ বিদ্যমান তিনিই সম্বিদ্রূপ পরমাত্মা, এবং যিনি পরম জ্ঞান প্রদান করেন, তিনিই সম্বিদ্রূপ পরমাত্মা।

আবার উক্ত তন্ত্রেই শ্রীকৃষ্ণ পরিকরগণের শ্রীকৃষ্ণ-তুল্যতা স্পষ্ট পরিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের আভরণাদির পূজার পর পার্ষদগণের পূজায় কথিত হইয়াছে—

যথা কৃষ্ণস্তথৈব তে প্রণবাদি নমস্তেস্ত মন্ত্রে স্তান্ পরিপূজয়েদিতি। বন্ধুমননে হেত্বন্তরমাহ। প্রাকৃতং মন্যজনা ইতি। পণ্ডিতম্মন্যবৎ। অপ্রাকৃতমপ্যাত্মানং শ্রীকৃষ্ণঞ্চ প্রাকৃতবন্মন্যন্তে যে শ্রীকৃষ্ণপরিকরাঃ! তথাহি শ্রীভাগবতে। অহো ভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্। যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম-সনাতনমিতি। পূর্ব্বশ্লোকে লিখিত প্রমাণ বাহুল্যেন চ শ্রীকৃষ্ণস্য তৎপরিকরাণাঞ্চ অপ্রাকৃতত্বং প্রাকৃতবৎ চেষ্টিতত্বং বন্ধুমননঞ্চ জ্ঞেয়ম্। বিষ্ণুপুরাণে। হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণ-বর্জ্জিতে ইত্যত্র সম্বিৎশব্দস্য জ্ঞানবাচিত্বং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতস্য আদিলীলায়াং ব্যাখ্যাকৃতমিতি ॥ ৮ ॥

'দাম সুদাম বসুদাম-কিঙ্কিণীর্গন্ধপুষ্পকৈঃ।
অন্তঃকরণ-রূপা স্তে কৃষ্ণস্য পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
স্বাত্মাভেদেন তে পূজ্যা যথা কৃষ্ণস্তথৈব তে।
প্রণবাদি নমস্তেস্ত মন্ত্রে স্তান্ পরিপূজয়েৎ॥

দাম, বসুদাম, সুদাম ও কিঙ্কিণী শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃকরণ স্বরূপ। যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ তাঁহারও, এইরূপ অভিন্নাত্মারূপে গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা তাঁহাদের পূজা করা কর্ত্তব্য। আদিতে প্রণব শেষে নমঃ শব্দযুক্ত মন্ত্র সহযোগেই তাঁহাদিগকে পূজা করিতে হইবে।

অনন্তর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধু-মননের অন্য প্রকার হেতু নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

"প্রাকৃতম্মন্যজনাঃ" এই পদটী "পণ্ডিতম্মন্য" বৎ নিষ্পন্ন। অতএব অপ্রাকৃত হইলেও যাঁহারা আত্মস্বরূপ ও শ্রীকৃষ্ণকে প্রাকৃতবৎ মনন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণ পরিকরগণ। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে—

অহোভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্মসনাতনম্॥"

অহো! নন্দগোপ ও ব্রজবাসিগণের কি আশ্চর্য্য ভাগ্য! পরমানন্দরূপ সনাতন পূর্ণব্রহ্ম তাঁহাদের মিত্র হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপরিকরগণের অপ্রাকৃতত্ব এবং প্রাকৃতবৎ তদীয় চেষ্টিতত্ব ও বন্ধুমননাদি পূর্ব্ব শ্লোকের ব্যাখ্যায় বহুল প্রমাণ-প্রয়োগের সহিত আলোচিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরীমিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥"

হে ভগবন্! হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ এই বৃত্তিত্রয়বিশিষ্টা মুখ্যাশক্তি সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত আপনাতেই অবস্থিত। কিন্তু হ্লাদকরী অর্থাৎ মনঃপ্রসাদিনী সাত্ত্বিকী, বিষয়-বিয়োগাদিজনিত তাপপ্রদা তামসী এবং প্রসাদ ও তাপ বা সুখ-দুঃখ উভয় মিশ্রা রাজসী এই ত্রিগুণা প্রকৃতি তোমাতে অবস্থিতি করে না; যেহেতু তুমি গুণবর্জ্জিত। উহা গুণময় জীবেই অবস্থান করে। সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের স্বরূপের সহিত অভেদভাবে প্রকাশিত শক্তির নামই স্বরূপ শক্তি। হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ এই স্বরূপ শক্তিরই তিনটী বৃত্তি। কার্য্য-ক্ষমতার নামই শক্তি এবং সেই শক্তির ক্রিয়ার নামই বৃত্তি। শ্রীভগবান স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়াও নিজের স্বরূপ শক্তির যে বৃত্তি দ্বারা নিজের আনন্দ নিজে অনুভব করেন এবং অপরকেও সেই আনন্দের অনুভব করান, তাহার নাম হ্লাদিনী বৃত্তি। তিনি স্বয়ং সত্তাস্বরূপ হইয়াও নিজের স্বরূপশক্তির যে বৃত্তি দ্বারা নিজের সত্তাধারণ করেন এবং অপরকেও ধারণ করান তাহারই নাম সন্ধিনীবৃত্তি। আর তিনি স্বয়ং জ্ঞানরূপ হইয়াও স্বরূপশক্তির যে বৃত্তিদ্বারা আপনি জানেন এবং অপরকে জানান তাহারই নাম সম্বিৎ বৃত্তি। এস্থলে সন্ধিনী হইতে সম্বিৎ ও সম্বিৎ হইতে হ্লাদিনীর উৎকর্ষ সূচিত হইয়াছে। এই সম্বিৎ শব্দের জ্ঞান-বাচিত্ব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলায় ৪র্থ, পরিচ্ছেদে স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

"সৎ চিৎ আনন্দপূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি"॥ ৮॥

সর্ব্বোত্তমানামপি সর্ব্বতঃ স্যাৎ
স্ব ন্যূনভাবঃ প্রভুভক্তিশক্ত্যা।
প্রত্যক্ষমীক্ষে ব্রজলোক এতং
তং প্রাকৃতম্মন্যতমে চিদর্চ্চ্যে ॥ ৯ ॥

টীকা।—পূর্ব্বশ্লোকে ন চিত্রমিতি যদুক্তং তদেব সপ্রমাণং যথার্থানুভবেনাহ সর্ব্বোত্তমানামিতি। প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য যা ভক্তিস্তস্যা যা শক্তিস্তয়া। সর্ব্বোত্তমানামপি জনানাং সর্ব্বতঃ সর্ব্বপ্রকারেণাহং ন্যূন ইত্যাকারকঃ স্বস্য ন্যূনভাবঃ স্যাদিতি যঃ প্রসিদ্ধস্তমেতং স্বন্যূনভাব ব্রজলোকে প্রত্যক্ষমহমীক্ষে। যেষাং স্বন্যূনভাবং সর্ব্বোত্তমত্বঞ্চ বিশেষণ দ্বয়েনাহ প্রাকৃতং মন্যতমে ইতি স্বং প্রাকৃতং মন্যমানাং মধ্যে শ্রেষ্ঠে। ব্রজস্থজনা আত্মানমতিশয়েন প্রাকৃতং জানন্তীত্যর্থঃ। চিদর্চ্চ্যে ইতি। চিতৌ চিৎস্বরূপাণাং মধ্যে অর্চ্চ্যে পূজনীয়ে। যদ্বা। চিৎস্বরূপাণামুদ্ধবাদীনা মর্চ্চ্যো। তথাহি উদ্ধববাক্যম্। আসামহো চরণরেণু জুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনামিত্যাদি। বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণ-

পূর্ব্ব শ্লোকে 'প্রাকৃতবৎ প্রতীতি আশ্চর্য্য নয়' বলিয়া যে উক্ত হইয়াছে, তাহ গ্রন্থকার যথার্থানুভব দ্বারা এই শ্লোকে সপ্রমাণ করিতেছেন।—"প্রভুভক্তি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভক্তির শক্তিদ্বারা সর্ব্বোত্তম জনগণেরও 'সর্ব্বপ্রকারে আমি ন্যূন' ইত্যাকার নিজের ন্যূনভাব উপস্থিত হইয়া থাকে। এইরূপ স্বকীয় ন্যূনভাব ব্রজলোকে আমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি। অপিচ যাঁহারা প্রাকৃতম্মন্যতম এবং যাঁহারা চিৎস্বরূপগণের মধ্যে পূজনীয় তাঁহারা সর্ব্বোত্তম হইয়াও আপনাতে ন্যূনভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। যাঁহারা আপনাকে প্রাকৃত মনে করেন তাদৃশ জনগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকেই প্রাকৃতম্মন্যতম বলা হইয়াছে। ব্রজস্থ জনগণই আপনাকে অতিশয় প্রাকৃতরূপে জানিয়া থাকেন। সুতরাং "প্রাকৃতম্মন্যতম" বাক্য ব্রজবাসিবৃন্দকেই নির্দ্দেশ করিতেছে এবং চিৎস্বরূপ

শেত্যাদি চ। ভক্ত্যা স্বন্যূনভাবং শ্রীনারদস্য যথা। মৎ সমো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন। পরিহারে হি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম ইতি নারদশিষ্যভূতানাং শ্রীপ্রহ্লাদধ্রুবাদীনাং বহব এব স্ব ন্যূনবোধিকাঃ শ্লোকাঃ

ভাগবতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীউদ্ধবাদিই এস্থলে উদ্দিষ্ট হইয়াছেন। কারণ, শ্রীউদ্ধব বলিয়াছেন—

"আসামহো চরণরেণু জুষামহং স্যাং।
বৃন্দাবন কিমপি গুল্মলতৌষধীনম্॥"

শ্রীভাগবত।

পরম ভাগবত শ্রীউদ্ধব অত্যন্ত দীনতা সহকারে আপনাকে নীচাধম মনে করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন,—অহো! আমি এই সকল গোপীদের চরণরেণু সেবী বৃন্দাবনের গুল্মলতাদি ওষধির মধ্যে কোন একটি হইয়া জন্মলাভ করি, ইহাই আমার অভিলাষ। কারণ, কৃষ্ণাভিসার সময়ে বর্ত্মাবর্ত্ম বিচার না করিয়া তাঁহারা যখন শ্রীকৃষ্ণপার্শ্বে গমন করিবেন, তখন তৃণাদিরূপ আমার মস্তকে চরণার্পণ করিবেন। সুতরাং অনায়াসে সেই চরণরেণুর প্রচুর স্পর্শ যোগ্যতা লাভ করিয়া ধন্য হইব। অতএব—

"বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।"

নন্দব্রজস্থ অঙ্গনাগণের চরণরেণুর বারংবার বন্দনা করি।

ভক্তির প্রভাবে শ্রীনারদেরও এইরূপ নীচভাবের উদয় হইয়াছিল। যথা—

"মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম॥"

পদ্মপুরাণ।

হে পুরুষোত্তম! আমার ন্যায় পাপাত্মা ও অপরাধী জগতে আর কেহই নাই। বলিতে কি, অপরাধ মার্জ্জনের নিমিত্ত আপনার নিকট দৈন্য প্রার্থনা করিতেও আমার লজ্জাবোধ হইতেছে।

পরন্তু শ্রীনারদের শিষ্য শ্রীপ্রহ্লাদ ধ্রুবাদিরও এই প্রকার দৈন্যবোধক

শ্রীভাগবতাদৌ সন্তি। শ্রীব্রহ্মণঃ। তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্গোকুলেপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোভিষেকমিত্যাদি। ব্রজবাসি মুখ্যতমস্য শ্রীনন্দস্য বাক্যং শ্রীগর্গমুনিং প্রতি যথা। মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহীণাং দীনচেতসাম্। নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে কনান্যথা চিৎ। পুতনাদিবধানন্তরং সর্ব্বৈরেব ব্রজবাসিভিঃ শ্রীকৃষ্ণস্য স্বানাঞ্চ প্রাণাদিরক্ষায়াং প্রাচীনসুকৃতব্রহ্মনাশীর্ব্বাদাদয় এব কারণত্বেনোক্তাত্বাৎ শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠস্বনিষ্ঠপ্রাকৃতত্বমননং সুপ্রসিদ্ধমেব সর্ব্বেষাং ব্রজবাসিনাম্॥ ৯॥

বহু শ্লোক শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে বিদ্যমান আছে। অপিচ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও গোকুলবাসীদের সৌভাগ্যাতিরেক দর্শন করিয়া অতীব দীনভাবে বলিয়াছেন—

"তদ্ভূরিভাগ্যমিহজন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্॥"

মনুষ্যলোকের মধ্যে এই মথুরাদিধামে—তন্মধ্যে এই গোকুলে বা মধুবনে দুর্ব্বাদি কোমল তৃণজন্মলাভও মহাভাগ্যের কথা, কারণ তাহাকে গোকুল-বাসী যে কোন ব্যক্তির পদধূলি দ্বারা অভিষিক্ত হইবার সম্ভাবনা আছে।

আবার শ্রীগর্গমুনির প্রতি ব্রজরাজ শ্রীনন্দের বাক্যও এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা—

"মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহীণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ॥

হে ভগবন্! মহাত্মা ব্যক্তিগণ স্বীয় আশ্রম হইতে যে অন্যত্র গমন করেন তাহা জায়াপুত্রাদি বিশিষ্ট গৃহিদিগের মঙ্গলেরই নিমিত্ত। তন্মধ্যে যাহারা দীনচিত্ত অর্থাৎ আপনাকে তৃণাদপি দুর্ভগ মনে করিয়া থাকে, তাহাদের প্রতিই সেই সাধুগণের কৃপাধিক্য সম্ভব হয়, নতুবা যাহারা উত্তমম্মন্য কঠোর বক্রচিত্ত তাহাদের ভাগ্যে সাধু কৃপা লাভ দুর্ঘট। সুতরাং ভবদ্বিধ বিজ্ঞজনের মাদৃশ অধমের ভবনে স্বয়ং কৃপা করিয়া যে, আগমন করিয়াছেন, ইহা উচিতই হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আগমনের কারণ অন্য কিছুই কল্পিত হইতে পারে না।

পুতনাদি বধের পর সমস্ত ব্রজবাসী শ্রীকৃষ্ণের ও আপনাদের প্রাণাদি রক্ষা

তেনৈব তস্যৈব বশস্তথৈব
তত্রৈব নিত্যং বিলসত্যলং সঃ।
আত্যন্তিকৈরেব রহস্য রস্যৈ-
মাধুর্য্যপূরৈ রমিত প্রকাশ্যৈঃ ॥ ১০ ॥

টীকা—তেনৈব সর্ব্বোত্তমানামপি স্বন্যূনভাবৈব তস্যৈব ব্রজলোকস্যৈব স শ্রীকৃষ্ণঃ তথৈব স্বন্যূনভাবানুরূপৈব বশঃ সন্ তত্রৈব ব্রজলোক এবামিতপ্রকাশৈ নিত্যং বিলসতি। কীদৃশৈস্তত্রাহ। অত্যন্তিকৈরেব পরমসীমাবস্থৈরেব। রহস্যেন হেতুনারস্যৈ রসসমূহযুক্তৈঃ। অতএব মাধুর্য্যপূরৈঃ মাধুর্য্যানাং পুরোঽতিশয়ো যত্র তৈঃ। শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রজলোকবশ্যত্বম্। আদিপুরাণেঽর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং যথা। ন তথা মে প্রিয়তমো ব্রহ্মারুদ্রশ্চ পার্থিব। ন চ লক্ষ্মী চাত্মা চ যথা গোপীজনো মম॥ ন মাং জানন্তি মুনয়ো যোগিনশ্চ পরন্তপ। ন চ রুদ্রাদয়ো দেবা যথা গোপ্যো

হইল মনে করিয়া স্বধর্ম্মনিরত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক আশীর্ব্বাদ-বাক্য-প্রয়োগাদি-রূপ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ থাকায় ব্রজবাসী মাত্রেরই শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ ও স্বনিষ্ঠ প্রাকৃতত্ব মনন সুসিদ্ধ হইল।৯॥

ব্রজস্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের স্ব স্ব দীনভাব দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সেই স্ব স্ব দীন ভাবানুরূপ বশীভূত। তিনি ব্রজলোকে পরম সীমাপ্রাপ্ত নিগূঢ় রসসমূহ সমন্বিত হওয়ায় মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠারূপে অমিত প্রকাশের সহিত নিত্য বিলাস অর্থাৎ ক্রীড়া করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলোকবশ্যত্ব; যথা আদিপুরাণে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্য—

"ন তথা মে প্রিয়তমো ব্রহ্মারুদ্রশ্চ পার্থিব॥
ন চ লক্ষ্মী ন চাত্মা চ যথা গোপীজনো মম॥

হে অর্জ্জুন! ব্রজগোপীরা আমার যেরূপ প্রিয়তমা; ব্রহ্মা রুদ্রও সেরূপ নয়, লক্ষ্মীদেবী এমন কি আত্মা পর্য্যন্ত আমার সেরূপ প্রিয় নয়।

'ন মাং জানন্তি মুনয়ো যোগিনশ্চ পরন্তপ।
ন চ রুদ্রাদয়ো দেবা যথা গোপ্যা বিদন্তি মাম্॥

অতোঽত্র যা প্রাকৃতলোকবত্ত-
লীলাপরৈশ্বর্য্য বিশেষ-বর্ষা।
সৈবাতিরম্যা চিদচিৎপ্রশস্তা
মাধুর্য্য সম্যা মহতামুপাস্যা॥ ১১ ॥

বিদন্তি মাম্॥ ন তপোভি র্ন বেদৈশ্চ নাচারৈ র্ন চ বিদ্যয়া। বশোঽস্মি কেবলং প্রেম্না প্রমাণং তত্র গোপিকাঃ। সন্মাহাত্ম্যমিত্যাত্মনন্তরং তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনমিত্যাদি॥ ১০॥

টীকা অতো হেতোঽত্র ব্রজলোকে। পরমৈশ্বর্য্যবিশেষাণাং বর্ষা যত্র তথাভূতা যা প্রাকৃতলোকবত্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য লীলা সৈবাতিশয়েন রম্যা আস্বাদনীয়া রসযুক্তা বা। চিদচিতাং মধ্যে প্রশস্যা প্রশস্তা। প্রশংসনীয়া বা। মাধুর্য্য এব সম্যো যত্র মাধুর্য্যোৎপাদকা ইত্যর্থঃ। অতএব মহতামুপাস্যা। শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রাকৃতলোকবদপি পরৈশ্বর্য্যবর্ষণং তস্যাঃ। নবনীতচৌর্য্যে দামবন্ধনাদৌ

হে পরন্তপ! গোপীগণ আমাকে যেমন জানিয়াছেন, রুদ্রাদি দেবগণ, মুনিগণ কি যোগিগণও সেরূপ জানিতে সক্ষম হয়েন না।

"ন তপোভির্ন বেদৈশ্চ নাচারৈ র্ন চ বিদ্যয়া।
বশোঽস্মি কেবলং প্রেম্না প্রমাণং তত্র গোপিকাঃ॥

বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানাদি, তপস্যা, সদাচার এবং বেদাধ্যয়নাদি দ্বারা আমি বশীভূত হই না, কেবল প্রেমের দ্বারাই বশীভূত হই ব্রজের গোপিকাগণই তাহার প্রমাণ। সুতরাং—

"তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনমিত্যাদি।"

হে পার্থ! তাঁহাদের অপেক্ষা আমার নিগূঢ় প্রেমভাজন আর কেহই নাই। ইত্যাদি॥ ১০॥

এই কারণে ব্রজলোকে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রাকৃত লোকবৎ প্রতীত হয় বটে, কিন্তু সেই লীলা পরম ঐশ্বর্য্যবিশেষের বর্ষণস্বরূপা। সুতরাং অতিশয় রসযুক্ত বলিয়া নিত্য আস্বাদ্য, প্রাকৃতের ও অপ্রাকৃতের মধ্যেও তাহা

যমলার্জ্জুনভঞ্জনমেব মঘাসুরাদিসর্ব্বাসুরবধাদৌ গোবর্দ্ধন-ধারণ-বন্যভোজন-ব্রহ্মমোহন-ইন্দ্রমদভঞ্জন-কালীয়দমন-শঙ্খচূড়বধ-রাসলীলাদৌ চ মনুষ্যবচ্চেষ্টয়ৈব সর্ব্বাঃ লীলাঃ কৃতাঃ অপি পরিণামে পরমৈশ্বর্য্য-বর্ষিণ্য এবেতি। অত্রার্থে শ্রীরূপগোস্বামিনঃ উক্তির্যথা—করুণা-নিকুরম্বকোমলে মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি। জয়তি ব্রজরাজনন্দনে ন হি চিন্তা কণিকাপ্যুদেতি নঃ॥ লঘুভাগবতামৃতে চ। ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যং ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীনারদবাক্যম্। যে দৈত্যাঃ দুঃশকা হন্তুং চক্রেণাপি রথাঙ্গিনা। তে ত্বয়া নিহতাঃ কৃষ্ণ নব্যয়া বাললীলয়া। সার্দ্ধং মিত্রৈর্হরে ক্রীড়ন্ ভ্রূভঙ্গং কুরুষে যদি। সশঙ্কাঃ ব্রহ্মরুদ্রাদ্যাঃ কম্পন্তে খস্থিতাস্তদেতি॥ ক্রীড়ামাধুর্য্যং শ্রীপাদ্মে। চরিতং কৃষ্ণদেবস্য সর্ব্বমেবাদ্ভুতং ভবেৎ। গোপাললীলা

প্রশংসনীয়া এবং মাধুর্য্যের উৎপাদকা; অতএব সাধুগণের নিত্য উপাসনীয়া। শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রাকৃতলোকবৎ হইলেও যে পরমৈশ্বর্য্যের বর্ষণরূপ তাহা নবনীত-চৌর্য্য, দামবন্ধন, যমলার্জ্জুন মঘাসুরাদি সর্ব্বাসুরবধ, গোবর্দ্ধনধারণ, বন্যভোজন, ব্রহ্মমোহন, ইন্দ্রমদভঞ্জন, কালীয়দমন, শঙ্খচূড়বধ ও রাসলীলাদিতে স্পষ্টই সূচিত হইয়াছে কারণ, ঐ সকল লীলা মনুষ্যের ন্যায় চেষ্টা সহকারে কৃত হইলেও পরিণামে পরমৈশ্বর্য্যরস-বর্ষিণী। এই জন্যই শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বলিয়াছেন—

"করুণা-নিকুরম্ব-কোমলে মধুরৈশ্বর্য্য বিশেষশালিনি।
জয়তি ব্রজরাজনন্দনে ন হি চিন্তা-কণিকাপ্যুদেতি নঃ॥"

মধুর ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট করুণা-কোমল ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজমান থাকায় আমাদের হৃদয়ে চিন্তার কণামাত্রও উদিত হইতেছে না।

আবার শ্রীনারদ বলিয়াছেন—

"যে দৈত্যাঃ দুঃশকা হন্তুং চক্রেণাপি রথাঙ্গিনা ইত্যাদি।"

চক্রধরের চক্র দ্বারাও যে সকল দৈত্যের বিনাশ সাধন দুঃসাধ্য, হে কৃষ্ণ! তুমি সেই সকল দৈত্যকে নবীন বাল্যলীলার ছলে অনায়াসে নিহত করিয়াছ। হে হরে! সখাগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে যদি একবার ভ্রূভঙ্গ কর, তাহা হইলে বিমানস্থ ব্রহ্মা রুদ্রাদিও সভয়ে কম্পিত হইয়া থাকেন।

ক্রীড়ামাধুর্য্য, যথা—

"চরিতং কৃষ্ণদেবস্য সর্ব্বমেবাদ্ভুতং ভবেৎ।
গোপাললীলা তত্রাপি সর্ব্বতোঽপি মনোহরা॥"—পাদ্মে।

বৃন্দাবনং গোকুলধামগোষ্ঠং
ব্রজঞ্চ নামানি শুভানি যস্য।
তদীয় লোকীয়মচিন্ত্য-কৃত্যং
বাঞ্ছামী কিঞ্চিদ্দয়য়ৈব তেষাম্॥ ১২॥

তত্রাপি সর্ব্বতোঽতিমনোহরা॥ শ্রীবৃহদ্বামনে। সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলা-স্তাস্তা মনোহরাঃ। ন হি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেদিতি॥ ১১॥

টীকা।— তেষাং বৃন্দাবনাদীনাং কিঞ্চিৎদয়য়ৈব বৃন্দাবনাদিকং বাঞ্ছামি। তথাচ। সিদ্ধদেহেন বৃন্দাবনাদিপ্রাপ্ত্যাবভিলাষঃ কৃতঃ। যথা। তেষাং বৃন্দাবনাদীনাং দয়য়ৈব বৃন্দাবনাদিকং কিঞ্চিদ্বর্ণয়িতুং বাঞ্ছামি সম্যক্ বর্ণনাসামর্থ্যন্তু অপারমহিমত্বাদিতিভাবঃ। তথা যস্য বৃন্দাবন-গোকুলাদেঃ শুভানি নামানি কিঞ্চিদ্বর্ণয়িতুং বাঞ্ছামি। তথা চ বৃন্দাবনাদেঃ প্রদেশভেদানাং নামানি বক্তু-

---

শ্রীকৃষ্ণদেবের চরিত্র সকলই অদ্ভুত। তন্মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনে গোচারণলীলা সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর। তাই শ্রীবামনদেব স্বয়ং বলিয়াছেন—

"সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ।
ন হি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ॥"

যদিও আমার পাচনী ছিল, এবং সেই গোচারণলীলা মনোহর বলিয়াই বোধ হইতেছে, তথাপি জানিনা, স্মরণ হইতেছে না, রাসে আমার মন কিরূপ হইত। ইতি॥ ১১॥

যে পরমধাম প্রদেশভেদে বৃন্দাবন, গোকুল, গোষ্ঠ ও ব্রজনামে অভিহিত সেই শ্রীবৃন্দাবনাদির কিঞ্চিৎ করুণাবলেই আমি শ্রীবৃন্দাবনাদি ধাম এবং তদীয় লোক সম্বন্ধীয় অচিন্ত্য কৃত্যলাভের বাঞ্ছা করিতেছি।" এস্থলে সিদ্ধদেহ দ্বারাই শ্রীবৃন্দাবনাদিধামপ্রাপ্তিতে অভিলাষ সূচিত হইয়াছে। কারণ, প্রাকৃত পঞ্চ-ভৌতিক দেহ দ্বারা সেই চিন্ময় মাধুর্য্যলীলাধামপ্রাপ্তি অসম্ভব। অন্তশ্চিন্তিত সাধন সিদ্ধদেহেই তাহা লভ্য, ইহাই তাৎপর্য্য। অথবা যদিও অপার মহিমা বিশিষ্ট বলিয়া সেই সকল পরমধামের সম্যক্ বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত, তথাপি শ্রীবৃন্দাবনাদির করুণাগুণেই আমি সেই শ্রীবৃন্দাবনধামের বিষয় কিঞ্চিৎ

তচ্চাত্যচিন্ত্যং চিদনন্যসারং
চিদন্যভাসঞ্চ তদেকমেব।
অবান্তরানেক বিভেদমেকং *
গ্রামা অরণ্যানি গবাং নিবাসাঃ ॥ ১৩ ॥

নিচ্ছামীত্যর্থঃ। তদীয়া বৃন্দাবনীয়াঃ তথা গোকুলধামগোষ্ঠী যা চ যে লোকাস্তং সম্বন্ধি অচিন্ত্যং যৎ কৃত্যং চেষ্টিতং তৎ কিঞ্চিৎ বর্ণিতুং জ্ঞাতুং প্রাপ্তুঞ্চ বাঞ্ছামি। কিঞ্চিৎ পদবাচ্যস্যানুক্ত্যেবায়াতি ॥ ১২ ॥

টীকা।—তৎ বৃন্দাবনাদিকঃ। অত্যচিন্ত্যমতিশয়েন চিন্তাগোচরম্। পুনঃ কীদৃশং? চিদনন্যসারমিতি। চিদ্ভিন্ন ভিন্নঞ্চ তৎ সারঞ্চেতি। চিদ্ভিন্নাঃ প্রাকৃতা জড়াস্তদ্ভিন্না অপ্রাকৃতাশ্চিৎস্বরূপাস্তেষাং সারভূতমিত্যর্থঃ। চিদন্য-ভাসং চিদ্ভিন্নবদ্ভাসতে ন তু চিদ্ভিন্নং শ্রীবৃন্দাবনাদিকম্। তৎ বৃন্দাবনাদিকং চিদ্রূপেণ চিদন্যরূপেণ চ ভাসমানমেকমেব। চিদন্যভাসস্যাপি চিদ্রূপত্বাৎ। গ্রামারণ্যাদ্যবান্তরানেকভেদমপ্যেকমেব চিদ্রূপত্বাৎ। তথাহি গোপাল-তাপনীশ্রুতৌ। সাক্ষাদ্ব্রহ্মগোপালপুরী হীতি। পাতালখণ্ডে। অহো মধুপুরী-

বর্ণনা করিতে অভিলাষ করিতেছি। পরন্তু সেই বৃন্দাবন গোকুলাদির শুভজনক নামসমূহ ও তাহাদের প্রদেশভেদে নামসমূহ এবং তত্রস্থ লোকসম্বন্ধীয় অচিন্ত্য কার্য্যাবলীও কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতে বাসনা করিতেছি ॥ ১২ ॥

সেই শ্রীবৃন্দাবনাদি ধাম অতীব অচিন্ত্য জড়াতীত—অপ্রাকৃত চিৎস্বরূপের সারভূত এবং চিদ্ভিন্নবৎ অর্থাৎ প্রাকৃতবৎ প্রতীত হইলেও প্রকৃত চিদ্ভিন্ন অর্থাৎ জড়ীয় নহে - নিত্য চিন্ময়। সুতরাং উক্ত শ্রীবৃন্দাবনাদি চিদ্রূপে কি চিদন্যরূপে যেরূপেই প্রকাশমান হউন না কেন একই চিৎ-স্বরূপ। পরন্তু গ্রাম, অরণ্য ও গোনিবাসাদি অবান্তর বিভেদ সমূহও অভিন্নরূপ অর্থাৎ একই চিন্ময় স্বরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। যথা গোপালতাপনী শ্রুতি—

"সাক্ষাৎ ব্রহ্ম গোপালপুরী হীতি।"

গোপালের পুরী অর্থাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের লীলাধাম সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপ — চিন্ময়।

*'নেকে' ইতি পাঠান্তরম্। † মনুঃ—পরিমিতবক্যঃ। ‡ অসংপৃক্ত—স্বরূপাণি—অমিশ্রিত স্বরূপাণি।

ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী। দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে॥ অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী-কাঞ্চি অবন্তিকা। পুরি-দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥ এবং সপ্তপুরীণাঞ্চ সর্ব্বোৎকৃষ্টন্তু মাথুরম্। শ্রূয়তাং মহিমা দেবি বৈকুণ্ঠভুবনোত্তমমিতি পাদ্মে। নিত্যাং মে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা। শ্রীভাগবতে। মন্নিকেতন্তু নির্গুণমিতি। এবমেব লঘুভাগবতামৃতে। স তু মাথুরভূরূপপরিচ্ছিন্নোঽপ্যথাদ্ভুতঃ। স্ফারঃ সঙ্কুচিতোঽপি স্যাৎ কৃষ্ণলীলানুসারতঃ॥ অত্রৈবাজাণ্ডমালাপি পর্য্যাপ্তিমুপগচ্ছতি। বৃন্দাবনপ্রতীকেঽপি যাঽনুভূতৈব বেধসা। ইত্যতো রাসলীলায়াং পুলিনে যত্র যামুনে। প্রমদাশতকোট্যোঽপি মমুর্যত্তৎ কিমদ্ভুতম্। স্বৈঃ স্বৈর্লীলা পরিকরৈর্জনৈর্দৃশ্যানি নাপরৈঃ। তত্তল্লীলাস্ত-

---

পাতালখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—

"অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।" ইত্যাদি।

অহো! বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, এই মধুপুরী (মথুরা) শ্রীবৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও গরীয়সী। কেননা, এইস্থানে একদিন মাত্র অবস্থিতি করিলেই হরিভক্তির উদয় হয়। সুতরাং এই পুরী অতিধন্যা। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী ও দ্বারকা এই মোক্ষদায়িকা সপ্তপুরীর মধ্যে মথুরাপুরীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা এবং ইহার মহিমা শ্রীবৈকুণ্ঠভুবন অপেক্ষাও উত্তম।

পদ্মপুরাণে আরও উক্ত হইয়াছে—

"নিত্যাং মে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা।"

আমার মথুরাধাম যেরূপ নিত্য সেইরূপ শ্রীবৃন্দাবনকেও নিত্য জানিবে।

শ্রীভাগবতে কথিত হইয়াছে—

"মন্নিকেতন্তু নির্গুণমিতি।

আমার ধাম গুণাতীত সুতরাং চিন্ময়। এইরূপ লঘুভাগবতামৃতেও বর্ণিত হইয়াছে—

"স তু মাথুরভূরূপঃ পরিচ্ছিন্নোঽপ্যথাদ্ভুতঃ। ইত্যাদি।

সেই মাথুর ভূমির স্বরূপ পরিচ্ছিন্ন হইয়াও অদ্ভুত; তাহা সঙ্কুচিত হইয়াও কৃষ্ণলীলানুসারে ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল; ব্রহ্মাণ্ডমালা যেন এইস্থানেই পর্য্যাপ্তিপ্রাপ্ত হইযাছে; কারণ, শ্রীবৃন্দাবনের একদেশে যমুনাপুলিনে শ্রীরাসলীলায় শতকোটী ব্রজাঙ্গনার একত্র সমাবেশ কি অদ্ভুত ব্যাপার! ইহা কেবল সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মারই অনুভূত। এইস্থানে তত্তৎ লীলাদির অবসরে উপযোগীরূপে যে দৃশ্য পরিস্ফুট হয় তাহা কেবল স্ব-স্বলীলা-পরিকরজন কর্ত্তৃকই পরিদৃষ্ট হয়।

সর্ব্বস্য কশ্চিৎ প্রকটঃ প্রকাশঃ
সদা ভৃশং প্রাকৃতবজ্জনাদ্যৈঃ॥
যঃ প্রাকৃতৈরেব যুতোঽপি লীলা
প্রাকট্যকালে পৃথুবর্ণাবৎ স্যাৎ॥ ১৪॥

বসরে প্রাদুর্ভাবোচিতানি হি। আশ্চর্য্যমেকদৈবাত্র বর্ত্তমানান্যপি ধ্রুবম্। পরস্পরমসংপৃক্তস্বরূপাণ্যেব সর্ব্বথা। কৃষ্ণবাল্যাদিলীলাভিভূর্ষিতানি সমন্ততঃ। শৈলগোষ্ঠবনাদীনাং সন্তি রূপাণ্যনেকশঃ। ত্রিভিঃ কুলকম্। লীলাঢ্যোপি প্রদেশোঽস্য কদাচিৎ কিলবা কেশ্চন। শূন্য এবেক্ষ্যতে দৃষ্টি যোগৈরপ্যপরৈরপি। অতঃ প্রভোঃ প্রিয়াণাঞ্চ ধাম্নশ্চ সময়স্য চ অবিচিন্ত্য প্রভাবত্বান্নাত্র কিঞ্চিৎ সুদুর্ঘটম্॥ ১৩॥

টীকা।—গ্রামাদিসর্ব্বস্য যঃ কশ্চিৎ প্রকটঃ প্রকাশঃ প্রাপঞ্চিকলোক-দৃশ্যো গ্রামাদিপ্রদেশঃ লীলাপ্রাকট্যকালে প্রাকৃতৈর্জনাদ্যৈর্যুক্তোপি প্রাকৃতবৎ স্যাৎ ন তু প্রাকৃত ইত্যর্থঃ। পৃথু বিস্তারং যথা স্যাত্তথা বর্ণাবং বর্ণনাবিষয়বৎ স্যাৎ ন তু তথাভূতঃ। গ্রামাদীনাং স্ব স্ব বুদ্ধ্যা নানাপ্রকারেণ বর্ণনায়াং কৃতায়ামপি সম্যক্ বর্ণনাসামর্থ্যাত্ত বিভুত্বাদানন্ত্যাচ্চিন্ত্যাগোচরত্বাচ্চ॥ ১৪॥

অপর কাহারও কর্ত্তৃক নয়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এস্থলে স্বরূপ সমূহ একই সময়ে বর্ত্তমান থাকিয়াও সর্ব্বপ্রকারে পরস্পর অমিশ্রিত। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাদিলীলা দ্বারা এইস্থান সমন্তাৎ বিভূষিত এবং গিরি, গোষ্ঠ বনাদির বিবিধ শোভামাধুর্য্যে উদ্ভাসিত। এই শ্রীবৃন্দাবন-প্রদেশ নিত্য লীলাঢ্য হইলেও কদা-চিৎ অপর ব্যক্তি (প্রাকৃতজন) দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হইয়াও উহা শূন্যবৎ দর্শন করিয়া থাকে। অতএব প্রভু, প্রভুর প্রিয়াবর্গ, ধাম ও সময়ের অবিচিন্ত্য প্রভাব হেতু এস্থলে কিছুই সুদুর্ঘট নহে॥ ১৩॥

গ্রামাদি সমূহের যে প্রকট প্রকাশ অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক লোকের দর্শনীয় গ্রামাদি প্রদেশ, শ্রীভগবানের লীলা-প্রাকট্যকালে প্রাকৃত জনাদিযুক্ত থাকায় সর্ব্বদা প্রাকৃতবৎ প্রতীত হইলেও তাহা কদাচ প্রাকৃত নহে। তাহা বিস্তারিত বর্ণনার বিষয় তুল্য বোধ হইলেও সম্পূর্ণ বর্ণনীয় নহে। কারণ, স্ব স্ব বুদ্ধির সাহায্যে বিবিধরূপে সেই সকল গ্রামাদির বর্ণনা করিলেও উহাদের বিভুত্ব, অনন্তত্ব, অচিন্ত্য ও অগোচরত্ব হেতু কদাচ সম্যগ্‌রূপে বর্ণনা করিতে সমর্থ হওয়া যায় না॥ ১৪॥

তত্তচ্ছিরোভূতমপারশোভং
নন্দীশ্বরং সাধুগণার্বদন্তি ।
নন্দীশ্বরং তঞ্চ যদীয়রূপং
শ্রীনন্দরাজালয় রাজমানম্ ॥ ১৫ ॥
যদীয় পূর্ব্বোত্তর দক্ষিণেষু
বসন্তি লোকা হৃতসর্ব্বশোকাঃ ।
সানৌ পুরঃ শ্রীযুতনন্দরাজ-
পুরী পুরাণাগমতঃ পুরাণা ॥ ১৬ ॥

টীকা ।—প্রকটপ্রকাশ গতানামাদৌ নন্দীশ্বরনামানং গ্রামমাহ । তত্তচ্ছিরোভূতমিতি । তত্তেষাং গ্রামাদীনাং শিরোভূতং নন্দীশ্বরং নন্দীশ্বরনামানং শৈলবরং বদন্তি । তং প্রসিদ্ধং নন্দীশ্বরং মহাদেবঞ্চ যদীয়রূপং বদন্তি ॥ ১৫ ॥

টীকা ।—যদীয়েতি । নন্দীশ্বরাখ্যপর্ব্বতীয়পূর্ব্বোত্তরদক্ষিণ দিশাসু হৃতসর্ব্বশোকার্লোকাব সন্তি । যদীয়সানৌ নন্দীশ্বরীয়সানৌ সমভূমৌ পর্ব্বতৈকদেশে চ মহাশিলায়াং পুরোঽগ্রে চ শ্রীনন্দরাজপুরী । স্নুঃ প্রস্নুঃ সানুরস্ত্রিয়ামিত্যমরঃ । কীদৃশী । পুরাণাগমতঃ পুরাণা । পুরাণাগমোক্তিতঃ পুরাণা অনাদিসিদ্ধা । তদ্ধামলীলাপরিকরসহিতস্য গোপালকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য যো গোপালমন্ত্র স্তস্যানাদিসিদ্ধ কথনাদেব ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা—অনন্তর প্রকটপ্রকাশগত গ্রাম সমূহের মধ্যে প্রথমতঃ শ্রীনন্দীশ্বরের বিষয়ই বিবৃত করা যাইতেছে। এই অপার শোভাশালী শ্রীনন্দীশ্বরই সেই গ্রামসমূহের শিরোভূত। সাধুগণ প্রসিদ্ধ নন্দীশ্বর নামক শিবকেই এই শৈলবরের স্বরূপ বলিয়া থাকেন। এই নন্দীশ্বরেই শ্রীনন্দরাজের আলয় বিরাজিত ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা ।—এই নন্দীশ্বর নামক পর্ব্বতের পূর্ব্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে যে সকল লোকের বাস, তাঁহারা সকলেই সর্ব্বশোকহীন—সদানন্দ। এই শৈলবরের সানুদেশে সম্মুখভাগেই শ্রীযুক্ত নন্দরাজার পুরী। এই পুরী পুরাণ ও আগমাদিতে অনাদিসিদ্ধা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ধাম-লীলাপরিকরাদি সহিত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগোপালমন্ত্রের অনাদিসিদ্ধ কথন হেতুই এই শ্রীনন্দপুরীরও অনাদিসিদ্ধত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

প্রাচীররাজীরচিতামসারৈ-
র্গৃহাণ্যলং মারকতানি যস্যাঃ।
স্তম্ভাঃ প্রবালৈঃ পটলানি হেম্না
যেষাং বৃতিঃ সা স্ফটিকৈর্বিভাতি ॥ ১৭ ॥
বৈদূর্য্যজাতা বড়ভী সমূহা
র্মহামহো নীলমনীন্দ্রজাট্টাঃ।
মহাপ্রতীহারবরোঽপি যস্যাঃ
সৎকৌরবিন্দো বিলসত্যলং সা ॥ ১৮ ॥

টীকা।— যস্যাঃ পুর্য্যাঃ। প্রাচীরাণাং রাজীমসারৈর্নীলিম ইতি প্রসিদ্ধৈ-র্নীলবর্ণমণিভিঃ রচিতা বিভাতি। প্রাচীরং প্রান্ততো বৃতিরিত্যমরঃ। তথা যস্যা গৃহাণি মরকতমণিনির্ম্মিতানি। যেষাং গৃহাণাং স্তম্ভাঃ প্রবালৈঃ পয়লা ইতি প্রসিদ্ধৈঃ রচিতাঃ। পটলানি ছাত ইতি প্রসিদ্ধানি জলাদিনিবারক উপর্য্যাচ্ছাদনানি হেম্নারচিতানি। বনীকনীব্রে পটল ইত্যমর। যেষাং গৃহাণাং যা বৃতিরাবরণভিত্তিঃ সা স্ফটিকৈঃ রচিতা সা পুরী বিভাতি ॥ ১৭ ॥

টীকা।—যস্যাঃ বৈদূর্য্যমণিজাতাঃ বড়ভীসমূহাঃ সর্ব্বোর্দ্ধগৃহাঃ। আচ্ছা-দনং স্যাদ্বলভীগৃহাণামিতি হলায়ুধঃ। বলভীচন্দ্রশালিকেত্তি ত্রিকাণ্ডশেষঃ। বলভীগৃহচূড়েতি ক্ষীরস্বামী। মহামহো মহাকান্তিমন্তো নীলমনীন্দ্রাঃ ইন্দ্রনীল-মণিশ্রেষ্ঠাস্তজ্জাতা অট্টা অট্টালিকাঃ মহাপ্রতীহারবরঃ শ্রেষ্ঠদ্বারোত্তমঃ সৎকৌর-বিন্দঃ শোভনপদ্মরাগমণিনির্ম্মিতঃ। স্ত্রীদ্বার্দ্বারং প্রতীহার ইত্যমরঃ। সা নন্দ-রাজপুরী অলমতিশয়েন বিলসতি ॥ ১৮ ॥

সেই পুরীর প্রাচীররাজি নীলবর্ণের মণিরচিতা, গৃহসমূহ মরকতমণিনির্ম্মিত, গৃহের স্তম্ভাবলি প্রবাল-রচিত, গৃহের ছাদ অর্থাৎ জলাদিনিবারক উপরের আচ্ছাদন সুবর্ণে রচিত এবং গৃহের আবরণ-ভিত্তি স্ফটিক দ্বারা নির্ম্মিত; এইরূপে সেই পুরী শোভা পাইতেছে ॥ ১৭ ॥

আরও সেই পুরীর সর্ব্বোচ্চ গৃহচূড়াসমূহ বৈদূর্য্যমণি-গঠিত, অট্টালিকা সকল মহাদীপ্তিশালী ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা নির্ম্মিত এবং সেই পুরীর শ্রেষ্ঠ তোরণদ্বার

মুখ্যপ্রকোষ্ঠে চতুরালয়েঽস্যা
ভাণ্ডারগেহং বরুণস্য দিশ্যম্।
শ্রীকৃষ্ণবাসঃ-শুভদক্ষিণস্থঃ
শ্রীরামধামোত্তরদিশ্যুদেতি ॥ ১৯ ॥

প্রাচ্যাং গৃহং তাদৃশমেব যত্র
প্রাচ্যাংশ যস্যান্তরপ্রকোষ্ঠে।
স্বপুত্রভদ্রায় নিজেষ্টদেবং
নারায়ণং সেবত এব নন্দঃ ॥ ২০ ॥

টীকা।—অস্যাঃ পুর্য্যাঃ মুখ্যপ্রকোষ্ঠে কীদৃশে চতুরালয়ে আলয়চতুষ্টয়মাহ। বরুণস্য দিশ্যং পশ্চিমদিক্স্থিতং ভাণ্ডারগেহমুদেতি। এবং দক্ষিণদিগস্থঃ শ্রীকৃষ্ণবাসঃ শ্রীকৃষ্ণালয়ম্। উত্তরদিশি শ্রীরামস্য ধামোদেতি ॥১৯॥

টীকা।—যত্র মুখ্যপ্রকোষ্ঠে প্রাচ্যাং পূর্ব্বদিশি তাদৃশং শ্রীকৃষ্ণগৃহতুল্যং যস্য নন্দস্য গৃহমুদেতীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। স নন্দঃ যস্য ইতি পদস্য কাকাক্ষগোলকন্যায়েনোভয়ত্রান্বয়ঃ। যস্য স্বগৃহস্য প্রাচ্যামন্তর প্রকোষ্ঠে স্বপুত্রস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ভদ্রায় নিজেষ্ঠদেবং শ্রীনারায়ণং সেবতে ॥ ২০ ॥

শোভন পদ্মরাগমণি-রচিত, এবম্বিধরূপে সেই শ্রীনন্দরাজার পুরী অতিশয় বিলসিত হইতেছে ॥ ১৮ ॥

এই পুরীর চতুষ্কালয় মুখ্যপ্রকোষ্ঠ অর্থাৎ উহার চারিদিকেই প্রধান কুঠরী, তন্মধ্যে পশ্চিমদিকে ভাণ্ডার গৃহ, দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণের আবাস গৃহ এবং উত্তর দিকে শ্রীবলরামের আলয় অবস্থিত ॥ ১৯ ॥

সেই মুখ্যপ্রকোষ্ঠের পূর্ব্বদিকে শ্রীকৃষ্ণের গৃহতুল্য শ্রীনন্দরাজার গৃহ অবস্থিত। এই গৃহের পূর্ব্বদিকে অন্তর প্রকোষ্ঠে শ্রীনন্দরাজ নিজপুত্র শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের নিমিত্ত নিজ ইষ্টদেব শ্রীনারায়ণের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

কোশালয়স্যান্বিত দক্ষিণাংশে
কৃষ্ণস্য ধাম্নঃ শুভ পশ্চিমেঽস্তি।
যা পাকশালা দ্বয়মধ্য এব
বিশ্রামধামানুরু রাধিকায়াঃ ॥ ২১॥
কৃষ্ণস্য ধাম্নোঽন্বিত দক্ষিণাংশে
পাকালয়স্যাপি বিরাজমানঃ।
আরাম আস্তে সরসী চ যত্র
রহো মনোজ্ঞং বহু গেহ-বেদিঃ ॥ ২২ ॥
যৎপার্শ্বয়োঃ সন্তি পুরাণি গোদুহাং
ভূরীণি চারূণি সমান্যলং তয়া।
পশ্চাত্তু নন্দীশ্বর এব রাজতে
নন্দীশ্বরো যং সততং স বন্দতে ॥ ২৩॥

টীকা।—কোষালয়স্য ভাণ্ডারগৃহস্যান্বিতো লগ্নো যো দক্ষিণাংশস্তত্র এবং শ্রীকৃষ্ণধাম্নঃ শুভরূপ পশ্চিমে যা পাকশালা অস্তি দ্বয়মধ্যে শ্রীকৃষ্ণগৃহ-পাকগৃহ-দ্বয়-মধ্যে এব শ্রীরাধিকায়া অনুরু ন উরু লঘুরিত্যর্থঃ। বিশ্রামস্য ধাম অস্তি ॥ ২১ ॥

টীকা।—শ্রীকৃষ্ণধাম্নঃ পাকালয়স্যাপি অন্বিতো মিলিতো যো দক্ষিণাংশ স্তত্র আরামঃ পুষ্পময়বনমাস্তে সরসী সরোবরঞ্চাস্তি। যত্রারামে সরস্যাঞ্চ রহো-নির্জনং মনোজ্ঞঞ্চ বহুগেহবেদিঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়ো মিলনাদি-সম্পাদিকা অস্তি ॥ ২২ ॥

টীকা।—যৎ পার্শ্বয়োর্যস্যা নন্দপুর্য্যাঃ পূর্ব্বদক্ষিণপার্শ্ব দ্বয়ে গোদুহাং গোপানাং

ভাণ্ডার-গৃহসংলগ্ন দক্ষিণাংশে এবং শ্রীকৃষ্ণের গৃহের শুভ পশ্চিমে যে পাকশালা আছে, এতদুভয়ের মধ্যে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের গৃহ ও পাকগৃহ এতদুভয়ের মধ্যে শ্রীরাধার ক্ষুদ্র বিশ্রাম-ভবন বিদ্যমান আছে ॥ ২১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের গৃহ ও পাকগৃহ যেখানে মিলিত হইয়াছে সেই দক্ষিণাংশেই পুষ্পোদ্যান ও সরোবর বিরাজমান। সেই পুষ্পোদ্যানে ও সরোবর-তীরে নিভৃতে বহুতর শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন-সম্পাদিকা মনোহর গৃহ-বেদিকা বিদ্যমান আছে ॥ ২২ ॥

তেষামপি প্রান্তগতাত্যগম্যা
প্রাচীররাজী মণি-জাত-জাতা।
রত্নালয়ে রত্নজদেহলীকে
মুক্তাদিরত্নাবলি তোরণালী ॥ ২৪ ॥
যানীক্ষমানা নিগদন্তিভূয়ো
বিমানবাসানিতি মর্ত্ত্যলোকাঃ।
বৈকুণ্ঠবাসানিতি নাকনাথাঃ
বৈকুণ্ঠগা স্তে রসসারসারম্ ॥ ২৫ ॥

ভূরীণি পুরাণি সন্তি। কীদৃশানি? জয়া পুর্য্যা সহ সমানানি। পশ্চাদ্দেশে নন্দীশ্বরঃ পর্ব্বত এব রাজতে। যং নন্দীশ্বরং স নন্দীশ্বরঃ মহাদেব সততং বন্দতে। তস্য সৌভাগ্যাতিশয়েন ॥ ২৩ ॥

টীকা।—তেষাং গোপপুরাণামপি বহিঃপ্রান্তগতা অতিশয়েনাগম্যা। মণি-সমূহজাতা প্রাচীররাজী অস্তীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। তেষাং গোপপুরাণাং যানি রত্নময়ান্যালয়ানি তত্র তথা রত্নজাতায়া দেহলীকা। গৃহাবগ্রহণী দেহলীত্যমরঃ। তত্র মুক্তা আদি র্যেষাং তেষাং রত্নানামাবল্যা তোরণালী বন্দনমালা শ্রেণী রাজতে ॥ ২৪ ॥

টীকা।—যান্ রত্নালয়াদীন্ ঈক্ষমানা মর্ত্তলোকাঃ মনুষ্যা ভূয়োঃ বারংবারং

সেই নন্দপুরীর পূর্ব্বদক্ষিণ-পার্শ্বদ্বয়ে নন্দপুরীর সমতুল্যই অতিশয় মনোহর বহুতর গোপপুরী বিদ্যমান আছে। পশ্চাৎভাগে শ্রীনন্দীশ্বর পর্ব্বত বিরাজমান, অতি সৌভাগ্য বশতঃই নন্দীশ্বর মহাদেব সেই শৈলরাজের সর্ব্বদা বন্দনা করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

সেই গোপপুরী সমূহের বহিঃপ্রান্তভাগে অতিশয় অগম্য অর্থাৎ অলঙ্ঘনীয় মণিসমূহে নির্ম্মিত প্রাচীররাজি বিদ্যমান রহিয়াছে এবং সেই পুরীমধ্যে যে সকল রত্নময় ভবন আছে, তাহাদের দেহলী অর্থাৎ দ্বারাগ্রস্থানও (হাত্নে) তদ্রূপ রত্ন-নির্ম্মিত। সেই দেহলীতে মুক্তাদিরত্নাবলী-রচিত বন্দনমালা শোভা পাইতেছে ॥ ২৪ ॥

পুরঃ প্রতীহারবরস্য যস্যাঃ
সমন্ততঃ পার্শ্বযুগস্য রস্যাঃ।
পুরোহিতানাঞ্চ পুরোহিতানাং
ততঃ পরেষাঞ্চ ততঃ পরেষাম্॥ ২৬॥

ততঃ পরেষাঞ্চ পুরঃ ক্রমেণ
শ্রেণীমুখানাং পরিতঃ পরীতাঃ।
ততশ্চ বীথী ক্রমপণ্যবীথী
বীথী চ মধ্যে পরতোঽপি বীথী॥ ২৭॥

বিমানবাসান্ স্বর্গীয়বিমানবাসান্ নিগদন্তি ব্যক্তং বদন্তি। নাকনাথা ইন্দ্রাদয়ঃ যান্ দৃষ্ট্বা বৈকুণ্ঠবাসান্ নিগদন্তি। বৈকুণ্ঠগা বৈকুণ্ঠবাসিনো যে তে। রসসার-সারং সর্ব্ববস্তূনাং মধ্যেঽতিসুখদা মধুরাদয়ো রসাস্তেষামপি। সারভূতানি যানি বস্তূনি তেষামপি সারং যান্ নিগদন্তি॥ ২৫॥

টীকা।—তস্যাঃ প্রাচীররাজেঃ পার্শ্বযুগস্য সমন্ততঃ চতুর্দ্দিক্ষু প্রতীহারবরস্য দ্বারপালোত্তমস্য রম্যাঃ পুরঃ রমণীয় গৃহাঃ সন্তি। ততঃ প্রতীহারপুরাৎ পরেষাং পুরোহিতানাং যজকানাং পুরঃ ততঃ পরেষাং পুরোহিতানাং পুরস্য হিতকারিণাং পুররক্ষকানাং পুরঃ॥ ২৬॥

টীকা।—ততঃ ক্রমেণ পরেষাং শ্রেণীমুখানাং তৈলিকতাম্বূলিকাদীনাং

সেই রত্নালয়াদি দর্শন করিয়া মর্ত্ত্যবাসী মনুষ্যগণ বারংবার স্বর্গভবন বলিয়া স্পষ্টতঃ ঘোষণা করেন, স্বর্গবাসী ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহা দর্শন করিয়া বৈকুণ্ঠ-ভবন বলিয়া প্রকাশ করেন. আবার যাঁহারা বৈকুণ্ঠবাসী তাঁহারাও সেই রত্না-লয়াদিকে রসসারের সার বলিয়া থাকেন অর্থাৎ সকল বস্তুর মধ্যে অতি সুখদ মধুরাদি রস, সেই মধুর রসের যে সারভূত বস্তু, তাহারও সারভূত বলিয়া থাকেন॥ ২৫॥

সেই প্রাচীররাজির উভয় পার্শ্বে চারিদিকে উত্তম দ্বারপালের রমনীয় গৃহা-বলী বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহার পরেই শ্রেষ্ঠ পুরোহিত অর্থাৎ যাজকগণের পুর এবং তাহার পরেই পুরের হিতকারী শ্রেষ্ঠ পুর-রক্ষকগণের পুরী বিরাজিত॥২৬॥

প্রান্তেষু যস্যা নগরস্য রম্যাঃ
শৃঙ্গাটকাখ্যামভিতোঽভিতস্তাঃ।
শ্রেণীকৃতাঃ সূত্রনিপাতপাতা
ইব প্রতীতা বহু পণ্যবীথ্য ॥ ২৮ ॥

পুরঃ পরিতঃ চতুর্দ্দিক্ষু পরীতাঃ ব্যাপ্তাঃ। ততো বীথী মার্গং কীদৃশী? বীথী ক্রমেণ পণ্যানাং তাম্বুলাদিবিক্রেয়দ্রব্যানাং বীথী। বীথী চ। চকারেণ বিক্রেয় দ্রব্যরহিতা বীথী। তাসাং বীথীনাং মধ্যে পরতোঽপি বীথী গলীতি প্রসিদ্ধা ॥ ২৭ ॥

টীকা।—যস্যাঃ বীথ্যাঃ প্রান্তেষু সীমাস্থানেষু শৃঙ্গাটকাখ্যান্ চতুষ্পথাখ্যান্ অভিতোভিত ইতি বীপ্সয়া সর্ব্বেষাং চতুষ্পথানাং চতুর্দ্দিক্ষু সূত্রনিপাত পাতা ইব সূত্রধৃত্বা কৃতা ইব প্রতীতা জ্ঞানবিষয়া। ইব শব্দেন নতু কেনাপি কৃতাঃ। তেনৈব প্রকারেণ নিত্যসিদ্ধাঃ। নগরস্য তা রম্যা রমণীয়া শ্রেণীকৃতা শ্রেণীভূতা বহুপণ্যবীথ্যঃ পুষ্প-সুগন্ধিদ্রব্য-বস্ত্রালঙ্কার-মণিমুক্তাদীনাং বহুপ্রকারং পণ্য বিক্রেয় দ্রব্যং যত্র তথাভূতা বীথ্যঃ সন্তি। চতুর্ণাং পথানাং মিলনং যত্র স চতুষ্পথঃ। তথা চ। এক চতুষ্পথস্তস্য চতুর্দ্দিক্ষু বীথী চতুষ্টয়ং। পুনরপি চতুর্ণাং বীথীনাং

অনন্তর ক্রমে ক্রমে তৈলিক তাম্বূলী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়িগণের ভবন চারিদিকে পরিবেষ্টিত। তৎপরে বীথী—অর্থাৎ মার্গ বিরাজিত। এই সকল মার্গের (পথের) মধ্যে কতকগুলি তাম্বূলাদি বিক্রেয় দ্রব্যের জন্য প্রসিদ্ধ অর্থাৎ পণ্যবীথী এবং অপরগুলি পণ্য অর্থাৎ বিক্রেয় দ্রব্য বিরহিত পথ; সুতরাং কেবল গমনাগমনের নিমিত্তই প্রসিদ্ধ; আবার সেই সকল পথের পরে পরেও আরও পথ অর্থাৎ গলি বিদ্যমান আছে ॥ ২৭ ॥

সেই সকল মার্গের উভয় প্রান্তে অর্থাৎ সীমাস্থানে চতুষ্পথ বিরাজিত। যে স্থানের চারিদিকেই চারিটী পথ অথবা যে স্থানে চারিটী পথ আসিয়া মিলিত হইয়াছে তাহাকে চতুষ্পথ (Square) কহে। সেই সকল চতুষ্পথের চারিটী দিক্ যেন কেহ সূত্রধারণ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা কাহারও কৃত নহে। উহা নিত্যসিদ্ধ। পরন্তু নগরের সেই রমণীয় শ্রেণীকৃত পণ্যবীথী সমূহও সমসূত্রপাতে নির্ম্মিত এবং পুষ্প-গন্ধ-বস্ত্রালঙ্কার মণিমুক্তাদি বহুবিধ পণ্যের (বিক্রেয় দ্রব্যের) বিপনি দ্বারা সুশোভিত।

নানামণীনাং ঘটিতা ঘটাভি
র্লসৎপতাকা বরমৌক্তিকানাম্।
প্রালম্বকান্তা স্তরুবদ্বসন্তে *
প্রবালবার্য্-প্রঘণা বিপণ্যঃ ॥ ২৯ ॥

মিলনান্ত চতুষ্পথঃ। শৃঙ্গাটকঃ চতুষ্পথ ইত্যমরঃ। অত্র পরিপাটী। নন্দীশ্বর পর্ব্বতস্য দক্ষিণদিশায়াং মধ্যস্থলে শ্রীনন্দালয় স্তস্য পূর্ব্বপশ্চিমদিশায়াং গোপানামালয়াঃ। তেষামালয়ানাং চতুর্দ্দিক্ষু মণিনির্ম্মিত-প্রাচীরশ্রেণী। প্রাচীরস্য দক্ষিণাদি চতুর্দ্দিশাসু দ্বারপালস্য পুরঃ। ততঃ পুরোহিতব্রাহ্মণানাং পুরঃ। তদ্বহিঃ পুররক্ষকানাং পুরঃ। ততঃ তৈলিক তাম্বূলিকাদীনাং পুরঃ। তৈলিকাদিগৃহানাং রাজমার্গে বিক্রেয়দ্রব্যগৃহানি মধ্যে নিবাসস্থানানি এবমেব পুষ্পসুগন্ধি দ্রব্য রত্নাদীনাং বিক্রেয়াদি পরাণাং স্থানানি ॥ ২৮ ॥

টীকা।—কীদৃশ্যো বিপণ্যস্তত্রাহ। নানামণীনাং ঘটাভিঃ সমূহৈ র্ঘটিতা নির্ম্মিতাঃ। লসন্ত্যঃ পতাকা যাসু তাঃ। বসন্তে বসন্তকালে তরুবৎ বিকসিত-পুষ্পপত্রাদিযুক্ত বৃক্ষবৎ রত্নাদিভির্নির্ম্মাণ চাতুর্য্যেণ প্রালম্বকান্তা বৃক্ষা যথা পত্র-পুষ্পাদিস্তরেণ প্রালম্বকান্তা প্রালম্বা এব প্রালম্বকা স্বার্থে কঃ প্রালম্বা ঋজু লম্বি অন্তা অন্তভাগা যেষাং তে। বিপণীপক্ষে। বরমৌক্তিকানাং প্রালম্বাকান্তা ঋজুলম্বি মুক্তামালানাং কান্তিঃ কিরণো যত্র। যথা। মুক্তানাং ঋজুলম্বিমালা

অতএব নন্দীশ্বর পর্ব্বতের দক্ষিণদিকে মধ্যস্থলে শ্রীনন্দালয়, তাহার পূর্ব্ব-পশ্চিম দিকে গোপগণের আলয়। সেই সকল আলয়ের চারিদিকে মণি-নির্ম্মিত প্রাচীর শ্রেণী। প্রাচীরের দক্ষিণাদি চারিদিকে দ্বারপালগণের পুর; অনন্তর পুরোহিত ব্রাহ্মণগণের পুর, তাহার বাহিরে পুর-রক্ষকগণের পুর; পরে তাম্বূলী তৈলিকাদির পুর। রাজমার্গে পণ্যভবন,—মধ্যে নিবাস স্থান। পুষ্প-সুগন্ধি-দ্রব্য রত্নাদি বিক্রেয় দ্রব্যের স্থানের বিষয়ও এইরূপ ॥ ২৮ ॥

সেই বিপণি সমূহ অর্থাৎ পণ্যক্রয় বিক্রয়ের স্থানসমূহ বিবিধ মণিরাজি-নির্ম্মিত এবং তাহাতে বিবিধ বর্ণের পতকা সুশোভিত। বিকসিত পুষ্পপত্রাদি-

* "স্তরুবদ্দ্শান্তে" ইতি পাঠান্তরম্।

কাশ্চিদ্বসন্তশ্রিয় এব যদ্ব-
ন্নানাপ্রসূনৈরতিসৌরভা স্তাঃ।
কশ্চিন্মহাশৈলবরা ইবালং
নানাবিধ দ্রব্য সুগন্ধিগন্ধাঃ ॥ ৩০ ॥

অন্তে যাসাং তা অথবা মুক্তানাং প্রালম্বেন কান্তাঃ কমনীয়াঃ। প্রালম্ব ঋজুলম্বি-স্যাদিত্যমরঃ। প্রবালবারপ্রঘণা। বৃক্ষপক্ষে। প্রবালবারৈঃ নবীনপল্লবসমূহৈঃ প্রকর্ষেণ ঘনীভূতাঃ। বিপণিপক্ষে। প্রবালাখ্য রত্নস্য বারৈঃ সমূহৈঃ প্রঘণা বহির্দ্বার-প্রকোষ্ঠা যাসাং তাঃ। বীণাদত্তঃ। প্রবালো স্ত্রীবিদ্রুমে নবপল্লবে ইতি রভসঃ। প্রবালমঙ্কুরেহপ্যস্ত্রীত্যমরঃ। অঙ্কুরঃ কিশলয়ঃ লতাকুসুমোহবরোহস্ত-প্রবালঃ। পল্লবঙ্কুর ইতি হলায়ুধঃ প্রঘাণঃ প্রঘনালিন্দাঃ বহির্দ্বারপ্রকোষ্ঠকে। অত্র টীকা। ত্রয়ং বহির্দ্বার বাহ্যপিণ্ডকে। বার সঙ্ঘাত সঞ্চয়াঃ ইতি নিবহাব-সরৌ বারৌ ইতি চামরঃ। বিপণিঃ পণ্যবীথিকা ইত্যমরঃ। পণ্যং বিক্রেয়দ্রব্যং তস্য বীথিকাঃ ক্রেয়বিক্রেয় স্থানানীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

টীকা।—কাশ্চিৎ তা বীথ্যঃ বসন্তশ্রিয়ো যদ্বৎ নানাপ্রসূনৈ নানাপুষ্পৈ-রতিসৌরভাস্তথাতিসুগন্ধযুক্তাঃ শৈলবরাঃ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠা ইব নানাদ্রব্যানাং সুগন্ধিভির্গন্ধযুক্তাঃ ॥ ৩০ ॥

তরুসকলের অন্তভাগ যেরূপ ঋজুলম্বী ও কমনীয় সেইরূপ সেই বিপণি-সমূহের অন্তভাগে উৎকৃষ্ট মুক্তমালা ঋজুভাবে লম্বিত অথবা তথায় ঋজুলম্বি মুক্তামালার কান্তি উদ্ভাসিত। অপিচ, তরুরাজি যেমন প্রবালবার অর্থাৎ নবীনপল্লব সমূহে প্রকৃষ্টরূপে ঘনীভূত সেইরূপ উক্ত বিপনির বহির্দ্বার-প্রকোষ্ঠও প্রবালসমূহদ্বারা শোভিত। এইরূপে সেই বিপনিসকল বসন্তকালে পুষ্পিত তরুরাজির ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ২৯ ॥

বসন্ত শ্রী যেরূপ বিবিধ কুসুমে অতি সৌরভা সেইরূপ অতিসুগন্ধযুক্ত কোন কোন পর্ব্বতশ্রেষ্ঠের ন্যায় কোন কোন বিপনিও নানাবিধ দ্রব্যের সুগন্ধে গন্ধযুক্তা হইয়া শোভা পাইতেছে ॥ ৩০ ॥

কাশ্চিন্মণীনাং খনয়ো যথা বা
নানামণিদ্যোতিতদীপ্যমানাঃ।
কাশ্চিদ্বিলাসিপ্রবরা ইবান্যাঃ
কস্তুরিকা-কুঙ্কুম-মুখ্যগন্ধাঃ॥ ৩১ ॥

আনন্দ-বৃন্দাবন-রীতি-লেশং
বেশং বিধাতুং বচসাং কবীনাং।
বীণামিব স্পৃষ্টুমযোগ্যতানাং
তানাংশবৎ কিঞ্চন সূচয়ামি॥ ৩২ ॥

টীকা।—পদ্মরাগাদি মণীনাং খনয়ঃ উৎপত্তিস্থানানি যথা মণীনাং কান্ত্যা প্রকাশতে তথা কাশ্চিৎ বীথ্যঃ নানামণিভির্দ্যোতিতাঃ সত্যঃ দীপ্যমানাঃ প্রকাশঃ বহুলাঃ। বিলাসিনাং প্রবরা ইবান্যা বিপণ্যঃ কস্তূরী কুঙ্কুময়ো মুখ্যৌ প্রধানৌ গন্ধৌ যত্র তাদৃশ গন্ধযুক্তাঃ॥ ৩১ ॥

টীকা।—কবীনাং বচসাং বাক্যানাং বেশং সৌন্দর্য্যং বিধাতুং আনন্দরূপ-বৃন্দাবনস্য যা রীতি স্তস্যা লেশং। যদ্বা। আনন্দবৃন্দাবনচম্পূনাম্নো গ্রন্থস্য যা রীতি স্তল্লেশং বীণায়াং তানাংশমিব কিঞ্চন সূচয়ামি জ্ঞাপয়ামি। গান সময়ে বীণামিব গানশোভার্থং বীণায়াং তানলেশং যথা সূচয়ন্তি তথেত্যর্থঃ। বীণাং কীদৃশীং। স্পৃষ্টুমযোগ্য স্তানায়বাস্তাং॥ ৩২ ॥

পদ্মরাগাদি মণিসমূহের খনি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান যেরূপ মণিসকলের কান্তিতে উদ্ভাসিত সেইরূপ কোন কোন বিপনি বিবিধ মণিরাজির কিরণে দীপ্যমান; আবার কোন কোন বিপণি বিলাসীপ্রবরের ন্যায় সুসজ্জিত, অন্যগুলি প্রধানতঃ কুঙ্কুম কস্তূরীর গন্ধে সুগন্ধিযুক্ত॥ ৩১ ॥

গান সময়ে গানের শোভা-সম্পাদনার্থ বীণাযন্ত্রে যেরূপ তান-লেশ সূচিত হয়, সেইরূপ কবিগণের বাক্যের সৌন্দর্য্যবিধানের নিমিত্ত আনন্দরূপ শ্রীবৃন্দাবনের রীতির লেশাভাস বা "আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ" (১) নামক গ্রন্থের রীতি-লেশ স্পর্শনাযোগ্য ছিন্নতার বীণার তানাংশের ন্যায় কিঞ্চিৎ বিজ্ঞাপিত করিতেছি॥৩২॥

---

(১) শ্রীল কবি কর্ণপুর গোস্বামী বিরচিত।

স্বে স্বে সরস্যেব হি যত্র মৎসর
ইতি প্রয়োগঃ ক্রিয়তে ক্বচিজ্জনৈঃ।
স্ত্রী-মেখলাদৌ খল ইত্যুদীর্য্যতে
যৎ কোমলাদৌ মলশব্দ উচ্যতে ॥ ৩৩ ॥
প্রদোষ দোষাকর রোষ মোষ
দোষাদিশব্দশ্রুতিরস্তি যত্র।
সায়ং শশাঙ্কপ্রণয়াখ্যকেলি
নিশাদিকেষ্বেব কদাচিদেব ॥ ৩৪ ॥

টীকা।—রীতিমাহ। স্বে স্বে সরসি স্বীয়ে স্বীয়ে সরোবরে মম সর ইত্যর্থে মৎসর ইতি প্রয়োগঃ ক্বচিৎজনৈঃ ক্রিয়তে। অবিদ্যা জন্য পরোৎকর্ষাসহন রূপো মৎসরো যত্র নাস্তীভাবঃ। স্ত্রীণাং মেখলাদৌ খলশব্দপ্রয়োগঃ ক্রূরবাচক খলস্তু যত্র নাস্তীত্যর্থঃ। কোমলাদিশব্দে মলশব্দোঽস্তি কলঙ্কমালিন্যাদিরূপো মলঃ যদ্ যত্র নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকা।—প্রদোষাদি শব্দানাং যত্র ব্রজলোকে সায়ংকালাদিষ্বেব কদাচিদেব নতু সর্ব্বদা শ্রুতিঃ শ্রবণমস্তি নতু নিন্দাবাচকে বস্তুনি। তথা চ সায়ংকালে প্রদোষশব্দস্য শ্রবণং নতু প্রকৃষ্টদোষে নিন্দাতিশয়বাচক প্রদোষো যত্র নাস্তীত্যর্থং। শশাঙ্কে চন্দ্রে দোষকর শব্দস্য শ্রবণং নতু দোষাণামাকরে উৎপাদকে। তথাচ

কোথাও কোন ব্যক্তি নিজ নিজ সরোবরকে মৎসর অর্থাৎ আমার সরোবর বলিয়া থাকেন, এই অর্থে ই শ্রীবৃন্দাবনে 'মৎসর' শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু অবিদ্যাজনিত পরোৎকর্ষ অসহনরূপ মৎসর অর্থাৎ পরশ্রীকাতরতা তথায় নাই। রমণীগণের মেখলাদিতেই খল শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে; কিন্তু ক্রূরবাচক খল তথায় নাই। অপিচ কোমলাদিশব্দেই মল শব্দের বিদ্যমানতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু কলঙ্ক মালিন্যাদিরূপ মল তথায় আদৌ নাই, ইহাই তাৎপর্য্য ॥৩৩॥

সেই ব্রজলোকে প্রদোষ, দোষকর, রোষ, মোষ ও দোষাদি শব্দ কখন কখন শ্রুতিগোচর হয় বটে কিন্তু তাহা সর্ব্বদা নহে এবং নিন্দাবাচকও নহে। সায়ংকালেই প্রদোষ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা প্রকৃষ্ট দোষরূপে

ছত্রাদি দণ্ডে শুভচামরাদি
দণ্ডে চ দণ্ড শ্রুতিরস্তি যত্র।
নীব্যাদিকেশাদিক এব বন্ধঃ
সমাধি যোগাদিক স্বাধি শব্দঃ ॥ ৩৫ ॥
কস্তুরিকা-কুঙ্কুম-চন্দনাদি-
পঙ্কেষু পঙ্কঃ শ্রবণঞ্চ যত্র।

তাদৃশ জন স্তত্র নাস্তি। প্রণয়াখ্যে রোষস্য শ্রবণং নত্বপকারকে। কেলৌ বিহারসময়ে মোষস্য বলাৎকারেণ বস্ত্রাদি গ্রহণস্য শ্রবণং নতু দুর্ব্বলেঽপকারকাদৌ। নিশায়াং রাত্রৌ দোষ শব্দস্য শ্রবণং নতু পরাপকার-পরনিন্দাদি-দোষাণাং শ্রবণমিতি ॥ ৩৪ ॥

টীকা।—যত্র ছত্রচামরাদিদণ্ডেষু দণ্ড শব্দস্য শ্রবণ মস্তি। রাজকৃতাপরাধ-কৃতদণ্ডস্য যত্র শ্রবণমপি নাস্তীত্যর্থঃ। নীবি-কেশাদিকে বন্ধো বন্ধনং যত্রাস্তি নত্বপরাধাদি জন্য হস্তপাদাদেঃ। সমাধি-যোগাদিকে আধিশব্দোঽস্তি নতু মনঃ পীড়া রূপাধিরস্তীত্যর্থঃ ॥৩৫ ॥

নিন্দাতিশয় বাচক নহে, সেরূপ দোষ বৃন্দাবনে আদৌ নাই, ইহাই তাৎপর্য্য। চন্দ্রে দোষাকর শব্দের প্রয়োগ শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা দোষের 'আকর অর্থাৎ খনি' এই অর্থে নহে। প্রণয়ে রোষ শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে প্রণয়-রোষ অপকারক নহে। বিহার-কালে রোষ অর্থাৎ বলপূর্ব্বক বস্ত্রাদি গ্রহণ ব্যাপার শ্রবণগোচর হইলেও তাহা দুর্ব্বলের প্রতি দৌরাত্ম্য নহে। অপিচ রাত্রিতে যে দোষ শব্দের শ্রবণ হয়, তাহা পরের অপকার কি পরনিন্দাদি দোষের শ্রবণ নহে। ইহাই সেই ব্রজলোকের বিশেষত্ব ॥ ৩৪ ॥

তথায় শোভন ছত্র-চামরাদিতেই দণ্ড শব্দ শ্রুতি গোচর হয়, রাজদ্বারে অপরাধকারীর দণ্ড এরূপ শব্দ কখন শুনিতে পাওয়া যায় না। রমণীগণের নীবী ও কেশাদি বন্ধন উদ্দেশেই 'বন্ধ' শব্দ শ্রবণ গোচর হয়, নতুবা অপরাধাদি জন্য হস্তপদাদির বন্ধ একথা শুনা যায় না। যোগাদিতে যে সমাধি হয়, তাহাতেই 'আধি' শব্দ শ্রুতিগোচর হয়, নতুবা তথায় মনঃপীড়াদিরূপ আধি কদাচ বিদ্যমান নাই ॥ ৩৫ ॥

কৌটিল্যমাস্তে বরকুণ্ডলাদৌ
কাঠিন্যমপ্যস্তি শিলাদিকেষু ॥ ৩৬ ॥
পুষ্পাদিধূলীষু রজঃ প্রযুজ্যতে
যত্রান্ধকারে তম ইত্যদীর্য্যতে।
দ্বন্দ্বঞ্চ যুগ্মে পবনে চ মন্দতা
চাঞ্চল্য মাস্তে হরিলোকনায় ॥ ৩৭ ॥

টীকা।—কস্তূর্য্যাদিপঙ্কেষু পঙ্কস্য শ্রবণং। নতু জল-মৃত্তিকাদি-মিলন কৃতস্য। বরকুণ্ডলাদৌ উত্তমকেশাদৌ কৌটিল্যং বর্ত্ততে ন হৃদয়াদিষু। শিলাদিষু কাঠিন্যং নতু অন্তঃ করণাদিষু ॥ ৩৬ ॥

টীকা।—পুষ্পধূলীষু রজ ইতি প্রয়োগং করোতি। নতু গুণাদৌ তস্মাৎ রজোগুণাদি যত্র নাস্তি। এবমন্ধকারে তমঃ নতু তমোগুণাদৌ। যুগ্মে স্ত্রী-পুরুষ দ্বয়ে দ্বন্দ্বঃ নতু সুখদুঃখ-ভদ্রাভদ্রাদৌ, তেন যত্র দুঃখ মভদ্রাদিকং নাস্তীত্যেকাভাবেন দ্বন্দ্বাভাবঃ। পবনে মান্দ্যং নতু বুদ্ধ্যাদৌ কৃষ্ণদর্শনার্থং চাঞ্চল্যং। ন ত্বিন্দ্রিয়াদিবিকার জন্যং ॥ ৩৭ ॥

তথায় কস্তুরী-কুঙ্কুম-চন্দনাদিপঙ্কেই পঙ্ক শব্দ শ্রবণ-গোচর হয়, জল-মৃত্তিকাদি মিলনভূত পঙ্কের কথা তথায় আদৌ শুনিতে পাওয়া যায় না। উত্তম কেশপাশাদিতেই কৌটিল্য বিদ্যমান, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়ে সে কৌটিল্যের আদৌ অস্তিত্ব নাই। শিলাদিতেই কাঠিন্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু কাহারও অন্তঃকরণে কাঠিন্যের লেশাভাসও পরিদৃষ্ট হয় না ॥ ৩৬ ॥

পুষ্পাদির রেণুতেই 'রজ' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, গুণাদির উদ্দেশে নহে। অতএব তথায় রজোগুণাদি আদৌ বিদ্যমান নাই, ইহাই তাৎপর্য্য। এইরূপ অন্ধকারেই 'তম' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। তমোগুণাদির উদ্দেশে নহে। স্ত্রী-পুরুষদ্বয়েই 'দ্বন্দ্ব' শব্দ প্রযুক্ত, সুখ-দুঃখ কি ভদ্রাভদ্র ইত্যাদির উদ্দেশে দ্বন্দ্ব শব্দ প্রযুক্ত হয় না। সুতরাং তথায় দুঃখ কি অভদ্রাদি নাই; একের অভাবে দ্বন্দ্বাভাব; ইহাই তাৎপর্য্য। পবনেই মন্দতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু বুদ্ধি ইত্যাদির মন্দতা দৃষ্ট হয় না। কৃষ্ণদর্শনার্থই চাঞ্চল্য লক্ষিত হয় কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি-বিকার জন্য কোন চাঞ্চল্য লক্ষিত হয় না ॥ ৩৭ ॥

মধ্যাদিকে ক্ষীণঃ পদ প্রয়োগো
যত্রোদকেষ্বেব চ নীচগত্বম্।
বিষাদ-দৈন্য-শ্রম-মোহ-নিদ্রা-
লস্যাদয়োঽপি ব্যভিচারিভাবে ॥ ৪৮ ॥
জানন্তি গা এব হি কামধেনুঃ
সামান্য বৃক্ষানিতি কল্পবৃক্ষান্।
চিন্তামণীন্ যত্র শিলাবদেব
ব্রজস্য কা সম্পদতো হি বাচ্যাঃ॥ ৩৯ ॥

টীকা। মধ্যাদিকে কট্যাদৌ ক্ষীণ প্রয়োগঃ নতু সামর্থ্য ধনদেহাদেন্যূনতা-হেতুক ক্ষীণপদ প্রয়োগঃ। উদকেষু জলেষু নীচগামিত্বং। নতু কস্যাপি বস্তু-নোঽলাভাজ্জনিষ্ঠং। বিষাদাদয়ো ব্যভিচারিভাবে সঞ্চারিভাবে সন্তি নতু ধনজনাদের্নাশজৌ বিষাদ দৈন্যৌ। অতি দুঃখ্যাদি জন্য শ্রমঃ। অজ্ঞানজ মোহঃ তমোজন্যা নিদ্রা শ্রমাতিশয়জন্যালস্যাদয়ো সন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকা। যত্র কামধেনু-কল্পবৃক্ষ-চিন্তামণীন্ সামান্য গাঃ সামান্য বৃক্ষান্ সামান্য শীলা জানন্তি অতঃ হেতো ব্রজস্য কা সম্পৎ বাচ্যা ন কাপীত্যর্থঃ ॥৩৯॥

তথায় জনগণের কটিদেশাদির উদ্দেশেই 'ক্ষীণ' শব্দ প্রযুক্ত হয়, সামর্থ্য-ধন-দেহাদির ন্যূনতা জন্য 'ক্ষীণ' শব্দ প্রযুক্ত হয় না। তথায় জলেরই নীচাগামিত্ব সূচিত হয়, কিন্তু কোন বস্তুর অলাভে নীচগামিত্ব অর্থাৎ নীচজনের প্রতি নিষ্ঠা লক্ষিত হয় না। বিষাদ, দৈন্য, শ্রম, মোহ, নিদ্রা ও আলস্যাদি কেবল ব্যভিচারিভাবেই বর্ত্তমান; কিন্তু তথায় ধনজনাদির জন্য বিষাদ ও দৈন্য, অতি-দুঃখাদি জন্য শ্রম, অজ্ঞানজনিত মোহ, তমোজনিত নিদ্রা ও শ্রমাতিশয্য জন্য আলস্যাদি আদৌ বিদ্যমান নাই; ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৩৮ ॥

সেই শ্রীবৃন্দাবনে কামধেনুসমূহও সামান্য গো-রূপে কল্পবৃক্ষসমূহও সামান্য বৃক্ষরূপে এবং চিন্তামণিসমূহও সামান্য শিলারূপে প্রতীয়মান হয়। অতএব ব্রজের সেই অনুপম সম্পদের মধ্যে কোন্‌টীই বা বর্ণনীয় হইতে পারে? অর্থাৎ সকলই বর্ণনাতীত ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৩৯ ॥

যদীয় যোষিজ্জন-সৌভগীয়
শোভাতিলোভাৎ শ্রুতয়োঽন্বয়ুস্তাঃ।
যন্মাধুরীং বীক্ষ্য রমা মুমোহ
ব্রজস্য তস্যাস্তু কিমত্র বর্ণ্যং ॥ ৪০ ॥

টীকা।—যদীয় যোষিজ্জনানাং সৌভাগ্যজন্য শোভাতিশয়স্য লোভাৎ। তাঃ প্রসিদ্ধাঃ শ্রুতয়ো বেদা অন্বয়ুঃ তাসামনুগতা বভুবুঃ। তথাহি বৃহদ্বামনে। শ্রুত্যুক্তিঃ। কন্দর্পকোটিলাবণ্যে ত্বয়ি দৃষ্টে মনাংসিনঃ। কামিনী-ভাবমাসাদ্য স্মরক্ষুব্ধান্যসংশয়ঃ। যথা ত্বল্লোকবাসিন্যঃ কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ। ভজন্তি রমণং মত্বা চিকীর্ষা জনিনস্তথা ইতি। তাসামুপনিষদাং প্রার্থনান্তরং শ্রীকৃষ্ণবাক্যং। দুর্লভো দুর্ঘটশ্চৈব যুষ্মাকং সুমনোরথঃ। ময়ানুমোদিতঃ সম্যক্ সত্যো ভবিতুমর্হতীতি। তথা পাদ্মে সৃষ্টিখণ্ডে। গায়ত্রি চ গোপীত্বং প্রাপ্তেত্যাখ্যায়তে যথা

শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজসুন্দরীগণের সৌভাগ্যজনিত এমনই অনুপম শোভা যে, সেই শোভার লোভে প্রসিদ্ধ শ্রুতি অর্থাৎ বেদসমূহও তাঁহাদের অনুগত হইয়াছিলেন। যথা, বামনে, শ্রুতিগণের উক্তি—

"কন্দর্প-কোটি-লাবণ্যে ত্বয়ি" ইত্যাদি।

হে কৃষ্ণ! তোমার কন্দর্প কোটিলাবণ্য দর্শন করিয়া আমাদের মন স্ত্রী-ভাবাপন্ন হইয়া স্মর-পীড়িত হইতেছে এবং বৃন্দাবনবাসিনী গোপিকাগণ যেরূপ প্রেম-তত্ত্বের সহিত তোমার ভজনা করিয়া থাকে, আমরাও সেইভাবে তোমার সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করি।

শ্রুতিগণের এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—

"দুর্লভো দুর্ঘটশ্চৈব যুষ্মাকং" ইত্যাদি।

তোমাদের এই মনোরথ অত্যন্ত দুর্লভ ও দুর্ঘট হইলেও আমি অনুমোদন করিলাম। তোমাদের এই বাসনা অচিরেই ফলবতী হইবে। যথা—পদ্মপুরাণে, গায়ত্রী গোপীত্ব প্রাপ্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—

"যুষ্মাকন্তু কুলে বাহং ইত্যাদি।

অর্থাৎ দেবতাগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত আমি তোমাদেরই গোপকূলে অবতার গ্রহণ করিব, সেই সময়ে তুমি আমার কান্তা হইবে।"

গোপেষু ভগবদ্বরঃ। যুষ্মাকন্তকুলে চাহং দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে। অবতারং করিষ্যামি মৎকান্তা তু ভবিষ্যতীতি। শ্রুতির্যথা॥ যত্র যথা অল্লোকবাসিন্য ইত্যনেন চিকীর্ষান্বনিন স্তথা ইত্যনেন ব্রজসুন্দরীণা মানুগত্যং বেদেষু স্ফুটমেব। শ্রীভাগবতে বেদ স্তুতৌ চ। স্ত্রিয় উরগেন্দ্র-ভোগভুজদণ্ড বিষক্ত ধিয়ো বয়মপি তে সমঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রি-সরোজ-সুধা ইত্যত্র উরগেত্যনন্তরং বয়মপীত্যপি কারেণ স্বেভ্যোপি ব্রজসুন্দরীণামাদৃতত্বং ব্যঞ্জয়ন্ত্যেষাং তাসামানুগত্যঞ্চ দর্শিতং। রমালক্ষ্মী যাসাং মাধুরীং বীক্ষ্য মুমোহ এব তাসামানুগত্যাভাবাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য তাদৃশ প্রসাদং ন প্রাপ। তথাহি দশমে। যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীললনাচরত্তপ ইতি। নায়ং শ্রীয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদ ইত্যাভ্যাং তদর্থতপশ্চরণং তৎ প্রাপ্ত্যভাবৌ দৃষ্টৌ। তস্য ব্রজস্যাত্র কিং বর্ণমস্ত ন কিমপীত্যর্থঃ। সৌভাগ্য শোভামধুর্য্যাদিকং। তদপি স্বজন্মসাফল্যার্থং দিগ্‌দর্শনার্থমনন্যগত্যা চ যথা মতিনা কিঞ্চিদ্বর্ণ্যতে॥৪০॥

অতএব ব্রজসুন্দরীগণের আনুগত্য যে বেদে পরিস্ফুট, তাহা ইহাতে স্পষ্টীকৃত হইল। শ্রীভাগবতে, বেদস্তুতি, যথা—

"স্ত্রিয় উরগেন্দ্র ভোগভুজদণ্ড বিষক্তধিয়ো বয়মপি ইত্যাদি।

এস্থলে 'বয়মপি' এই বাক্যে 'অপি' শব্দদ্বারা নিজেদের অপেক্ষা ব্রজসুন্দরীদিগের অধিক আদৃতত্ব ব্যঞ্জিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে গোপীদের নিকট শ্রুতিগণের আনুগত্যই প্রদর্শিত হইল।

"নায়ং শ্রীয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদ ইতি।

শ্রীবৈকুণ্ঠাধীশ্বরী শ্রীলক্ষ্মীদেবীও ব্রজরামাগণের মাধুরী দর্শন করিয়া বিমুগ্ধা হইয়া থাকেন। এইজন্য তাঁহাদের আনুগত্য অভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। যথা—

"যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীললনাচরত্তপ ইতি।

"নায়ং শ্রীয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদ ইতি।"

অতএব শ্রীলক্ষ্মীদেবীও, ব্রজ-সুন্দরীদিগের ন্যায় সৌভাগ্য কামনা করিয়া যখন তপশ্চরণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ব্রজধামপ্রাপ্তির অভাবই সূচিত হইল। এবংবিধ ব্রজভূমির আর কি বর্ণনীয় ? অর্থাৎ কিছুও বর্ণনযোগ্য নহে, ইহাই তাৎপর্য্য। তথাপি স্বীয় জন্ম-সাফল্যার্থ দিগ্‌দর্শন মাত্র যথামতি কিঞ্চিৎ বর্ণন করা যাইতেছে॥ ৪০॥

যত্রৈব শুদ্ধ-প্রণয়-স্বভাবা
প্রেম্ণৈব * জানন্তি পরং স্ববন্ধুম্।
লোকোত্তরা লোকবদেব তঞ্চ
স্বং স্বঞ্চ তত্রাস্তি ন কিং বিচিত্রম্॥ ৪১ ॥

টীকা। যত্র ব্রজলোকে এব নত্বন্যত্র। শুদ্ধ-প্রণয় এব স্বভাবো যেষাং তে ব্রজজনাঃ পরং ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ তং স্ববন্ধুমেব জানন্তি। পরং কেবল মিতি বা। তথাহি। শ্রীভাগবতে, গূঢ়ং পরব্রহ্ম মনুষ্য লিঙ্গমিতি। অহোভাগ্য মহোভাগ্যং নন্দগোপ ব্রজৌকসাং। যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতন মিতি। তদ্ভূরি-ভাগ্যমিহজন্ম কিমপ্যটব্যামিত্যাদিনা আসা মহো চরণরেণু জুষামহংসা মিত্যাদিনা ব্রহ্মোদ্ধবাভ্যাং যত্র তৃণাদিজন্মপ্রাপ্তি পূর্ব্বক যেষাং চরণ ধূল্যভিষেকং প্রার্থ্যতে তে লোকোত্তরা ব্রজজনাঃ তং শ্রীকৃষ্ণং লোকবদেব জানন্তি নতু পরব্রহ্মতয়া। সর্ব্বে লোকোত্তরা ব্রজজনাঃ লোকবৎ প্রাকৃত লোকবৎ স্বং স্বঞ্চ প্রত্যেক মাত্মানঞ্চ জানন্তি। তত্র কিং বিচিত্রং নাস্তি অপিতু সর্ব্বমদ্ভুতং তত্রৈবাস্তি॥ ৪১ ॥

একমাত্র ব্রজলোকেই শুদ্ধপ্রণয়স্বভাব ব্রজবাসিগণ পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে কেবল নিজবন্ধুরূপে জানিয়া থাকেন। যথা শ্রীভাগবতে—

"গূঢ়ং পরব্রহ্ম মনুষ্য লিঙ্গমিতি,"
"অহো ভাগ্যমহোভাগ্যমিত্যাদি।"

অহো! নন্দগোপাদি ব্রজবাসিজনের কি অনির্ব্বচনীয় ভাগ্য! পরমানন্দ স্বরূপ সনাতন পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের মিত্র।

"তদ্ভূরিভাগ্যমিহজন্ম কিমপটব্যা মিত্যাদি।"
"আসামহো জুষামহংসা মিত্যাদি।"

এই সকল প্রমাণে ব্রহ্মা ও উদ্ধব শ্রীবৃন্দাবনে তৃণাদি জন্ম লাভ করিয়া যাঁহাদের চরণ-ধূল্যভিষেক প্রার্থনা করিয়াছেন, সেই ব্রজ-জনগণ শ্রীকৃষ্ণকে সামান্য লোকবৎ মনে করিয়া থাকেন—পরব্রহ্মরূপে মনে করেন না। আরও সেই ব্রজজন সমূহ প্রত্যেকেই আপনাকে প্রাকৃত লোকবৎ মনে করিয়া থাকেন। ইহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই; পরন্তু তথায় সকলই পরমাদ্ভুত ব্যাপার॥ ৪১ ॥

* "ব্রহ্মৈব" ইতি পাঠান্তরম্।

গুণা স্তুতে প্রাকৃতধর্ম্মশূন্যা
দোষা অপি স্যু রস এব মান্যাঃ।
নন্দব্রজে কৌতুকমেব সর্ব্বং
খর্ব্বং বিধত্তে ত্রিগুণোঽথ গর্ব্বম্॥ ৪২ ॥
স্মৃতীতিহাসাখ্য-পুরাণ-বেদে
সন্তি প্রমাণানি পরং ত্বিহাস্ত।
ত্রৈকালিকোপাসকলোক সাক্ষাৎ-
কারাৎ সদেদৃক্স্থিতিরেব নিত্যা॥ ৪৩ ॥

টীকা। তে প্রসিদ্ধা দয়াধর্ম্ম-সৌন্দর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদয়ো গুণাঃ। শ্রীকৃষ্ণৈক-তাৎপর্য্যতয়া প্রাকৃত ধর্ম্মা যে ঐহিকামুষ্মিক ভোগাদি স্পৃহা তদ্রহিতাঃ। দোষা অপি চৌর্য্যোপপত্যাদয়োঽপি বাৎসল্য-মধুরাদিরসে মান্যা এব স্যুঃ নতু নিন্দ্যা ইত্যর্থঃ। অতো নন্দব্রজে সর্ব্বং কৌতুকমাশ্চর্য্যমেব। যত্র ত্রিগুণঃ ত্রয়াণাং গুণানাং কার্য্যঃ সমাহারঃ স্বধর্ম্ম বৈ পরিত্যাগাধানত্তরং গর্ব্ব মভিমানং খর্ব্বং বিধত্তে॥ ৪২ ॥

টীকা। স্মৃত্যাদিষু ইহলোকে অস্য পূর্ব্বোক্তস্য প্রমাণানি সন্তি। ত্রিকালে প্রলয়স্য পূর্ব্বে ভাবিপ্রলয়স্য পশ্চাৎ সৃষ্টিসময়ে চ উৎপন্না ত্রৈকালিকা যে গোপাল-মন্ত্রোপাসকা লোকা স্তেষাং সাধনসিদ্ধানাং সাক্ষাৎকারাৎ সদা ঈদৃক্ স্থিতিরেব নিত্যা নিত্যপদবাচ্যা। যদ্বা। ত্রৈকালিক ভক্তানাং সাক্ষাৎ-

তথায় গুণ অর্থাৎ প্রসিদ্ধ দয়া-ধর্ম্ম-সৌন্দর্য্য বৈদগ্ধ্যাদি শ্রীকৃষ্ণৈক-তাৎপর্য্য হেতু প্রাকৃত ধর্ম্ম অর্থাৎ ঐহিক পারত্রিক-ভোগাদি-স্পৃহা এবং দোষ অর্থাৎ চৌর্য্য ঔপপত্যাদিও বাৎসল্য ও মধুরাদি রসে সমাদৃত ; সুতরাং নিন্দনীয় নহে। সুতরাং নন্দব্রজের সকলই অদ্ভুত ! এমন কি তথায় সত্ত্ব, রজ ও তম এই প্রকৃতি সম্ভূত গুণত্রয়ও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অভিমান শূন্য অবস্থায় অবস্থিতি করে, অর্থাৎ তথায় উক্ত গুণত্রয়ের প্রভাব খর্ব্বতা প্রাপ্ত হয়, ইহাই তাৎপর্য্য॥ ৪২ ॥

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসাদিতে পূর্ব্বোক্ত বাক্যের যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে পরন্তু প্রলয়ের পূর্ব্বে, ভবিষ্যৎ প্রলয়ের পরে এবং সৃষ্টি-সময়ে এই ত্রিকালেই

নিত্যৈব সর্ব্বা যদি কৃষ্ণলীলা
তথাপ্যনিত্যেব মতাপি কৈশ্চিৎ।
অদেয়তাতোঽতিরহস্যতাত
স্তস্যেচ্ছয়েতি প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ॥ ৪৪ ॥

যত্রৈব বাৎসল্য রসোঽস্তি মূর্ত্তঃ
শরীরধারীব বিশুদ্ধ সত্ত্বম্।
সৌভাগ্যসারো নিজরাজধান্যাং
শ্রীনন্দনামা ব্রজ-রাজরাজঃ॥ ৪৫ ॥

কারাৎ নিত্যা ঈদৃক্ স্থিতিঃ নিত্যা বা লীলাযুক্ত পিতামাতা-সখা প্রেয়স্যাদিভিঃ সহ ভগবতঃ স্থিতিঃ সৈব প্রমাণমিতি॥ ৪৩ ॥

টীকা। যদি সর্ব্বা কৃষ্ণলীলা নিত্যৈব তথাপি সা অনিত্যেব কৈশ্চিদুচ্যতে ইত্যপি মতা সম্মতা তত্র কারণং তস্য ভাগবত ইচ্ছয়ৈব ইতি তজ্জ্ঞা ভক্তি-তত্ত্বজ্ঞা বদন্তি। ইচ্ছায়াঃ হেতু স্তেষামদেয়ত্বাদতিরহস্যত্বাচ্চ॥ ৪৪ ॥

টীকা। যত্র ব্রজলোকে শরীরধারীব বাৎসল্যরসঃ মূর্ত্তঃ মূর্ত্তিমানস্তি।

গোপাল-মন্ত্রোপাসক সাধন-সিদ্ধগণের সাক্ষাৎকার হওয়ায় সর্ব্বদাই তাঁহাদের একাদৃশী স্থিতি নিত্য বলিয়া গণ্য হয়। পক্ষান্তরে ত্রৈকালিক ভক্তগণের সাক্ষাৎকারে নিত্যলীলাযুক্ত মাতা-পিতা-সখা প্রেয়স্যাদি সহ যে শ্রীভগবানের স্থিতি তাহাও প্রমাণিত হইল। ফলতঃ তিনকালেই ভগবানের লীলা ও ভক্তগণের স্থিতি লক্ষিত হয়, তজ্জন্য উহা নিত্য পদবাচ্য। শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণাদিতেও ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়॥ ৪৩ ॥

যদিও কৃষ্ণলীলা সমূহ নিত্য, তথাপি কেহ কেহ উহা অনিত্য বলিয়া থাকেন। ভক্তিতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন, অদেয়ত্ব ও অতিরহস্যত্ব নিবন্ধন শ্রীভগবান্ তাহাদিগকে স্বীয় লীলা নিত্য বলিয়া জানিবার শক্তি দেন নাই, এজন্য তাহারা জানিতে পারে না; পরন্তু তাহাদিগকে সে প্রজ্ঞা-শক্তি কেন দেন নাই, ইহা অতি রহস্যজনক ব্যাপার। লীলাময়ের ইচ্ছাই ইহার কারণ বুঝিতে হইবে॥ ৪৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণপিত্রে পিতৃভাবভাবং
জানন্তি সর্ব্বে স্বপিতৃস্বভাবম্।
শ্রীনন্দরাজং ব্রজমধ্যরাজং
সদৈকরূপঞ্চ সদেকরূপম্॥ ৪৬ ॥
যস্যাস্তি গেহে সহধর্ম্মচারিণী
চিৎকল্পবল্লীব শরীরধারিণী।

কীদৃশঃ? বিশুদ্ধসত্ত্বম্ অপ্রাকৃতং সত্ত্বময়ঃ। সৌভাগ্যে স্য সারো স এব কস্তত্রাহ। নিজরাজধান্যাং শ্রীনন্দনাম্না। কীদৃশঃ ব্রজঃরাজ্ঞিরাজস্ত ইতি ব্রজ-রাজিরাজঃ। যদ্বা। নন্দনাম্না নিজরাজধান্যাং মূর্ত্তো বাৎসল্যরসোঽস্তি। শরীরধারীব অন্যো যথা শরীরধারী তথা বস্তুতস্তু বিশুদ্ধসত্ত্বম্॥ ৪৫ ॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণস্য পিত্রে সর্ব্বে জনা পিতরিভাব ইব ভাবং যত্র তথাভূতং জানন্তি তথাচ ব্রজস্থজনাঃ শ্রীনন্দং পিতৃভাবং কুর্ব্বন্তি। অদ্যাপি নন্দগ্রামস্থা-বালবৃদ্ধবনিতাঃ শ্রীনন্দং বাবাজীত্যাখ্যায়া পিতৃত্বেন সম্বোধয়ন্তি। কীদৃশং? স্বপিতৃস্বভাবং স্বস্মিন্ বালকস্য পিতুরিব স্বভাবং যস্য তম্। সদৈকরূপং সদৈক-স্বভাবং দেহাদীনামেকাকারৈব স্থিতিঃ। সচ্চাসৌ একরূপশ্চ তং নিত্য-মিত্যর্থঃ॥ ৪৬ ॥

সেই ব্রজলোকে বাৎসল্যরস, প্রাকৃত শরীরধারীর ন্যায় মূর্ত্তিমান্ রূপে বিরাজ করিতেছেন। সে বাৎসল্য-মূর্ত্তি প্রাকৃতবৎ প্রতীত হইলেও বিশুদ্ধ সত্ত্ব অর্থাৎ অপ্রাকৃত সত্ত্বময়। যাহাতে এমন সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা বিদ্যমান তিনিই ব্রজাধিরাজ শ্রীনন্দনামে স্বীয় রাজধানীতেই অবস্থান করিতেছেন॥ ৪৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পিতা ব্রজেশ্বর শ্রীনন্দরাজ, স্বপিতৃস্বভাব অর্থাৎ 'আমি' বালকের পিতা, এই স্বভাববিশিষ্ট এবং সর্ব্বদাই এইরূপ তাঁহার একই স্বভাব। অপিচ তাঁহার দেহাদি সর্ব্বদা একই আকারে অবস্থিত অর্থাৎ দেহ-দেহী ভেদশূন্য হইয়া নিত্য শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত। এইজন্য সকলেই শ্রীকৃষ্ণের পিতা শ্রীনন্দরাজের প্রতি পিতৃভাব প্রকাশ করেন। এমন কি ব্রজবাসিগণও শ্রীনন্দকে পিতৃভাব করিয়া থাকেন। অদ্যাপি নন্দগ্রামস্থ আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলেই শ্রীনন্দকে 'বাবাজী' এই আখ্যায় পিতৃভাবে সম্বোধন করেন॥ ৪৬ ॥

বাৎসল্য-সম্পত্তিরসস্বরূপিণী
যস্যাঃ ফলং শ্রীভগবান্ স্বয়ং মণিঃ ॥ ৪৭ ॥
যা শ্রীযশোদা জগতী যশোদা
শ্রীকৃষ্ণবাৎসল্যরসৈক-মোদা।
তমেব পাশেন ববন্ধ রোষাৎ
তৎপ্রেমচিত্রং ববৃধেঽতিতোষাম্ ॥ ৪৮ ॥

টীকা। সহধর্ম্মচারিণী গৃহিণী চিৎকল্প-লতা ইব যস্য নন্দস্য গেহেঽস্তি। শরীরধারিণী চিৎকল্পবল্লী চিন্ময়-শরীর-ধারিণী। পরমার্থবিচারে বাৎসল্য এব সম্পত্তিরূপোরসস্তৎস্বরূপিণী। তস্যাঃ অদ্ভুতলতায়াঃ ধর্ম্মমাহ যস্যাঃ ফলং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ স এব মণিঃ ॥ ৪৭ ॥

টীকা। সহধর্ম্মচারিণ্যাঃ নাম গ্রহণপূর্ব্বক-সৌভাগ্যাতিশয়ং কথয়তি। যা যশোদা নাম্নী ইয়ং জগতী ধন্যা যত্র বিচিত্রলীলা-শ্রীকৃষ্ণমাতা শ্রীযশোদা বর্ত্তত ইত্যাকারকং জগত্যা যশো দদাতীতি সা। শ্রীকৃষ্ণস্য বাৎসল্যরসে একঃ কেবলং মোদ আনন্দঃ যস্যাঃ সা। তং তথাভূতং শ্রীকৃষ্ণমেব পাশেন রজ্জুনা ববন্ধেত্যা-শ্চর্য্যং তত্রাপি রোষাদিত্যত্যাশ্চর্য্যম্। তত্তস্মাদ্বন্ধনাৎ অথবা তস্যা যশোদায়াঃ। যদ্ব। তৎ তয়োর্যশোদা শ্রীকৃষ্ণয়োরতিতোষা চিত্রং প্রেম ববৃধে। ইতি তু তস্মাদপ্যদ্ভুতম্। যদ্বা। প্রেমে বরধ ইতি চিত্রম্ ॥ ৪৮ ॥

শ্রীনন্দরাজের সহধর্ম্মিণী চিন্ময়ী কল্পলতিকার ন্যায় শরীরধারিণী এবং পরমার্থ বিচারে তিনি বাৎসল্য-সম্পত্তিরূপ রস-স্বরূপিণী। এই অদ্ভুত চিৎকল্প-লতার ফল—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-মণি ॥ ৪৭ ॥

শ্রীনন্দরাজের সহধর্ম্মিণীর নাম শ্রীযশোদা। ইনি 'বিচিত্রলীলাময়' শ্রীকৃষ্ণের মাতা শ্রীযশোদা নামে বিরাজিত। এইরূপেই জগতে যশোদান করিয়া থাকেন। কেবল কৃষ্ণ-বাৎসল্যরসেই তাঁহার আনন্দ। এই বাৎসল্য রসের গুণেই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়াছিলেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়, আরও আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি ক্রোধভরেই তাঁহাকে বন্ধন করিয়াছিলেন। অথচ সেই বন্ধনের কারণে শ্রীযশোদা ও শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষের উদয় হওয়ায় প্রেম-বর্দ্ধিত হইয়াছিল ॥ ৪৮ ॥

যত্রাসতে গোপগণা অগণ্যাঃ
কেচিদ্ ব্রজেশস্য সপিণ্ডবন্ধাঃ।
সম্বন্ধগন্ধা অপি কেঽপি তেষাং
স্নেহানুবন্ধা অখিলা মুকুন্দে॥ ৪৯ ॥
সর্ব্বে সতাং ধর্ম্ম বিশেষমূর্ত্তয়ঃ
পত্ন্যোঽপি তেষামিব ভক্তিবৃত্তয়ঃ
পুত্রাশ্চ কেষাঞ্চন-কৃষ্ণসখ্যকাঃ
কন্যাশ্চ কেষাঞ্চন-কৃষ্ণকামকাঃ ॥ ৫০ ॥

টীকা। যত্রাগণ্যা গোপগণা আসতে কেচিদ্ গোপা ব্রজেশস্য সপিণ্ডবন্ধা জ্ঞাতয়ঃ। তেষাং ব্রজেশাদীনাং সম্বন্ধস্য গন্ধোঽস্তি যেষু তেঽখিলা গোপা মুকুন্দে স্নেহানুবন্ধাঃ ॥ ৪৯ ॥

টীকা। সর্ব্বে গোপাঃ সতাং সাধূনাং যে ধর্ম্মবিশেষাঃ প্রেমাদয়ঃ তন্ময়-মূর্ত্তয়ঃ। তেষাং গোপানাং পত্ন্যোঽপি ভক্তের্বৃত্তয় ইব। তথাচ। গোপানাং সর্ব্বেন্দ্রিয় ব্যাপারাঃ যথা প্রেমময়াঃ তথা তৎ পত্নীনামপি জ্ঞেয়াঃ। তথাহি সিদ্ধভক্তস্য লক্ষণম্। অবিজ্ঞাতাখিলক্লেশাঃ সদা কৃষ্ণাশ্রিতক্রিয়াঃ। সিদ্ধাঃ স্যুরিতি। কৃষ্ণঃ সখা যেষাং তে। কৃষ্ণে কামো যাসাং তাঃ॥ ৫০ ॥

সেই ব্রজধামে অগণ্য গোপগণ বিদ্যমান। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ব্রজেশ্বর শ্রীনন্দের সপিণ্ডবন্ধ অর্থাৎ জ্ঞাতি। আবার কেহ কেহ সম্বন্ধগন্ধা অর্থাৎ তাঁহাদের সহিত কিঞ্চিৎ গন্ধমাত্র আছে। এই সমস্ত গোপই শ্রীকৃষ্ণে স্নেহানুবন্ধ অর্থাৎ বাৎসল্যভাবে শ্রীকৃষ্ণ স্নেহবন্ধন করিয়া থাকেন॥ ৪৯ ॥

সেই গোপগণ, সাধুগণের ধর্ম্ম বিশেষের মূর্তিস্বরূপ অর্থাৎ সাধুগণের বিশেষ ধর্ম্ম প্রেমাদি তাঁহার সেই প্রেমাদির প্রকটমূর্ত্তি। তাঁহাদের পত্নীগণও ভক্তি-বৃত্তিস্বরূপা। ফলতঃ গোপগণের সর্ব্বেন্দ্রিয় ব্যাপার যে প্রকার প্রেমময়, তাঁহাদের পত্নীগণেরও সেই প্রকার জানিবে। সিদ্ধভক্তের লক্ষণ এই যে, "অবিজ্ঞাতখিলক্লেশাঃ সদা কৃষ্ণাশ্রিত ক্রিয়া" অর্থাৎ যাঁহারা কোন দুঃখই জানেন না এবং যাঁহাদের সর্ব্বদাই কৃষ্ণাশ্রিত ক্রিয়া তাঁহারাই সিদ্ধ ভক্ত নামে অভিহিত। সে যাহা হউক সেই গোপগণের কাহারও কাহারও পুত্র শ্রীকৃষ্ণের সখা, আবার কাহারও কাহারও কন্যা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমবতী ॥৫০॥

যে তৎ সখাস্তৎ সবয়োর্বপুষ্কা
গুণৈশ্চ সর্ব্বৈরপি তৎ সমানাঃ।
নিত্যং কুমারাঃ সনকাদিবত্তে
তচ্চিত্ততায়াঃ কিমশক্যতাস্তে ॥ ৫১ ॥

কেচিৎ সখায়োঽতিরহস্য-মান্যা
রহস্য-সেবাস্বপি কেঽপি ধন্যাঃ।
সখী-সমানাঃ সুবলোজ্জ্বলাদ্যাঃ
সদোজ্জ্বলা উজ্জ্বল-দৃষ্টিমাঢ্যাঃ ॥ ৫২ ॥

টীকা। যে গোপবালকাস্তে তস্য কৃষ্ণস্য সখাস্তে তস্য কৃষ্ণস্য সমানবয়ো বপুংষি চ যেষাং তাদৃশাঃ ভবন্তি। সর্ব্বৈর্গুণৈঃ শ্রীকৃষ্ণসমানাঃ সনকাদয়ো যথা সদৈব পঞ্চমবর্ষীয়বালকতুল্যাস্তথা তে গোপবালকাঃ নিত্যং কুমারাঃ কৃষ্ণসমানবয়স্কাঃ আকৃতয় গুণাশ্চ ভবন্তি। তেষু শ্রীকৃষ্ণে যা চিত্ততা চিত্তস্যভাবঃ তস্যাং কিমশক্যতাস্তে অপিতু সর্ব্বং কর্ত্তুং সমর্থা ভবন্তি। মথুরাস্থবৃদ্ধা অপি শ্রীকৃষ্ণদর্শনেন যুবানো বভূবুঃ কিমুত তচ্চিত্তা ইতি ॥ ৫১ ॥

টীকা। কেচিৎ সখায়ঃ অতিরহস্যেনাতিরহস্যব্যাপারেণ মান্যাঃ আদরণীয়াঃ। কেঽপি সখায়ঃ রহস্যং সেবাসু দৃত্যাদিষু অপিশব্দাদন্যত্রাপি

যে সকল গোপবালক শ্রীকৃষ্ণের সখা, তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বয়ঃ ও দেহবিশিষ্ট, এবং সকল গুণেই শ্রীকৃষ্ণের সমতুল্য। সনকাদি মুনিগণ যেরূপ সর্ব্বদা পঞ্চমবর্ষীয় বালক তুল্য সেইরূপ গোপবালকগণও নিত্যকুমার ও শ্রীকৃষ্ণের সমবয়স্ক। ফলতঃ আকৃতি ও গুণে উভয়েই কৃষ্ণ-সমতুল্য। সকলেরই এইরূপ কৃষ্ণসমবয়স্কত্বাদি কিরূপে সম্ভব হয়? তদুত্তর এই যে,—শ্রীকৃষ্ণে তন্ময় চিত্ততার আর আবশ্যকতা কি? অর্থাৎ তাহা সকলেই করিতে সমর্থ হয়। মথুরাস্থ বৃদ্ধগণও শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে যুবার ন্যায় হইয়াছিলেন, সুতরাং তদ্গতচিত্তগণের যে ঐরূপ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? ॥ ৫১ ॥

কোন কোন সখা অতি রহস্য ব্যাপারের নিমিত্ত মাননীয়, কোন কোন সখা দূত্যাদি রহস্য-সেবা কার্য্যে এবং অন্যত্রও নিযুক্ত হইয়া থাকেন বলিয়া ধন্য।

যাঃ কৃষ্ণকান্তাঃ সকলা পদাব্জ
নখাংশুকোটিজিত-কোটিচন্দ্রাঃ।
সৌভাগ্যসারাতুলকীর্ত্তি-পারা-
বারোর্ম্মিবারাপ্লুত-বেদবারাঃ ॥৫৩॥
যাভিঃ স্বয়ং প্রাপ্ত বরপ্রসাদ-
লেশস্য যোগ্যা নবভুবলক্ষ্মীঃ।
নাম্নং শ্রিয়োঽস্য ইতি যন্নিরুক্তং
শ্রীমৎ শুকেনাপি মহাপুরাণে ॥৫৪॥

নিযুক্তা অতএব ধন্যাঃ। তানেবাহ সুবলোজ্জ্বলাদ্যঃ সখীনাং ললিতাদীনাং সমানাঃ সদা সনকাদিবৎ কামাদিবিকাররাহিত্যাৎ সদোজ্জ্বলা সদা মালিন্যাদি-রহিতাঃ। তথাভূতা ভূত্বাপি। পঞ্চবর্ষীয় বালকানামিব সনকাদীনাং কামচেষ্টাদি-রাহিত্যেঽপি যথা কামবিষয়কজ্ঞানবন্তস্তথৈব। উজ্জ্বলরসে দৃষ্ট্যা আঢ্যা যুক্তাঃ ॥৫২॥

টীকা। পদাব্জয়োরেকনখস্য যোঽংশুঃ কিরণ স্তস্য কোট্যা অগ্রভাগেন জিতঃ কোটিচন্দ্রো যাভিস্তাঃ। সৌভাগ্যসারাশ্চ তা অতুলকীর্ত্তি-পারাবারাস্য সমুদ্রস্যোর্ম্মীণাং বারাভিরাপ্লুতাঃ ব্যাপ্তাঃ বেদবারাঃ বেদসমূহাঃ যাসাং তাশ্চেতি। নিবহাবসরেবার ইত্যমরঃ ॥৫৩॥

টীকা। যাভিঃ কান্তাভিঃ স্বয়ং প্রাপ্তবর প্রসাদস্য শ্রীকৃষ্ণাদনায়াসপ্রাপ্ত-

---

এই সেবা-পরায়ণ সখাগণের মধ্যে সুবল ও উজ্জ্বলাদি ললিতাদি সখীগণের সমান। সনকাদিবৎ—কামাদি বিকার রহিত হেতু তাঁহারা সর্ব্বদা মালিন্যাদি বিরহিত। পঞ্চমবর্ষীয় বালকগণের ন্যায় সনকাদি কামচেষ্টাদি রহিত হইয়াও যেরূপ কামবিষয়ক জ্ঞানবান্ সেইরূপ তাঁহারাও উজ্জ্বল রস-দৃষ্টিযুক্ত ॥৫২॥

সেই সকল কৃষ্ণকান্তাগণের চরণ-কমলে একটী মাত্র নখরের যে কান্তি তাহার অগ্রভাগে কোটিচন্দ্রও পরাজিত হইয়া থাকে এবং তাঁহাদের সৌভাগ্য সাররূপে যে অতুল কীর্ত্তি-সমুদ্র, তাহার তরঙ্গনিচয় দ্বারা শ্রুতি সমূহও পরিপ্লুত হইয়া থাকেন ॥৫৩॥

যাসাং ন কাপি প্রভুনাপি শেকে
ত্যক্তুং বিলাসায় কনীয়সী বা।
যাবত্য এব ব্রজ-যোষিতস্তা-
স্তাবন্তমাত্মানমতঃ স চক্রে ॥৫৫॥

নিতান্তরতেঃ প্রসাদস্য যো লেশস্তস্য যোগ্যা লক্ষ্মীঃ ন বভূব। প্রসাদাভাবে প্রমাণমাহ। মহাপুরাণে শ্রীভাগবতে শ্রীমৎ শুকদেবগোস্বামিনাপি যদ্ যস্মাৎ্রিঃ-শেষেণ উক্তম্। উক্ত পদ্যং যথা। নায়ং শ্রীয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্যাম্। রাসোৎসবেহস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-লব্ধাশিষাং য উদগাৎ ব্রজসুন্দরীণামিতি ॥৫৪॥

টীকা। প্রভুনা সর্ব্বসমর্থেনাপি শ্রীকৃষ্ণেন যাসাং মধ্যে যা কাপি কনীয়সী কনিষ্ঠা ব্রজসুন্দরী তাং বিলাসায় বিলাসার্থং ত্যক্তুং ন শেকে। অতঃ কারণাৎ যাবত্য এব তা ব্রজযোষিতস্তাবন্তমাত্মানম্ আত্মন স্তাবৎ প্রকাশং স শ্রীকৃষ্ণ-শ্চক্রে। তথাহি শ্রীদশমে। কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপ-যোষিত ইতি ॥৫৫॥

কৃষ্ণ-কান্তাগণ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অনায়াসে যে বর প্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন, লক্ষ্মীদেবী সে প্রসাদের লেশ মাত্র পাইবারও যোগ্যা হয়েন না। ইহার প্রমাণ মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমৎ শুকদেব গোস্বামী কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। যথা—

"নায়ং শ্রীয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতে" ইত্যাদি।

আহা! গোপীদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ অতীব আশ্চর্য! রাসোৎ-সবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ড দ্বারা আলিঙ্গিতকণ্ঠা হইয়া গোপীগণ তদীয় প্রসাদ লাভে যেরূপ মনোরথের অনুপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বক্ষঃস্থলস্থিতা একান্তরতা কমলাও সেরূপ প্রসাদ প্রাপ্ত হন না, পরন্তু পদ্মগন্ধা ও পদ্মকান্তি দেবাঙ্গনাগণের প্রতিও সেরূপ অনুগ্রহ হয় নাই; এমন কি ভূ-লীলায় যাঁহারা পরম প্রেমযুক্তা তাঁহাদের প্রতিও হয় নাই অন্য নারীগণের প্রতি তো দূরের কথা! ॥৫৪॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রভু অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও ব্রজ-সুন্দরীদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্ব কনিষ্ঠা, ক্রীড়া-বিলাসের নিমিত্ত তাঁহাকেও ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন না। এই কারণেই, যদবধি সেই ব্রজবনিতাগণের বিদ্যমানতা তাবৎ শ্রীকৃষ্ণও আত্মপ্রকাশ

যাসাং গুণৈরেব গৃহীতচেতা
যাভিঃ স রেমে ভগবান্ স্বয়ং স্বঃ।
তথৈব তস্যৈব গুণৈস্তমাত্মা-
রামা ভজন্তে প্রমদাতুচিত্তাঃ॥ ৫৬॥

তাসাং শিরঃ সদ্‌গুণরত্নমালিকা
প্রেমান্ধয়ারাম-সুবর্ণ কেতকী।
মাধুর্য্য-ধারাধর-বিদ্যুদুত্তমা
বিদ্যোততে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী ॥৫৭॥

টীকা। যাসাং ব্রজসুন্দরীণাং গুণৈঃ প্রেমবত্বাদিগুণৈর্গৃহীতচেতাঃ সন্ যঃ স্বয়ং ভগবান্ সপ্রসিদ্ধঃ শ্রীকৃষ্ণঃ যাভিঃ সহ রেমে। তথৈব আত্মারামাঃ গোপ্যঃ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য গুণৈরেব আত্মারামা অপি প্রমদাশ্চ তাঃ আতুচিত্তা গৃহীতচিত্তাশ্চ তা তং শ্রীকৃষ্ণং ভজন্তে ॥ ৫৬ ॥

টীকা। তাসাং শিরস্থ সদ্‌গুণৈঃ স্বরূপ-রত্নমালিকা ইব রত্নমালারূপা শ্রীবৃষভানুনন্দিনী বিদ্যোততে। কীদৃশী প্রেমান্ধেতি। সৌন্দর্যসত্ত্বংশে যথা রামে পুষ্পোদ্যানে সুবর্ণকেতকী যথা পুষ্পাণাং মধ্যে সৌগন্ধে যথা কেতকীনাং মধ্যে উত্তমা তথা প্রেমবতীনাং মধ্যে তথৈষা প্রেমাসক্তয়াত্যুত্তমা। প্রাকৃতা-

করিয়া থাকেন। শ্রীভাগবতে, দশমে "কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং" ইত্যাদি শ্লোকই প্রমাণ ॥ ৫৫ ॥

সেই ব্রজসুন্দরীগণের প্রেমবত্বাদিগুণে চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও তাঁহাদের সহিত আনন্দক্রীড়া করেন, সেইরূপ আত্মারামা ও আনন্দময়ী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের গুণে তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥

শ্রীবৃষভানুনন্দিনীই সেই ব্রজসুন্দরীগণের শিরোমণি। তিনি সদ্‌গুণ সমূহে রত্নমালার স্বরূপ। পরন্তু পুষ্পোদ্যানে পুষ্পসমূহের মধ্যে সৌগন্ধে যেরূপ কেতকীই শ্রেষ্ঠ এবং সেই কেতকীর মধ্যে সুবর্ণ-কেতকীই সর্ব্বোত্তমা, সেইরূপ সৌন্দর্য্যাদি অংশে প্রেমবতীগণের মধ্যে ব্রজরামাগণই শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহাদের মধ্যে

আনন্দচন্দ্রোদিত-কৌমুদী যা
শ্রীমোহনস্যাপি সুমোহন-শ্রীঃ।
সৌন্দর্য্যনাম্নো নিকষোপলস্য
সুবর্ণ-রেখা বৃষভানু-কন্যা॥ ৫৮॥
লাবণ্যপাথোনিধি সারসম্পৎ
কলা কলাপাকর ভূমিরেকা।

প্রাকৃত-মাধুর্য্যরূপধারাধরে মেঘে বিদ্যুতি উদ্যতা উদয়প্রাপ্তা বিদ্যুদ্রূপা। তথাচ। বিদ্যুদ্ যথা মেঘানাং শোভাজনিকা তথেয়ং মাধুর্য্যাণাম্॥ ৫৭॥

টীকা। পুনঃ শ্রীরাধা কীদৃশী? আনন্দাকারচন্দ্রাদুদিতা কৌমুদী জ্যোৎস্নারূপা। শ্রীমোহনস্য শ্রীকৃষ্ণস্য শ্লেষেণ শ্রীলক্ষ্মীঃ তাং মোহয়তি যঃ শ্রীকৃষ্ণস্তং মোহয়তি শ্রীঃ কান্তির্যস্যাঃ সা। প্রাকৃতাপ্রাকৃত-সৌন্দর্য্যনাম্না নিকষোপলস্য স্বর্ণপরীক্ষক-কৃষ্ণবর্ণ-প্রস্তরস্য যা সুবর্ণরেখারূপা স্বর্ণপরীক্ষক-পাষাণেষু যথা স্বর্ণরেখা শোভতে তথা সৌন্দর্য্যেষু শ্রীরাধা কিমুত সুন্দরী-ত্যিতি॥ ৫৮॥

প্রেমান্ধতাহেতু এই শ্রীবৃষভানুনন্দিনীই অত্যুত্তমা। বিদ্যুৎ যেরূপ মেঘের শোভা-জনিকা সেইরূপ ইনি শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত মাধুর্য্যরূপ মেঘে উদ্দীপ্ত বিদ্যুৎ স্বরূপা॥ ৫৭॥

সেই বৃষভানু-কন্যা আনন্দচন্দ্রের কৌমুদী-স্বরূপা, রসরাজ শ্রীকৃষ্ণই আনন্দ-রূপচন্দ্র, বৃষভানুনন্দিনী সেই আনন্দ চন্দ্রের জ্যোৎস্নারূপা। অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ হেতু অপৃথক্ রূপা। শ্রীকৃষ্ণ শ্রী-মোহন অর্থাৎ শ্রীলক্ষ্মী-দেবীকেও বিমোহিত করেন, কিন্তু সেই বৃষভানুনন্দিনীর এমনই মনোহর কান্তি, তাহা শ্রী-মোহন শ্রীকৃষ্ণকেও বিমুগ্ধ করিয়া থাকে এবং তিনি প্রাকৃতা প্রাকৃত নিখিল সৌন্দর্য্যের নিকষ-প্রস্তরে অর্থাৎ কষ্টিপাথরে (স্বর্ণপরীক্ষক কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর বিশেষ) বিমল সুবর্ণ রেখার ন্যায় শোভমান, সুতরাং তিনি অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্যশালিনী, ইহাই তাৎপর্য্য॥ ৫৮॥

গুণাখ্যরত্নৌঘখনিঃ প্রসিদ্ধা
শ্রীরাধিকা শ্রীব্রজচন্দ্রকান্তা॥ ৫৯ ॥
গৌরী সহস্রাদধিকাপি গৌরী
শ্যামা তথাপি শ্রুতিষু প্রসিদ্ধা।
সুরূপিণী যাপ্যসুরূপিনী চ
সখীকদম্বস্য বিভাতি রাধা॥ ৬০ ॥
কেচিৎ পরামেব বদন্তি লক্ষ্মীং
লীলেতি কেচিৎ কিল তান্ত্রিকায়াম্।

টীকা। পূর্ব্ববৎ লাবণ্যসমুদ্রস্য সার-সম্পৎ মহালক্ষ্মীরূপা। কলা-কলাপস্য বৈদগ্ধ্যসমূহস্য একা মুখ্যা কেবলা বা আকরভূমি রূৎপত্তিস্থানরূপা। কারুণ্যাদি গুণাখ্য রত্নসমূহস্য খণি রুৎপাদিকাভূমিঃ॥ ৫৯ ॥

টীকা। গৌরী সহস্রাদপি যা অধিকা গৌরী গৌরবর্ণা তথাপি শ্রুতিষু বেদেষু শ্যামা প্রসিদ্ধা। অত্র বিরোধাভাসালঙ্কারেণ শ্যামাস্যান্নব যৌবনা ইতি স্তনৌ তু কঠিনৌ যস্যা শ্যামা সা পরিকীর্ত্তিতা ইতি চ। সুরূপিণ্যাপি যা বিরোধাভাসা-লঙ্কারেণ সখীকদম্বস্য সম্বন্ধে অসু প্রাণ স্তদ্রূপিণী সতী রাধা ভাতি॥ ৬০ ॥

সেই বৃষভানুনন্দিনীই শ্রীবৃন্দাবন-চন্দ্রমা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা শ্রীরাধিকা নামে প্রসিদ্ধা। তিনি নিখিল লাবণ্য-সমুদ্রের সার-সম্পৎ অর্থাৎ মহালক্ষ্মী-স্বরূপা, বৈদগ্ধ্যসমূহের একমাত্র উৎপত্তিস্থানরূপা এবং কারুণ্যাদি গুণরূপ রত্নসমূহের খনি স্বরূপা॥৫৯॥

শ্রীরাধা গৌরী-সহস্র অপেক্ষাও অধিক গৌরবর্ণা তথাপি শ্রুতিতে তিনি শ্যামা নামে প্রসিদ্ধা। এস্থলে বিরোধাভাস অলঙ্কারে 'শ্যামা' শব্দে নবযৌবনা বুঝাইতেছে। শ্যামার লক্ষণ, যথা—'স্তনৌ তু কঠিন যস্যা' ইত্যাদি। অর্থাৎ যাঁহার স্তনযুগল কঠিন তিনি শ্যামা নামে অভিহিত। আরও তিনি সুরূপিনী হইয়াও সখীগণ সম্বন্ধে অসু-রূপিনী (অসু—প্রাণ তৎস্বরূপিণী) অর্থাৎ সখীগণের প্রাণস্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এস্থলে বিরোধাভাস অলঙ্কার সূচিত হইয়াছে॥ ৬০ ॥

আনন্দিনী-শক্তিরিতি শ্রুতিশাঃ
শ্রীরাধিকাভা ব্রজচন্দ্র-কান্তা ॥ ৬১ ॥
যস্যা বশে তস্য তু সর্ব্বশক্তিঃ
সর্ব্বৈব লীলা সকলা গুণাশ্চ।
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বিদগ্ধতাদ্যাঃ
সা রাধিকা রাজতি কৃষ্ণকান্তা ॥ ৬২ ॥
যস্যা লসন্মাদনভাব-বশ্যা
লীলা রসাস্বাদবিশেষ-রম্যা-
কৃষ্ণস্য নিত্যা বিলসন্ত্যনন্তাঃ
সা রাধিকা রাজতি কৃষ্ণকান্তা ॥ ৬৩ ॥

টীকা। কেচিত্তান্ত্রিকাঃ জনা যাং শ্রীরাধিকাং পরাং লক্ষ্মীং বদন্তি। কেচিত্তান্ত্রিকাঃ জনাঃ শ্রীরাধিকা লীলেতি লীলাশক্তি রিতি বদন্তি। শ্রুতীশাঃ যাং আনন্দিনী আহ্লাদিনী শক্তি রিতি বদন্তি ॥ ৬১ ॥

টীকা। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তু পুনঃ সর্ব্বা শক্তিঃ সর্ব্বা লীলা সকলা গুণাঃ সৌন্দর্য্যাদ্যাশ্চ যস্যা বশে বশীভূতাঃ সা ॥ ৬২ ॥

টীকা। যস্যা লসন্মাদনাখ্যো মহাভাবস্য ভেদ-বিশেষো যো ভাব স্তস্য বশ্যাঃ বশীভূতাঃ। অতএব লীলারসাস্বাদ-বিশেষেণ রম্যা মধুরাঃ শ্রুতীশাঃ বিলসন্তি

কোন কোন তান্ত্রিকজন সেই ব্রজেন্দু-কান্তা শ্রীরাধাকে পরালক্ষ্মী বলিয়া থাকেন, কেহ কেহ বা লীলাশক্তি বলিয়া থাকেন এবং শ্রুতীশ্বরগণ তাঁহাকে হ্লাদিনীশক্তিনামে অভিহিত করেন ॥ ৬১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের সকল শক্তি, সকল লীলা সকল গুণ এবং সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বিদগ্ধ্যাদি যাঁহার বশীভূত, সেই শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা প্রণয়িণীরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৬২ ॥

যাঁহার শোভনীয় মাদনাখ্য মহাভাবগত লীলাসমূহ রসাস্বাদ-বিশেষে অতি মধুর এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে নিত্য অনন্তরূপে বিলসিত হয়, সেই শ্রীরাধিকাই কৃষ্ণ-

যথৈব সর্ব্বৈর্গুণরূপকেলী-
মাধুর্য্যপূরৈরতিপূর্ণ এব।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ স তথৈব রম্যা
সা রাধিকা রাজতি রাধিকা সা ॥ ৬৪ ॥

সা রাধিকা। তন্ত্রোক্ত শ্রীরাধিকা-মহিমাদি আস্বাদনীয়াঃ শ্রীকৃষ্ণস্য নিত্যা অনন্তা লীলাঃ সুচক বহূনি প্রমাণানি সন্তি তেষু গৌতমীয়তন্ত্রোক্ত মেকমেব প্রমাণং সর্ব্বং বক্তুং প্রভবতি। যথা তস্যা মন্ত্র-কথনে। দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা। হ্লাদিনী সা মহাশক্তিঃ সর্ব্বশক্তি বরীয়সী। তৎ সারভূতরূপেয়ং ইতি তন্ত্রে প্রকীর্ত্তিতা ইতি চ সম্মোহিনী পরেতি ॥৬৩॥

টীকা। যথৈব স শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ সর্বৈর্গুণাদীনাং পূরৈঃ। যথা গুণাদি-মাধুরীণাং পূরৈ রতিশয়ৈ রতিপূর্ণ স্বরূপ এব বিরাজিত। তথৈবসর্ব্বৈর্গুণা-

কান্তারূপে বিরাজিত। তন্ত্রে শ্রীরাধার মহিমাদি আস্বাদনীয় বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অনন্ত লীলাসূচক বহু প্রমাণও আছে। তন্মধ্যে গৌতমীয় তন্ত্রোক্ত এই একটী প্রমাণই সমস্ত প্রকাশ করিতে সমর্থ। যথা—

"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা ইত্যাদি।" শ্রীরাধা দেবী—দেদীপ্যমতী পরমাসুন্দরী, কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণাত্মিকা, পরদেবতা সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী-অর্থাৎ নিখিল ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী বা লক্ষ্মী প্রভৃতি সর্ব্বনারীর অধিশ্বরী এবং সর্ব্ব-সৌন্দর্যময়ী অথবা—

"কান্তি শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে ॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ।
'সর্ব্ব কান্তি' শব্দের এই অর্থ নিরূপণ ॥" শ্রীচরিতামৃত

আরও তিনি জগমোহনেরও মনোমোহিনী ; এই পরাঠাকুরাণীই রাধা-নামে অভিহিতা। সকল শক্তির বরীয়সী যে হ্লাদিনী নাম্নী মহাশক্তি, শ্রীরাধা তাহার সারভূতস্বরূপা ॥৬৩॥

সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যেরূপ নিখিল গুণ, রূপ কেলী ও মাধুর্য্যাধিক্যে পরিপূর্ণ

যস্যা বিশাখা-ললিতাদয়স্তাঃ
সখ্যঃ প্রিয়রূপগুণৈঃ সমানাঃ।
মানেন যস্যা অপি যাঃ সমানা
যা বীক্ষ্য রাধা নিজ-শর্ম্মবেদ ॥ ৬৫ ॥
যস্যাঃ সুহৃৎ পক্ষতয়া প্রসিদ্ধা
শ্যামেতি নাম্না গুণতোঽপি যা সা।
যদীয় সৌহার্দ্দকৃতে বিধত্তে
নিত্যং প্রযত্নমতিমাধুরীভিঃ ॥ ৬৬ ॥

দীনা মতিশয়ৈ রতিপূর্ণা সা রাধিকা রাজতি। সা কাদৃশী ? রস্যা সারাৎ-সারভূতা অধিকা চ ॥ ৬৪ ॥

টীকা। যস্যা বিশাখাদ্যা স্তা সখ্য রাধায়াঃ রূপগুণৈঃ সমানাঃ। যথা রাধায়াঃ রূপগুণাদি তথা তাসামিত্যর্থঃ। মানেন মর্য্যাদয়াপি যাঃ সখ্যঃ সমানাঃ। যাঃ সখীঃ বীক্ষ্য রাধা নিজ শর্ম্ম নিজ সুখং বেদ। এতেন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকা বিশাখাদীনাং সর্ব্বথা তুল্যত্ব মায়াতং ॥ ৬৫ ॥

টীকা। স্ব-পক্ষ সখীমুক্ত্বা সুহৃৎ-পক্ষামাহ। শ্যামা ইতি নাম যস্যাঃ সা

সেইরূপ শ্রীরাধিকাও গুণ-রূপলীলাদির পরাকাষ্ঠায় পরিপূর্ণা। এইরূপেই সেই মাধুর্য্যের সারাৎসারাধিকা শ্রীরাধিকা বিরাজ করিতেছেন ॥ ৬৪ ॥

ললিতা-বিশাখাদি সখীগণও তাঁহাদের প্রিয়সখী শ্রীরাধার রূপগুণেরই সমতুল্য অর্থাৎ শ্রীরাধার রূপগুণাদি যেরূপ, তাঁহাদের রূপগুণাদিও সেইরূপ। মর্য্যাদাতেও সখীগণ তা রাধারই সমান এবং সেই সখীগণকে দর্শন করিয়া শ্রীরাধা স্বয়ংসুখানুভব করিয়া থাকেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকা ও বিশাখাদি সখীগণের সর্ব্বথা তুল্যতা পরিব্যক্ত হইল ॥ ৬৫ ॥

স্বপক্ষা সখীগণের কথা বলিয়া এক্ষণে সুহৃৎপক্ষা সখীগণের কথা বলিতেছেন।

যাভ্যাং যয়োর্নাম বিধায় নানা-
শিল্পেন কল্প্যাম্বর-ভূষণাদি।
সংপ্রেষিতং যৎ সহসা ন বেদ
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রোঽপি কিমন্যবার্ত্তা॥ ৬৭॥

যস্যা রাধায়াঃ সুহৃৎপক্ষত্বেন প্রসিদ্ধা। যা গুণতোঽপি গুণেনাপি প্রসিদ্ধা। যা যদীয় সৌহার্দ্দি কৃতে শ্রীরাধিকা সা সৌহার্দ্দার্থং অতিমাধুরীভি নিত্যং প্রযত্নং বিধত্তে করোতি॥ ৬৬॥

টীকা। শ্যামা অতিমাধুরীভিঃ সৌহার্দ্দার্থং যত্নং করোতীত্যুক্ত মধুনা রাধাশ্যাময়োঃ পরস্পর-সৌহার্দ-মাধুরী দর্শয়তি। যাভ্যাং রাধা শ্যামলাভ্যাং যয়ো রাধাশ্যামলয়োঃ পরস্পর নাম বিধায় নাম কৃত্বা নানা শিল্পেন কৌশলেন কল্প্য নির্ম্মায় অম্বর-ভূষণাদি স্ব নিকটে যৎ সংপ্রেষিতং। তদ্বস্তু কয়া প্রেষিতমিতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রোঽপি সহসা ন বেদ। অনয়োঃ সৌহার্দস্য রীতি র্যথা শ্রীরাধিকা মাল্যাম্বরাদিক মত্যদ্ভুতং নির্ম্মায় শ্যামলা যথা ন জানাতি তথা সখিদ্বারা শ্যামলায়াঃ নাম কৃত্বা শ্রীকৃষ্ণ নিকটে প্রেষয়তি। এবং শ্যামলাপি শ্রীরাধিকা নাম কৃত্বা প্রেষয়তি। অত্র সহসা পদেন পশ্চাদ্বিচারেণ জানাতি যথা ইদং ভূষনং ন শ্যামলা কৃতং রাধাকৃতমেব জ্ঞাত্বা রাধা প্রীত্যর্থং শ্যামা স্বনিকটেঽভিসারয়তি এব মন্যত্রাপি॥ ৬৭॥

যিনি রাধার সুহৃৎপেক্ষা তাঁহার নাম শ্যামা, তিনি গুণেও অতি প্রসিদ্ধা এবং তিনি শ্যামসুন্দরের সহিত শ্রীরাধার সৌহার্দ-বন্ধনের নিমিত্ত অতিশয় মাধুরীর সহিত নিত্য যত্ন করিয়া থাকেন॥ ৬৬॥

শ্যামা অতি মাধুরী সহকারে সৌহার্দের নিমিত্ত যে যত্ন করিয়া থাকেন, তাহা পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে শ্রীরাধা-শ্যামলার পরস্পর সৌহার্দ্দ-মাধুরী প্রদর্শিত হইতেছে। শ্রীরাধা ও শ্যামলা পরস্পর নাম করিয়া অর্থাৎ শ্রীরাধা শ্যামলার নাম করিয়া এবং শ্যামলা শ্রীরাধার নাম করিয়া বিবিধ শিল্প-নৈপুণ্যে-রচিত বসন-ভূষণাদি শ্রীকৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়া থাকেন। বাস্তবিক এই সকল দ্রব্য কে পাঠাইলেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও তাহা সহসা জানিতে পারেন না, সুতরাং অন্যের আর কথা কি? তাঁহারা ত কখনই জানিতে পারেন না, ইঁহাদের

প্রেম্নে প্রিয়স্যারমুপেক্ষিতং যৎ
লোকেষু লজ্জাদি তদৈব ভূয়ঃ।
প্রেম্নি প্রগাঢ়ে তদপেক্ষণং তাঃ
কুর্ব্বন্তি চিত্রং কিল কৃষ্ণকান্তাঃ॥ ৬৮॥

যত্রাসতে সাত্বত শুদ্ধ-ধর্ম্মা
মূর্ত্তা ইবোর্ব্বী-দিবিষদ্বরেণ্যাঃ।
তদ্ধর্ম্মমাত্র-প্রতিপাদি-বেদ-
বক্তার একে রত পঞ্চরাত্রাঃ॥ ৬৯॥

টীকা। প্রিয়স্য কৃষ্ণস্য প্রেম্নে প্রেমার্থমরং শীঘ্রং যদ্ যদালোকেষু লজ্জাদি উপেক্ষিতং ত্যক্তং তদৈব প্রেম্নি প্রগাঢ়ে সতি তত্তস্য লজ্জাদেরপেক্ষণমপেক্ষাং তাঃ কৃষ্ণ-কান্তাঃ কুর্ব্বন্তীতি চিত্রমাশ্চর্য্যঃ॥ ৬৮॥

টীকা। যত্র ব্রজলোকে সাত্বতানাং বৈষ্ণবানাং শুদ্ধধর্ম্মঃ মূর্ত্তা মূর্ত্তিধারিন ইব উর্ব্বীদিবিষদ্বরেণ্যাঃ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাঃ আসতে বসন্তি। একে ব্রাহ্মণাঃ তস্য ভাগবতস্য যে ধর্ম্মা তন্মাত্র প্রতিপাদি বেদানাং বক্তারঃ। একেরতা অনুরক্তা নারদ পঞ্চরাত্রোক্ত ধর্ম্মে যে স্তে॥ ৬৯॥

সৌহার্দ্দের রীতি এই যে, শ্রীরাধিকা মাল্যাম্বরাদি বিচিত্র ভাবে নির্ম্মাণ করিয়া শ্যামলা যাহাতে জানিতে না পারেন, এরূপভাবে সখীর দ্বারা শ্যামলার নাম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ পরে বিচার করিয়া জানিতে পারেন যে এই ভূষণাদি শ্যামলার কৃত নহে, শ্রীরাধাই স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তখন বিদগ্ধবর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রীতির নিমিত্ত শ্যামাকে স্বীয় নিকটে অভিসার করাইয়া থাকেন। এইরূপে শ্যামলাও শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট অভিসার করাইয়া থাকেন॥ ৬৭॥

লোকে কৃষ্ণ-প্রেমের নিমিত্ত সত্বরই লজ্জাদি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সেই কৃষ্ণ-কান্তাগণ প্রগাঢ় কৃষ্ণ-প্রেমবতী হইয়াও সেই লজ্জাদির বারংবার অপেক্ষা করিয়া থাকেন॥ ৬৮॥

প্রতিগ্রহং যে ব্রজরাজদান-
মাত্রস্য কুর্ব্বন্তি তদেক যাজ্যাঃ।
কেচিৎ পরৈশ্বর্য্যপরাঃ পরে চ
মাধুর্য্যধূর্য্যা ব্রজরাজ-সূনোঃ॥ ৭০॥
তাম্বুলিকা-তৈলিক-মালিকাদ্যা-
শ্চৈতন্যরূপা অপি নার-ধর্মাঃ
তে নার-ধর্ম্মা অপি দেবতানাং
দুর্লভ্যলাভা ব্রজচন্দ্রভাবাঃ॥ ৭১॥

টীকা। যে ব্রাহ্মণাঃ ব্রজরাজেন শ্রীনন্দেন যদ্দীয়তে তন্মাত্রস্য প্রতিগ্রহং কুর্ব্বন্তি। স নন্দশ্চাসৌ এক শ্চেতি তদেক নন্দ এক এব যাজ্যো যেষাং তে। কেচিদ্‌ব্রাহ্মণা ব্রজরাজসূনোঃ পরৈশ্বর্য্যপরাঃ পরমৈশ্বর্য্যগ্রাহিণঃ পরে ব্রাহ্মণাঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মাধুর্য্যধূর্য্যাঃ মাধুর্য্যগ্রাহিণঃ॥ ৭০॥

টীকা। তাম্বুলতৈল-মালা-জীবিনী যে তদাদ্যাঃ চৈতন্যরূপা শ্চিৎস্বরূপা অপি নারধর্ম্মাঃ নরাণামিব ধর্ম্মচেষ্টাদি যেষাং তে তথাভূতা ভূত্বাপি দেবানাং চ দুর্লভ্যা স্তেষাং লাভো যেষাং তে। দুর্লভ্যোনৈবাহ ব্রজচন্দ্রে শ্রীকৃষ্ণে ভাবো যেষাং তে॥ ৭১॥

সেই ব্রজলোকে ভূদেব-বরেণ্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ বৈষ্ণবগণের শুদ্ধ ধর্ম্মের মূর্ত্তিস্বরূপে বাস করেন। তাঁহারা একমাত্র ভাগবত ধর্ম্ম-প্রতিপাদক বেদের বক্তা এবং শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রোক্ত ধর্ম্মে অনুরক্ত॥ ৬৯॥

সেই ব্রাহ্মণগণ কেবল ব্রজরাজ শ্রীনন্দের দানই প্রতিগ্রহ করেন এবং একমাত্র নন্দরাজেরই যাজন করিয়া থাকেন। সেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ কেহ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পরমৈশ্বর্যগ্রাহী অপর কেহ কেহ তাঁহার মাধুর্যগ্রাহী॥ ৭০॥

সেই ব্রজধামে তৈলিক, তাম্বুলী ও মালী প্রভৃতি চিৎ-স্বরূপ হইয়াও নর-ধর্ম্ম বিশিষ্ট অর্থাৎ মনুষ্যদিগের ন্যায় চেষ্টাশীল এবং তাঁহারা এইরূপ নরধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়াও ব্রজচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণে ভাবময় বলিয়া দেবতাগণেরও দুর্লভ লাভ-বিশিষ্ট অর্থাৎ দেবতাগণও যে সৌভাগ্যলাভে বঞ্চিত, তাঁহারা সেই সৌভাগ্যলাভে ধন্য॥ ৭১॥

গবাং গৃহাণামপিযত্র ভিত্তি-
শ্চতুশ্চতুষ্কং স্ফটিকাখ্য-রত্নৈঃ।
গোপানসী মারকতী চ বংশ্যাঃ
স্বর্ণস্য কোণেষু তথা মহান্তঃ ॥ ৭২ ॥
গোপানসীনাং পৃথু যচ্চতুষ্কং
তৎ কৌণিকং যত্র তু কৌরবিন্দম্।
মহাবড়ভ্যো যত এব লগ্না
নানা মণীনাং পটলানি যত্র ॥ ৭৩ ॥

টীকা। যত্র গবাং যে গৃহা স্তেষামপি ভিত্তি চতুর্ভিঃ সহ চতুষ্কং ভিত্তি চতুর্ণাং সমাহারঃ স্ফটিকাখ্যরত্নৈ র্নির্ম্মিতমিতি শেষঃ। তথা চ চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তি গৃহ-চতুষ্টয়স্য পরস্পরভিত্তি-মিলনান্মধ্যে চতুষ্কং। পাড়ি ইতি প্রসিদ্ধা গোপানসী মরকতমণি-ময়া-গোপানসী তু বড়ভী-চ্ছাদনে বক্রদারুণি স্বর্ণস্যমহান্তো বংশাঃ কোণেষু লগ্না ইত্যর্থঃ ॥ ৭২ ॥

টীকা। গোগৃহানাং পশ্চাদ্ভিত্তি চতুষ্টয়ং স্ফটিক নির্ম্মিত মুক্ত্বা গৃহনামগ্র-বর্ত্তি গোপানসীনাং মধ্যে যৎ পৃথু স্থূল গোপানসী চতুষ্কং তৎ কৌণিকং তেষাং পৃথু গোপানসীনাং কোণে স্থিতং কৌরবিন্দং কুরবিন্দজাতং. কুরুবিন্দং মহোৎপলং পদ্মরাগ মণিজাতং। যতঃ মহাবড়ভ্যো লগ্নাঃ। যত্র যাসু বড়ভীষু পটলানি নানা মণীনামিতি ॥ ৭৩ ॥

তথায় গো-সমূহেরও ভিত্তি চতুষ্টয় ও চতুষ্ক অর্থাৎ চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তি গৃহচতুষ্টয়ের পরস্পর ভিত্তি মিলনের মধ্যস্থান স্ফটিক নামক রত্ন-নির্ম্মিত। গোপানসী অর্থাৎ গৃহচূড়াচ্ছাদনে যে বক্র কাষ্ঠ আবশ্যক হয় তাহাকে গোপানসী কহে। চলিত কথায় ইহা 'পাড়ি' নামে প্রসিদ্ধ। ইহাও মরকতমণি নির্ম্মিত এবং সুবর্ণ-নির্ম্মিত মহাবংশদণ্ড ইহারই কোণ-সংলগ্ন ॥ ৭২ ॥

সেই গো-গৃহ সমূহের অগ্রবর্ত্তি গোপানসী অর্থাৎ গৃহের অগ্রভাগে যে বক্র কাষ্ঠ প্রদত্ত হয়, তন্মধ্যে যেটী স্থূল ও চতুষ্ক, তাহার কোণগুলি পদ্মরাগমণি নির্ম্মিত। তাহাতেই মহাবড়ভী সমূহ অর্থাৎ গৃহচূড়াসমূহ সংলগ্ন রহিয়াছে। এই গৃহ-চূড়া বা বড়ভী সমূহের যে পটল অর্থাৎ ছাদ তাহাও বিবিধ মণি মাণিক্য নির্ম্মিত ॥ ৭৩ ॥

যেষাং লসন্ত্যঙ্গণ এব গাবঃ
সরস্বতীমূর্ত্তিবদেব শুক্লাঃ।
মনঃ সমানা অবশা বিচিত্রং
তপস্বিসঙ্ঘা ইব সুব্রতাশ্চ ॥ ৭৪ ॥
চিন্তামণিব্যূহ সমাশ্চ কাম-
দুঘা নিদাঘা ইব ফুল্লবৎসাঃ।
সৎকাব্যবৎ সুন্দর ভূরি বর্ণাঃ
বেণুস্বনায়ৈব সদোর্দ্ধকর্ণাঃ ॥ ৭৫ ॥

টীকা।—যেষাং গৃহাণামঙ্গণে গাবো শুক্লাঃ লসন্তি। কীদৃশ্যঃ? সরস্বত্যা মূর্ত্তি ইব। মনো যথা চঞ্চলতয়া সদা অবশাঃ তথাভূতা ভূত্বাপি তপস্বীনাং সমূহ ইব সুব্রতাঃ সুস্থিরাশ্চেতি বিচিত্রম্ ॥ ৭৪ ॥

টীকা।—গাবঃ কীদৃশ্যঃ? চিন্তামণীনাং সমূহ তুল্যাঃ কামান্ দুহন্তি যা স্তাঃ দুহ প্রপূরণে। নিদাঘকালা ইব ফুল্লা বৎসা বালকা যাসাং তাঃ। পক্ষে বৎসাখ্য পুষ্পবিশেষাঃ। সৎকাব্যে যথা সুন্দর ভূরি বর্ণাঃ অক্ষরাঃ, অত্র বর্ণ শব্দেন শুক্লাদিবর্ণযুক্তাঃ। বেণু ধ্বনি শ্রবণার্থং সদা উর্দ্ধানি কর্ণানি যাসাং তাঃ ॥ ৭৫ ॥

সেই সকল গো-গৃহের অঙ্গণে দেবী সরস্বতীর মূর্ত্তির ন্যায় শুক্লবর্ণ গো-ধন সমূহ শোভা পাইতেছে। মন যেরূপ চাঞ্চল্যবশতঃ সর্ব্বদাই অবশ, তদ্রূপ সেই গো-যূথ অবশীভূত হইয়াও তপস্বিগণের ন্যায় সর্ব্বদা সুস্থির ইহা বড়ই বিচিত্র ॥ ৭৪ ॥

সেই গোধনবৃন্দ চিন্তামণি সমূহের ন্যায় কামদুঘা অর্থাৎ সর্ব্বদা অভীষ্ট সংপূরণে সমর্থ এবং তাহারা নিদাঘকালের ন্যায় প্রফুল্ল বৎসবিশিষ্ট। অথবা 'বৎস' শব্দে বৎস-নামক পুষ্পবিশেষকে বুঝায়। সুতরাং তাহারা নিদাঘকালে প্রফুল্ল বৎসপুষ্পের ন্যায় শোভাযুক্ত। সৎকাব্যে যেমন সুন্দর সুন্দর বহু বর্ণ অর্থাৎ অক্ষর-বিন্যাস দৃষ্ট হয় তদ্রূপ সেই গো-যূথও শুক্লাদি বহু বর্ণবিশিষ্ট। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের মোহনবেণুধ্বনি শ্রবণ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই উর্দ্ধকর্ণ।

যত্রৈব ভূমৌ পতিতাঃ প্রতীতাঃ
সজীবগর্ভা ইব কৌমুদীনাম্।
কৈলাশ-শৈলস্য শিলা-শিখণ্ডাঃ
সঞ্চারিশীলা ইব সংলসন্তি ॥ ৭৬ ॥
হিণ্ডীর খণ্ডা ইব দুগ্ধ-সিন্ধো-
র্যে গ্রন্থিবচ্ছম্ভুরিহ হাসজাতাঃ।
বিশুদ্ধসত্ত্বস্য চ মাংসপিণ্ড-
তুল্যা ভ্রমন্তো ভুবি ভূরি-বৎসাঃ ॥ ৭৭ ॥

টীকা।—যত্রৈব ভুবি ভূরি বৎসা বহু বৎসা ভ্রমন্তঃ শন্তঃ সংলসন্তীতি শ্লোকদ্বয়েনান্বয়ঃ। অদ্ভুতোপমঁয়ং বৎসানাং ভ্রমণম্ উৎপ্রেক্ষাং দর্শয়তি। ভূমৌ পতিতাঃ কৌমুদীনাং জ্যোৎস্নানাং সজীবগর্ভা ইব জীবসহিত বালকাঃ ইব প্রতীতাঃ জ্ঞানবিষয়াঃ। পুনর্বৎসাঃ কীদৃশাঃ? কৈলাসপর্ব্বতস্য সঞ্চারিশীলা গমনশীলাঃ শিলাশিখণ্ডাঃ শিলাশেখরাঃ ইব ॥ ৭৬ ॥

টীকা।—দুগ্ধসমুদ্রস্য হিণ্ডীর খণ্ডা ফেনখণ্ডা ইব যে বৎসাঃ শ্রীহরস্য মহাদেবস্য হাস্যেন জাতাঃ। গ্রন্থিবৎ তথা চ হরহাসা গ্রন্থিরূপেণ পরিণতাঃ ইব। অপ্রাকৃত সত্ত্বস্য মাংস সর্ব্বত্র বৎসানাং মনোহর শুভ্রবর্ণাংশে তাৎপর্য্যম্ ॥ ৭৭ ॥

তথায় যে সকল গো-বৎস ভূতলে শয়ন করিয়া আছে, তাহারা জ্যোৎস্নার জীবন্ত বালকের ন্যায় প্রতীত হইতেছে কিংবা কৈলাস পর্ব্বতের সঞ্চরণশীল শ্বেত-শিলা-শিখণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ৭৬ ॥

অপিচ সেই ব্রজভূমিতে ভ্রমণশীল বহু গো-বৎস দুগ্ধসমুদ্রের ফেন-খণ্ডের ন্যায় ও শ্রীমহাদেবের হাস্য গ্রন্থিরূপে পরিণত হইলে যেরূপ মনোহর হয়, তদ্বৎ এবং বিশুদ্ধ সত্ত্বের মাংসপিণ্ডস্বরূপে অর্থাৎ সর্ব্বাংশে সুন্দর শ্বেতবর্ণরূপে শোভা পাইতেছে ॥ ৭৭ ॥

কিং গণ্ডশৈলাঃ স্ফটিকাচলস্য
মহোর্ম্ময়ঃ কিং নু মহাপয়োধেঃ।
সায়ং গৃহা যে মুনিবচ্চ জীব-
ন্মুক্তা ইব স্বৈরচরা হি ষণ্ডাঃ॥ ৭৮॥

যত্রাসতে গর্ব্বধরা ইবৈতে
হম্বাদকারা গলকম্বলাশ্চ।
বিরক্তলোকা ইব পুংগবাস্তে
মত্তা ইব স্তব্ধ সুশোণনেত্রাঃ॥ ৭৯॥

টীকা।— স্ফটিকাচলস্য কিং গণ্ডশৈলাঃ স্থূল শিলাঃ গণ্ডশৈলাস্তু চ্যুতাঃ স্থূলোপলা গিরেঃ ইত্যমরঃ। ক্ষীর সমুদ্রস্য ইব কিং মহোর্ম্ময় ইত্যাদ্যুৎপ্রেক্ষাবন্তঃ ষণ্ডাঃ সায়ং গৃহা যত্র সায়ংকালো জাতস্তত্রৈব গৃহা যেষাং তে। মুনিরিব জীবন্মুক্তা ইব স্বেচ্ছাচারিণশ্চ যত্রাসতে ইতি পরেণান্বয়ঃ॥ ৭৮॥

টীকা।— এতে পুংগবা পুরুষগাবঃ গর্ব্বধরাঃ ইব অহঙ্কারধরাঃ ইব। হম্বাদকারা গোজাতীয় শব্দধরাঃ যত্র ভূমাবাসতে। গর্ব্বধর পক্ষে হকার বিশ্লেষাদ্ বম্বাদকরাঃ। পুনঃ কীদৃশা? বিরক্তা ইব বৈরাগ্যযুক্তা ইব। গলকম্বলা গলকম্বলযুক্তাঃ লম্বায়মান গলকম্বলং নাস্তেষাম্। বিরক্তপক্ষে গলে কম্বলযুক্তাঃ। মত্তানামিব স্তব্ধে স্থিরে সুশোণে রক্তবর্ণে চ নেত্রে যেষাং তে॥ ৭৯॥

যে স্থানে সন্ধ্যা উপস্থিত হয়, সেই স্থানেই যাহাদের গৃহ এতাদৃশ জীবন্মুক্তের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী ষণ্ড (ষাঁড়) সকল তথায় স্ফটিকাচলের ন্যায় বিরাজ করিতেছে; সুতরাং গণ্ডশৈল অর্থাৎ সামান্য স্থূল শিলাখণ্ডের কথা কি? অপিচ—তাহারা ক্ষীরোদ-সমুদ্রের ন্যায় যখন শোভা পাইতেছে, তখন আর তরঙ্গের কথা কি?॥ ৭৮॥

তথায় পুং-গোসকল গর্ব্বিতের ন্যায় 'হাম্ব' রবকারী; বৈরাগ্যযুক্ত লোকগণ যেমন গলায় কম্বল বাঁধিয়া ভ্রমণ করেন, সেইরূপ তাহারাও গল-কম্বলবিশিষ্ট এবং মত্তের ন্যায় স্থির ও রক্তবর্ণ নয়নযুক্ত॥ ৭৯॥

নন্দীশ্বরস্য প্রিয় দক্ষিণস্থ-
স্তৎ সৌদরঃ সোদরবচ্চকাস্তি।
যত্রালয়ঃ শ্রীবৃষভানু নাম্নো
নাম্নোদিতস্তস্য ধরাধিরাজঃ॥ ৮০ ॥

শ্রীনন্দরাজঃ স যথা তথা স
ব্রজস্য রাজা বৃষভানুতেজাঃ।
পুরীব তস্যৈব পুরী চ তস্য
পুত্রী চ পুত্রশ্চ তয়ো র্যশোলম্॥ ৮১ ॥

টীকা।—শ্রীকৃষ্ণ পিতুরালয়মুক্ত্বা শ্রীরাধিকা পিতুরালয়মাহ। নন্দীশ্বর-পর্ব্বতস্য প্রিয়শ্চাসৌ দক্ষিণদেশস্থশ্চ সৌদরঃ সদৃশো যো ধরাধিরাজঃ স সোদর-বৎ সহোদরবৎ চকাস্তি। যত্র পর্ব্বতে শ্রীবৃষভানুনাম্ন আলয়শ্চকাস্তি। তস্য বৃষভানোর্নাম্না উদিতঃ খ্যাতঃ স পর্ব্বতঃ॥ ৮০ ॥

টীকা।— যথা শ্রীনন্দরাজঃ ব্রজস্য রাজা তথা স বৃষভানু ব্রজস্য রাজা। বৃষভানো জ্যৈষ্ঠমাসীয় সূর্যস্যেব তেজো যস্য সঃ। তস্য বৃষভানোঃ পুরী চ তস্যৈব নন্দস্যৈব পুরীব। তয়োর্বৃষভানু নন্দয়োঃ পুত্রী শ্রীরাধিকা পুত্রঃ শ্রীকৃষ্ণঃ যশোলং যশসা পূর্ণা পূর্ণশ্চেতি॥ ৮১ ॥

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের পিতৃভবনের বিষয় বর্ণনা করিয়া শ্রীরাধিকার পিতৃভবনের বর্ণনা করিতেছেন। নন্দীশ্বর পর্ব্বতের ঠিক দক্ষিণদিকে তাহারই সদৃশ পর্ব্বত সহোদরের ন্যায় শোভা পাইতেছে, সেই পর্ব্বতেই শ্রীবৃষভানু নামক ভবন বিরাজমান। এই বৃষভানু নামানুসারে সেই পর্ব্বতও বৃষভানু নামে বিখ্যাত॥ ৮০ ॥

যেরূপ শ্রীনন্দরাজ ব্রজের রাজা সেইরূপ শ্রীবৃষভানুও ব্রজের রাজা। তিনি জ্যৈষ্ঠমাসের সূর্য্যের ন্যায় তেজঃশালী। তাঁহারও পুরী শ্রীনন্দরাজের পুরীরই সমতুল্য এবং তাঁহাদের উভয়েরই পুত্রীপুত্র অর্থাৎ শ্রীবৃষভানু-পুত্রী শ্রীরাধিকা ও শ্রীনন্দরাজ-পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ভুবনব্যাপী যশে পূর্ণ॥ ৮১ ॥

নন্দীশ্বরঃ শ্রীবৃষভানুশৈল
মধ্যে তু মদ্ধ্যেয়তম স্বরূপম্।
সঙ্কেত নামাস্পদ মেব শঙ্কে
প্রেমৈব তদ্দ্বন্দ্ববরস্যমূর্ত্তিঃ॥ ৮২ ॥

নন্দীশ্বরস্যেশ্বরকোণ কন্দে
পর্য্যন্ত ভূমৌ বিধু হৃদ্য নাম্না।
তস্যৈব চূড়ের্ব্বসুযাবটাখ্যা
পল্লীমণীনাং ঘটিতা ঘটাভিঃ॥ ৮৩ ॥

টীকা।—সঙ্কেতস্থলং নিরূপয়তি। মম ধ্যেয়তম স্বরূপং তৎসঙ্কেতনামাস্পদং দ্বন্দ্ববরস্য রাধাকৃষ্ণস্য মূর্ত্তঃ প্রেমৈবাহং শঙ্কে॥ ৮১ ॥

টীকা।—যাবটাখ্যং শ্রীরাধিকায়াঃ শ্বশুরগৃহং নিরূপয়তি। ঈশ্বঃকোনঃ ঈশানকোণস্তস্যাসৌ কন্দ মুখদশ্চ তস্মিন্ পর্য্যন্ত ভূমৌ পরিসরভূমৌ নন্দীশ্বরস্য ভূমাবিত্যর্থঃ। বিধুহৃদ্যনাম্না বিধুরত্র শ্রীকৃষ্ণস্তস্য হৃদ্য তন্নাম্না। যদ্বা। বিধুশ্চন্দ্রস্তদ্বদ হ্লাদজনকঃ। তস্যৈব বিধুহৃদ্য নাম্ন এব চূড়া ইব মণীনাং ঘটাভিঃ ঘটিতা যাবটাখ্যা পল্লী॥ ৮৩ ॥

শ্রীনন্দীশ্বর ও শ্রীবৃষভানু পর্ব্বতের মধ্যস্থলে আমার ধ্যেয়তম স্বরূপ 'সঙ্কেত' নামক স্থান। আমি এই সঙ্কেত স্থানকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তিমান প্রেমের ন্যায় আশঙ্কা করিতেছি॥ ৮২ ॥

শ্রীনন্দীশ্বর পর্ব্বতের সুখদ ঈশানকোণের মূল পর্য্যন্ত পরিসর ভূমিতে বিধুহৃদ্য অর্থাৎ বিধু—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয় অথবা চন্দ্রের ন্যায় আহ্লাদজনক এবম্বিধ নামের চূড়া স্বরূপা এবং বিবিধমণিমাণিক্যের ঘটা দ্বারা নির্ম্মিত যে পল্লী তাহার নাম 'যাবট'। এই যাবটই শ্রীরাধিকার শ্বশুরালয়॥ ৮৩ ॥

পুরী প্রণীতা বৃষভানুনাম্না
নির্ম্মায় যত্নোল্লসিতা সুতায়ৈ।
যন্মন্দিরস্তোপরিগা স্বকান্তং
সালোকতে তাং স নিজালয়োর্দ্ধাৎ ॥ ৮৪ ॥

যদা গুরূণাং গুরুণাদরেণ
দরেণ চ ব্যগ্রতমৌ পুরান্তঃ।
পরস্পরং তর্হি বিলোকমানৌ
মানৌচিত্যাৎ স্ব স্ব পুরোপরিস্থৌ ॥ ৮৫ ॥

টীকা।— বৃষভানু নাম্না যত্ন যাবটে উল্লসিতা পুরী নির্ম্মায় সুতায়ৈ রাধিকায়ৈ প্রণীতা দত্তা। যস্যাঃ পুর্য্যাঃ মন্দিরস্তোপরিগা সা রাধা স্বকান্তমালোকতে। স শ্রীকৃষ্ণঃ নিজালয়োর্দ্ধাৎ তাং শ্রীরাধা আলোকতে ॥৮৪॥

টীকা।—কদা লোকতে তত্রাহ। যদেতি। গুরূণাং পিতৃমাতৃশ্বশ্রাদীনাং গুরুণাদরেণ বহুনা আদরেণ দরেণ ভয়েন চ। দ ভয়ে। যদা পুরান্তঃপুর মধ্যে দর্শনার্থং পরস্পরং ব্যগ্রতমৌ তর্হি তদা স্ব স্ব পুরোপরিস্থৌ তৌ মানৌচিত্যাৎ পরিমাণৌচিত্যাৎ সমানোচ্চ দেশাৎ নিজনিজালয়োর্দ্ধাৎ বিলোকমানৌ ভবতঃ ॥৮৫॥

শ্রীবৃষভানুরাজ যাবটে এক মনোহর পুরী নির্ম্মাণ করিয়া স্বীয় কন্যা শ্রীরাধাকে প্রদান করেন। সেই মন্দিরের চূড়ায় উপরে আরোহণ করিয়া শ্রীরাধা নিজ কান্ত শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণও স্বীয় গৃহচূড়ার উপর আরোহণ করিয়া নিজ প্রিয়তমা শ্রীরাধাকে অবলোকন করেন ॥৮৪॥

শ্রীরাধাশ্যাম পরস্পর কখন অবলোকন করেন, এই শ্লোকে তাহাই বিবৃত হইতেছে। পিতামাতা শ্বশুরাদি গুরুজনের অতিশয় আদর ও ভয়ে যখন অন্তঃপুর মধ্যে পরস্পর দর্শনের নিমিত্ত অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া পড়েন তখন তাঁহারা উভয়েই নিজ নিজ গৃহোপরি উঠিয়া সমান উচ্চ দেশ হইতে পরস্পর পরস্পরকে বিলোকন করিতে থাকেন ॥৮৫॥

সঙ্কেত্য যত্র প্রিয়য়া বিলস্য
প্রোল্লস্য রম্যস্য বটস্য মূলে।
যাবৈস্তদঙ্ঘ্রী রচয়াঞ্চকার
নাম্নাপি তং যাববটং চকার ॥ ৮৬॥

শ্রীকৃষ্ণেন কৃপাভরেণ গুরুণা চৈতন্যরূপেণ য
ল্লীলারসধাম ধামজনতারীতিঃ প্রকাশং গতা।
তস্যা লেশবিশেষ বেশমননে শ্রীরীতিচিন্তামণৌ
সর্গোহয়ং প্রথমোঽভবন্মুদে নন্দীশ্বরোদ্দেশতঃ ॥ ৮৭ ॥

ইতি প্রথমঃ সর্গঃ।

টীকা।—যত্র যাবটে রম্যস্য বটস্য মূলে সঙ্কেত্যানীতয়া প্রিয়য়া শ্রীরাধয়া সহ বিলস্য প্রোল্লস্য চ শ্রীকৃষ্ণঃ তস্যা অঙ্ঘ্রী যাবৈঃ যাবকরসৈঃ রচয়াঞ্চকার তং বটং চকার ॥৮৬॥

টীকা।—শ্রীকৃষ্ণেন শ্রীনন্দাত্মজেন। যদ্বা শ্রীকৃষ্ণাখ্যেন গুরুণা। অথবা আচার্য্যং মাং বিজানীয়াদিত্যাদি রীত্যা সর্ব্ব তত্তীয়ান্তপদানি গুরুণেত্যস্য বিশেষণানি। পৃথক্ পদপক্ষে স্ফুটার্থঃ পক্ষে শ্রীকৃষ্ণেনেত্যস্য বিশেষণানি। চৈতন্যরূপেণেত্যস্য বা বিশেষণানি যদ্বা। চৈতন্যরূপো রূপ-গোস্বামী চ তেন একেন কর্ত্রা তয়োঃ লীলারসস্য ধাম আশ্রয়ং যদ্ধাম. স্থানং তত্র যা জনতা জন-সমূহাস্তেষাং যা রীতি মম হৃদয়ে প্রকাশং গতা। তস্যা রীতের্লেশ বিশেষস্য বেশে প্রবেশে মননং যত্র তথাভূতে রীতিচিন্তামণৌ নন্দীশ্বরস্যোদ্দেশতঃ তবস্য মহাদেবস্য সংসারবর্ত্তি জনস্য বা মুদে আনন্দায় প্রথমোঽয়ং সর্গোঽভবৎ ॥৮৭॥

বিদগ্ধবর শ্রীকৃষ্ণ যে রমণীয় বটতরুমূলে প্রিয়তমা শ্রীরাধাকে সঙ্কেত পূর্ব্বক অভিসার করাইয়া তাঁহার সহিত লীলাবিলাস করিয়া থাকেন এবং পরমোল্লাস ভরে তাঁহার চরণকমল যাবকরসে অর্থাৎ অলক্তকরসে সুরঞ্জিত করিয়াছিলেন, সেই বটতরুর নামানুসারেই সেস্থান 'যাবট' নামে অভিহিত ॥৮৬॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যস্বরূপ কৃপাময় গুরুদেব কিংবা নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, কৃপাময় গুরুদেব, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বা শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীরাধাশ্যামের লীলারসের আশ্রয় স্থান শ্রীবৃন্দাবন-ধাম-বাসী জনসমূহের যে রীতি প্রকাশিত করিয়াছেন, যদ্দ্বারা সেই রীতির লেশ-বিশেষে প্রবেশে বুদ্ধির উদয় হয়, সেই "শ্রীব্রজরীতি-চিন্তামণি" নামক গ্রন্থে নন্দীশ্বরের উদ্দেশে মহাদেবের বা সংসারবর্ত্তিজনের আনন্দ বিধান হেতু এই প্রথম সর্গ সমাপ্ত হইল ॥৮৭॥

ইতি প্রথম সর্গ। ১।

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।

এবম্বিধ শ্রীব্রজরাজিরাজো
নন্দীশ্বরোঽয়ং পরিতো বনানি ।
নানাবিধা যেষু লসন্তি বৃক্ষা-
বল্ল্যো নিকুঞ্জাশ্চ বিহঙ্গ-রঙ্গাঃ ॥ ১ ॥
যত্রোদ্গলদ্গুগ্গুলপিচ্ছিলেষু
বর্ত্মস্বটব্যাঃ প্রচরন্তি দেব্যঃ ।
পরস্পরং বদ্ধকরা নিজেশ-
যুগস্য লীলা সময়ানুসারাঃ ॥ ২ ॥

টীকা।—এবম্বিধ শ্রীব্রজরাজিষু রাজতে যোঽয়ং নন্দীশ্বরস্তস্য পরিতশ্চতুর্দিক্ষু বনানি সন্তি । যেষু বনেষু বিহঙ্গানাং পক্ষিণাং রঙ্গো যত্র তথাভূতা বৃক্ষা বল্ল্যো নিকুঞ্জাঃ লসন্তি ॥ ১ ॥

টীকা।—যত্র বনেষু অটব্যাং উদ্গলদ্ গুগ্গুলু পিচ্ছিলেষু মার্গেষু দেব্যো বনদেব্যঃ প্রচরন্তি গচ্ছন্তি । কীদৃশ্যঃ পিচ্ছলাৎ স্খলনশঙ্কয়া পরস্পর গৃহীতহস্তাঃ । কদা তত্রাহ । নিজেশযুগস্য শ্রীরাধাকৃষ্ণস্য লীলাসময়েঽনুসারো গমনং যাসাং তাঃ ॥ ২ ॥

এবম্বিধ শোভনীয় ব্রজরাজির মধ্যে যে নন্দীশ্বর বিরাজিত, তাহার চারিদিকেই বহু বন বিদ্যমান । সেই সকল বনে বিহঙ্গগণের কেলি-রঙ্গযুক্ত বিবিধ বৃক্ষবল্লী ও নিকুঞ্জ শোভা পাইতেছে ॥ ১ ॥

সেই সকল বনমধ্যে বৃক্ষ হইতে উদ্গলিত গুগ্গুলের দ্বারা বনপথ এমনই পিচ্ছিল যে, বনদেবীগণ যখন নিজ প্রভু শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা সময়ে সেই পথে গমন করেন তখন পদস্খলনের আশঙ্কায় পরস্পর করধারণ করিয়া গমন করিতে থাকেন ॥ ২ ॥

যত্রাটবী-মেষ মুখাদুদীর্ণ
সংজীর্ণককোলফলৈঃ সুগন্ধি।
দিশাং মুখং তন্মহিষৌঘ-শৃঙ্গ-
ক্ষুন্নত্বগাঢ্যৈঃ শরলাদিভিশ্চ ॥ ৩ ॥

যত্রাটবী-হস্তি ঘটা-বিভগ্ন
সচ্ছল্লকী-পল্লবিকা বিভান্তি।
বনীয় ধেনুগণ-জগ্ধ-গন্ধ-
তৃণৈঃ সুগন্ধীনি দিশাং মুখানি ॥ ৪ ॥

কুত্রাপি কীশৈঃ কবলীকৃতানাং
দ্রাক্ষাফলানাং বহুগুচ্ছগুচ্ছৈঃ।
সচ্ছাদিতানি চ্ছবি মারভন্তে
ভুবস্তলান্যাম্রফলাদিভিশ্চ ॥ ৫ ॥

টীকা —যত্র যেষু বনেষু অটবীমেষস্য বনস্থমেষস্য মুখ হুদীর্ণানি কথা জীর্ণানি যানি কক্কোলফলানি তৈঃ শরলাদিভিশ্চ বৃক্ষৈ র্যত্র দিশাং মুখং সুগন্ধি কীদৃশৈঃ তন্মহিষৌঘানাং বনস্থমহিষসমূহানাং শৃঙ্গৈঃ ক্ষুন্ন ত্বক্ যেষাং তদাঢ্যৈরিতি ৩।

টীকা — যত্র বনহস্তি-ভগ্ন-সচ্ছল্লক্যাঃ চন্দ্রিকাবৃক্ষবিশেষস্য পল্লবিকাঃ নবীনপত্রাঃ বিভান্তি। বন-ধেনুভক্ত গন্ধতৃণৈ দিশাং মুখানি সুগন্ধীনি ॥৪॥

টীকা।—কুত্রাপিস্থলে ভুবস্তলানি ছবিং শোভা মারভন্তে কীদৃশানি? কীশৈর্বানরৈর্ভক্ষিতানাং দ্রাক্ষাফলানাং বহুগুচ্ছানাং গুচ্ছৈস্তথা আম্রফলাদিভিশ্চ সংছাদিতানি ॥৫॥

সেই বনমধ্যে বন্যমেষের মুখ হইতে উদগীর্ণ সুজীর্ণ কক্কোল নামক সুগন্ধ ফলের সৌরভে এবং বন্য-মহিষ সমূহের শৃঙ্গের দ্বারা ক্ষুন্নত্বক্ শরলাদি সুগন্ধি বৃক্ষের সৌরভে দিগ্বিদিক্ প্রমোদিত ॥৩॥

তথায় বনহস্তীসমূহ দ্বারা ভগ্ন দিব্য শল্লকী বৃক্ষের নব পল্লব সকল শোভা পাইতেছে এবং বন্য ধেনুগণভুক্ত গন্ধতৃণের গন্ধে চারিদিকই সুগন্ধযুক্ত ॥৪॥

কোনস্থানে বানরগণের কবলীকৃত দ্রাক্ষা ফলের বহুতর গুচ্ছ ও আম্রফলাদি দ্বারা ভূমিতল সমাচ্ছাদিত হওয়ায় এক অপূর্ব্ব শোভার বিকাশ হইয়াছে ॥৫॥

সৎকর্ণভূষা মরিচাদিগুচ্ছাঃ
পুলিন্দকান্তাঃ প্রচরন্তি যত্র।
তাম্বূলপূরৈঃ করভগ্ন-সত্ত্বঃ
কর্পূর-রম্ভা-রসবাসিতাস্যাঃ ॥ ৬ ॥
রসালমালা পনশাবলীভি-
রাম্রাতকৈঃ শ্রীফলজম্বুভিশ্চ।
পলাশপূগাসন-নারিকেলৈ-
র্মধুক-পুন্নাগযুগৈঃ শিরীশৈঃ ॥ ৭ ॥
প্রিয়ালবিল্বার্জ্জুন-কর্ণ্বিকারৈঃ
কপিত্থ লোধ্র প্রিয়কাখ্য যুগ্মৈঃ।
লবল্যশোকৈ র্লকুচৈঃ করীরৈ-
র্যূথীযুগৈশ্চম্পকযুগ্মকৈশ্চ ॥ ৮ ॥
তমালমালানবমালিকাভি-
র্লবঙ্গজাতিদ্বয় রায়বিল্বৈঃ।
কোষাতকী পর্কটিকা বটাদ্যৈ-
রশ্বত্থ-শালৈঃ খদিরৈঃ শমীভিঃ ॥ ৯ ॥

টীকা।— যত্র পুলিন্দ-কান্তাঃ প্রচরন্তি। কীদৃশাঃ? শোভনকর্ণভূষা মরীচাদীনাং গুচ্ছা যাসাং তাঃ। তাম্বূলস্য পূরৈঃ পুরৈরতিশয়ৈ স্তথা করভগ্নেন সত্ত্ব সুৎক্ষণাৎ কর্পূরো যত্র তথাভূতৈঃ রম্ভারসৈশ্চ বাসিতানি আস্যানি যাসাং তাঃ ॥ ৬ ॥

টীকা।—নানাবিধ উল্লসিত পুষ্পফলাদিসমূহৈ বিচিত্রা নানাবিধা যে তমালাদিবৃক্ষাঃ তৈ স্তথাবিধ লতাসমূহৈঃ শারীশুকাদ্যৈঃ পক্ষিভি র্নানাবিধ পশুভিশ্চ

তথায় যে সকল পুলিন্দ-রমণী বিচরণ করিতেছে, তাহাদের কর্ণভূষণ মরিচাদির গুচ্ছ এবং তাহাদের বদন, তাম্বুল, সত্ত্ব কর-ভগ্ন কর্পূর ও রম্ভারসে অতিশয় সুবাসিত ॥ ৬ ॥

নানোল্লসৎ পুষ্পফলৌঘ চিত্রৈ
র্বৃক্ষৈঃ সমন্তাদ্ বহুশো বনানি।
নানাবিধৈশ্চারুলতা সমূহৈঃ
শারী-শুকাদ্যৈঃ পশুভিশ্চ ভান্তি ॥ ১০ ॥

॥ চতুর্ভিঃ কুলকন্ ॥

সিতাসিতৈর্লোহিত-পীতমিশ্রৈঃ
কহ্লারপদ্মোৎপলপুষ্পজাতৈঃ।
তড়াগ-বাপী সরসী-নদীভি
র্ভান্তি হংসাদিগণৈশ্চ যানি ॥ ১১ ॥

বনানি ভান্তীতি চতুর্থ শ্লোকেনান্বয়ঃ। পুন্নাগাদীনাং যুগত্বঞ্চ জাতি বর্ণাদি ভেদাদিতি ॥৭।৮।৯।১০॥

টীকা —সিতেতি। সিতাসিতাদিভিঃ শুক্লকৃষ্ণাদিবর্ণৈঃ কহ্লার-পদ্মাদিভি হংসাদিপক্ষিগণৈশ্চ বিশিষ্টৈস্তড়াগাদিভির্যানি বনানি ভ্রাজন্তি ॥১১॥

তথায় আম্র পনস (কাঁটাল) আম্রাতক (আমড়া) বিল্ব, জম্বু, পলাশ, পূগ (শুপারি) অসন (পিয়াশাল), নারিকেল, মধুক, পুন্নাগদ্বয়, শিরীষ, পিয়াল, শ্রীফল, অর্জ্জুন, কর্ম্মরঙ্গ (কামরাঙ্গা) কপিথ, লোধ, প্রিয়কদ্বয়, লবলী (লোড়) অশোক, লকুচ (মাদার) করীর (বংশাঙ্কুর) যূথীদ্বয়, চম্পকদ্বয়, তমাল, নব মালিকা, লবঙ্গলতা, জাতিদ্বয়, রায়বিল্ব, কোষাতকী (ঘোষালতা) পাকুড়, বট, অশ্বত্থ, শাল, খদির, শমী, প্রভৃতি উল্লসিত-পুষ্প ফলাদি সমূহে বিচিত্র বিবিধ বৃক্ষরাজি এবং নানাবিধ মনোহর লতাসমূহ দ্বারা চারিদিকেই বহুবন সুশোভিত ঐ সকল বনে শারীশুকাদি নানাজাতীয় পক্ষী ও মৃগাদি নানাবিধ পশু বিদ্যমান রহিয়াছে ॥৭।৮।৯।১০॥

সেই সকল বনমধ্যে যে তড়াগ, বাপী, সরসী ও নদী প্রভৃতি জলাশয় আছে তাহাতে শ্বেত, কৃষ্ণ, রক্ত, পীত ও মিশ্রবর্ণের কহ্লার, পদ্ম ও উৎপলাদি বিবিধ পুষ্পরাজি শোভা পাইতেছে এবং হংসাদি বিবিধ জলচর পক্ষী সেই সকল জলাশয়ে বিচরণ করিতেছে ॥ ১১ ॥

কর্পূরধূলীরচিতেব ভূমী
ক্বচিৎ ক্বচিৎ কুঙ্কুমভাবিতেব।
কস্তূরিকাচূর্ণ কৃতেব ক্বাচিৎ
ভূমীব ভূমী ক্বচিদর্চ্চ্যগন্ধা ॥ ১২ ॥

ক্বচিত্তু ভূমী বিবিধৈব রত্নৈ-
র্নানাবিধৈ র্মারকতী চ কাপি।
কুত্রাপি সা মারকতীব ঘাসৈ-
র্গবাদিভি র্ভুক্তমৈশ্চ নুত্নৈঃ ॥ ১৩ ॥

টীকা।—কচিৎ ক্বাপি স্থলে ভূমীকর্পূরধূলিরচিতা ইবার্চ্যগন্ধা পূজাগন্ধা। এবং ক্বচিৎ কুঙ্কুমরচিতা ইব কস্তূরিকা চূর্ণকৃতা ইব ভূমীব প্রাকৃত ভূমীব॥১২॥

টীকা।—কচিন্নানাবিধৈঃ রত্নৈঃ ভূমী বিবিধা নানাবিধা। সাভূমী র্ঘাসৈর্মারকতীব মরকতমণিময়ীব কুত্রাপি গবাদিভির্ভু ক্তমৈর্ঘাসৈনূ ত্নৈশ্চ র্ঘাসৈর্মারকতীব ॥১৩॥

সেই শ্রীবৃন্দাবনের ভূমি কোথায় কর্পূরধূলি-রচিতের ন্যায়, কোথায় কুঙ্কুম ভাবিতের ন্যায়, কোথায় বা কস্তূরিকা-চূর্ণ-নির্ম্মিতের ন্যায় কোথায় বা পূজা-গন্ধবিশিষ্টা এবং কোথায় বা প্রাকৃত ভূমির ন্যায় প্রতীত হয়। কিন্তু বস্তুতঃ তথাকার ভূমি সর্ব্বত্র অপ্রাকৃত ॥১২॥

কোথায় নানাবিধ রত্ন দ্বারা ভূমি সকল নানা প্রকারের প্রতীত হয়, কোন ভূমি কেবল মরকত-মণিময়ী দৃষ্ট হয়; আবার কোথায় কোন ভূমি গবাদি ভুক্তত্তম নূতন ঘাস দ্বারাও মারকতময়ী বোধ হয় ॥১৩॥

জাম্বুনদী রাজতি কাপি ভূমী
সদিন্দ্রনীলপ্রকৃতিশ্চ কাপি।
যত্র স্থিতে রাধিকয়াপি কৃষ্ণে
বিপক্ষ ঈক্ষেত জনো জনৈকম্ ॥১৪॥
স্থলী ক্বচিন্মারকতী চ যত্র
সুবর্ণগুল্মদ্রুম বিরুদাঢ্যাঃ।
সুবর্ণভূমী ক্বচিদেব যত্র
বৃক্ষাদিকা মারকতা লসন্তি ॥১৫॥

টীকা।— কাপি ভূমী জাম্বুনদী স্বর্ণময়ী কাপি ইন্দ্রনীলময়ী। যত্র কাঞ্চনময্যাং ইন্দ্রনীলময্যাং ভূমৌ রাধিকয়া সহ কৃষ্ণে স্থিতে সতি বিপক্ষো জনঃ একং জনং কাঞ্চনভূমৌ শ্রীকৃষ্ণং ইন্দীবরভূমৌ শ্রীরাধাং ঈক্ষেত। উভয়ভূমৌ উভয়ো বর্ণ সাম্যাদুভয়োরদর্শনং ব্যঙ্গম্ ॥১৪॥

টীকা।— কাপি ভূমী মারকতী গুল্মাদয়ঃ স্বর্ণময্যঃ। কাপি ভূমী স্বর্ণময়ী বৃক্ষাদয়ো মারকতাঃ। অত্রাগ্রে চ শ্রীকৃষ্ণস্য তৎপরিকরাণাং চ দর্শনাদিজস্য চমৎকারসুখবিশেষাণাং পরমাবধিদানার্থমনাদিসিদ্ধঃশোভয়াঃ পরমকাষ্ঠাময্যাভূতা রচনেয়ং জ্ঞেয়া ॥ ১৫ ॥

কোন ভূমি স্বর্ণময়ী আবার কোন ভূমি দিব্য ইন্দ্রনীলময়ী। সেই কাঞ্চনময়ী ও ইন্দ্রনীলময়ী ভূমিতে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিলে উভয় ভূমিতে উভয়ের বর্ণসাম্য হেতু বিপক্ষ জন পরস্পরকে একাকী দর্শন করিয়া থাকে অর্থাৎ কাঞ্চন ভূমিতে শ্রীকৃষ্ণকে এবং ইন্দীবর ভূমিতে শ্রীরাধাকেই দর্শন করেন মাত্র; কিন্তু কাঞ্চন-ভূমিতে শ্রীরাধার কাঞ্চন-কান্তি এবং ইন্দীবর-ভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি একত্র মিশিয়া যাওয়ায় বিপক্ষজন উভয়ের অবস্থান বুঝিতে পারে না, ইহাই রহস্য ॥ ১৪ ॥

কোথায় ভূমি মরকতময়ী ও তদুপরিস্থ গুল্ম তরুলতাদি স্বর্ণময়ী, কোথায় বা ভূমি স্বর্ণময়ী বৃক্ষাদি মরকতময়রূপে শোভা পাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ ও

কুত্রাপি সা পঙ্কজরাগভূমী
বীরুদ্রুমাঢ্যা স্ফটিকপ্রভূতাঃ।
কুত্রাপি ভান্তি স্ফটিকাখ্যভূমী
বল্ল্যাদিকাঃ পঙ্কজ-রাগজাতাঃ॥ ১৬॥

ক্বচিদ্দ্রুমা মারকতা লসন্তি
সুবর্ণবল্লীবর-বেল্লিতা যে।
ক্বচিৎ সুবর্ণদ্রুমসঙ্কুলা যান্
বেবেষ্টি সা মারকতী চ বল্লী॥ ১৭॥

কুত্রাপি বৃক্ষাঃ স্ফটিকপ্রভূতা
সঃ বেল্লিতাঃ পঙ্কজরাগ-বল্ল্যা।
কচিদ্দ্রুমা পঙ্কজরাগজাতা
আলিঙ্গিতা যে স্ফটিকাখ্যবল্ল্যা॥ ১৮॥

টীকা।—পঙ্কজরাগ পদ্মরাগমণিঃ॥ ১৬॥

টীকা।—সুবর্ণবল্লীবরেণ বেল্লিতা॥ ১৭॥ ১৮॥

তৎপরিকরগণের দর্শনাদি-জনিত চমৎকার সুখবিশেষের পরাবধি দানের নিমিত্তই এই অনাদি-সিদ্ধ শোভার পরাকাষ্ঠা রূপে অদ্ভুত রচনা জানিবে॥১৫॥

কোথায় সেই ভূমি পদ্মরাগময়ী তরুলতাদি স্ফটিক-প্রভব এবং কোথায় বা ভূমি স্ফটিক-প্রভবা, তরুলতাদি পদ্মরাগমণি-জাত রূপে শোভা পাইতেছে॥১৬॥

কোথায় মরকতমণিময় বৃক্ষ সুবর্ণলতা বেষ্টিত হইয়া এবং কোথায় বা সুবর্ণময় বৃক্ষ মরকতমণিময়ী লতা দ্বারা সুবেষ্টিত হইয়া শোভা পাইতেছে॥১৭॥

কোথায় স্ফটিক-প্রভব বৃক্ষ সকল পদ্মরাগ-লতা দ্বারা সংবেষ্টিতা কোথায় বা পদ্মরাগ জাত বৃক্ষ সমূহ স্ফটিকলতা দ্বারা আলিঙ্গিত॥ ১৮॥

যো রত্নবৃক্ষঃ পুরুরত্নশাখো
নানামণী পল্লবকাশ্চ শাখাঃ।
তে পল্লবা ভূরি মণিপ্রসূনাঃ
প্রসূনসঙ্ঘা বহুভেদ-গন্ধাঃ ॥ ১৯ ॥
বিহাররত্নাচলতঃ পতদ্ভি-
র্মণি দ্রবৈস্তুল্য ঝারৈঃ প্রপূর্ণম্।
ভূ-ভূরুহাং রত্ন পৃথক্ সুরত্নৈ-
র্ভাতং মণী পক্ষিভিরালবালম্ ॥ ২০ ॥

টীকা।— পুরুরত্নানাং নানারত্নানাং শাখা যস্য স নানামণীনাং পল্লবা যেষাং তথাভূতাঃ শাখাঃ। তে পল্লবাশ্চ ভূরি মণীনাং প্রসূণা পুষ্প যেষাং তথাভূতাঃ। প্রসূণসংঘা নানাবিধ গন্ধযুক্তাঃ ॥ ১৯ ॥

টীকা।—তত্র বৃক্ষ চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তি বৃক্ষাদি সেচনার্থ চতুষ্কোণাষ্টকোণাদি নিম্নস্থানমালবালঃ বর্ণ্যতি। বিহাররত্ন পর্ব্বতাৎ মণিদ্রবৈস্তুল্যঝরৈঃ তুল্যৈঃ সমানবর্ণৈর্নিঝরৈঃ ঝর্ণেতি প্রসিদ্ধে প্রকর্ষেণ পূর্ণমালবালং কীদৃশং? ভূভূরুহাং বৃক্ষাণাং রত্নাত্‌ঃ পৃথক্‌সু রত্নৈরালবালং ভাতং তথা মণীনাং পক্ষিভীশ্চ ভাতম। তথাচ যত্র যাদৃশরত্নময়াঃ বৃক্ষাঃ তস্মাৎ রত্নাৎ পৃথক্ রত্নময়ম্ আলবালম্ আলবালাৎ পৃথক মণিময়াঃ পক্ষিণস্তৈশ্চ ভাতমিত্যন্বয়ঃ। ২০ ॥

কোথায় নানা রত্নশাখাবিশিষ্ট রত্নতরু তাহার শাখা-সমূহ বিবিধ মণিময় পল্লব-শোভিত, এবং সেই পল্লবসকলও বহুতর মণিময় পুষ্পকলাপে অলঙ্কৃত, আবার সেই পুষ্পকলাপও নানাবিধ সুগন্ধযুক্ত॥ ১৯ ॥

তথায় বৃক্ষের চারিদিকে বৃক্ষাদি সেচনার্থ যে চতুষ্কোণ অষ্টকোণাদি নিম্নস্থান আলবাল অর্থাৎ স্বল্প জলাধার আছে, সেই সকল আলবাল রত্নময় ভূমি ও বৃক্ষাদি হইতে পৃথক রত্নে নির্ম্মিত অর্থাৎ তথাকার ভূমি যেরূপ রত্নময়, এবং তদুপরিস্থ বৃক্ষাদি যেরূপ রত্নময় আলবাল সেইরূপ রত্নময় নহে, অন্যরূপ রত্নময় রূপে প্রতিভাত। আবার সেই আলবাল স্থিত পক্ষিগণও আলবাল হইতে পৃথক মণিময় রূপে প্রতিভাত। আবার সেই আলবাল বিহার-রত্ন-পর্ব্বত হইতে মণি দ্রব্যের ন্যায় সমান-বর্ণ নির্ঝর দ্বারা সর্ব্বদা পরিপূর্ণ॥ ২০ ।

স্বয়ম্ভুবো ধূর্জটয়শ্চ সর্ব্বে
প্রাদুর্ভবে সুষ্ঠু জটা ঘটায়াম্।
সুচ্ছায়কাঃ সূর্য্যসমাশ্চ বৃক্ষা
আবাল্যশোভাঃ সনকাদিবচ্চ ॥২১॥
বীজং বিনা রোপমৃতে চ জাতা
অপালিতা স্নিগ্ধ-বিবর্দ্ধিতাশ্চ।
পক্বৈরপক্বৈরপি পচ্যমানৈঃ
ফলৈশ্চ পুষ্পৈশ্চ দলৈঃ সদাঢ্যাঃ ॥২২॥

টীকা।—সর্ব্বে বৃক্ষাঃ মহাদেবতুল্যাঃ তুল্য ধর্ম্মমাহ। প্রাদুর্ভবে স্বয়ম্ভুবঃ স্বয়মুৎপন্নাঃ। সুষ্ঠু জটাঘটায়াং মহাদেবস্ব লগ্ন কেশ জাত জটাসমূহযুক্তঃ বৃক্ষাণাং মূলদেশস্থ শাখা পত্রাণাং ধুরঃ ভারবহনাদিয়ত্তদ্‌যুক্তা জটা মূলদেশা যেষাং তে। মূলে লগ্নে জটা ইত্যমরঃ। ধূর্জটয়ঃ। পুনঃ কীদৃশাঃ? সূর্য্যসমাঃ সূর্য্যসমতেজাঃ। অথচ সুচ্ছায়কা সূর্য্যাদিতাপনিবারকছায়াযুক্তাঃ। সনকাদিবৎ বাল্য মারভ্য শোভা বৃক্ষাঃ সদৈকাকারা ইত্যর্থঃ॥২১॥

টীকা।—বীজং বিনা রোপং বিনা চ সর্ব্বে বৃক্ষা জাতা। অপালিতা পালনঃ বিনা স্নিগ্ধা বর্দ্ধিতাশ্চ। পক্কাপক্ক পচ্যমানফলৈঃ পুষ্পৈর্দ লৈশ্চ সদাঢ্যাঃ॥২২॥

সেই সকল বৃক্ষ উৎপত্তি বিষয়ে স্বয়ম্ভু অর্থাৎ স্বয়ং উৎপন্ন এবং সুষ্ঠু জটা ঘটাতেও ধূর্জটি অর্থাৎ মহাদেব তুল্য। মহাদেব যেমন লগ্ন-কেশ জাত বিশাল জটাভারযুক্ত, সেইরূপ সেই বৃক্ষ সমূহের মূলদেশও বহু শাখা পত্রাদি ভার-বিশিষ্ট। (জটা শব্দের অর্থ—মূল, লগ্ন, কেশ।) আবার সেই বৃক্ষসমূহ সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন হইয়াও সূর্য্যাদির তাপ-নিবারক ছায়াযুক্ত এবং সনকাদি ঋষির ন্যায় বাল্য হইতেই একই আকারবিশিষ্ট ও অপূর্ব্ব শোভাশালী॥২১॥

বীজ ও রোপণ ব্যতিরেকে সেই সকল বৃক্ষ সমুৎপন্ন। কেহই তাহাদিগকে পালন করেন নাই তথাপি তাহারা স্নিগ্ধ ও বিবর্দ্ধিত এবং পক্ক, অপক্ক ও পক্কোন্মুখ ফল, পুষ্প, পত্রাদির দ্বারা সর্ব্বদাই বিভূষিত॥২২॥

চিদাত্মকা স্তাদৃশশক্তিমন্তঃ
সর্ব্বেঽবতারা ইব তস্য রম্যাঃ ।
লোকেষু লোকৈরবলোকনীয়া
লোকা ইবৈতে ব্রজভূমিবৃক্ষাঃ ॥ ২৩ ॥
স্বাধীনকান্তা ইব যাঃ প্রিয়েণ
সদোপগূঢ়া স্তরুণাতুলেন ।
বিচিত্রপত্রাঙ্কুর শোভিতা স্তা
লতা বিলাসিন্য ইব স্ফুরন্তি ॥ ২৪ ॥

টীকা—তস্য ভগবতোঽবতারা ইব যদ্যপি সর্ব্বে ব্রজভূমি-বৃক্ষা-শ্চিদাত্মকাঃ তাদৃশ-শক্তিমন্তঃ অবতারবৎ শক্তিমন্তো রম্যাশ্চ তদপি লোকেষু প্রাকৃতেষু প্রাকৃত লোকৈঃ প্রাকৃতলোকা ইব অবলোকনীয়া দৃশ্যাঃ যথা অবতারা স্তথৈব বৃক্ষাঃ ॥ ২৩ ॥

টীকা—স্বাধীনাঃ কান্তা যাসাং তা স্তথাভূতা যা বিলাসিন্য স্তা ইব তা লতা স্ফুরন্তি । অনুরূপ বিশেষণাহ । তরুণাতুলেন প্রিয়েণ সদোপগূঢ়াঃ । বিচিত্রপত্রাঙ্কুর-শোভিতাঃ । লতাপক্ষে । তরুণা বৃক্ষেণ স্ত্রীপক্ষে যুনা । উভয়পক্ষেঽতুলেন প্রিয়েণ চ আলিঙ্গিতাঃ । লতাপক্ষে । পত্রাঙ্কুরং প্রসিদ্ধং । স্ত্রীপক্ষে । গণ্ডাদৌ চিত্র এব পত্রাঙ্কুরং শব্দঃ প্রসিদ্ধঃ ॥ ২৪ ॥

যদিও ব্রজভূমিস্থ সকল বৃক্ষই ভগবানের অবতারের ন্যায় চিদাত্মক অর্থাৎ চিন্ময়, তাদৃশ শক্তিমান্ অর্থাৎ অবতারবৎ শক্তিশালী ও রমণীয়, তথাপি ইহলোকে প্রাকৃত ব্যক্তিগণ অবতারের ন্যায় সেই সকল বৃক্ষকেও প্রাকৃতবৎ দর্শন করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

কান্ত যাহাদের একান্ত অধীন, তাহাদিগকে স্বাধীনকান্তা নায়িকা কহে । সেই স্বাধীনকান্তা নায়িকাগণ যেরূপ অতুলিত তরুণ প্রিয়তমের দ্বারা সর্ব্বদা আলিঙ্গিত, সেইরূপ লতিকানিচয় বিলাসিনীর ন্যায় বিচিত্র পত্রাঙ্কুরে সুশোভিতা হইয়া অতুলিত প্রিয়তম নবীন তরু দ্বারা সর্ব্বদা আলিঙ্গিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ২৪ ॥

সদা সমুদ্যৎ কলিকাঃ সদৈব
যাঃ পুষ্পবত্যোঽপি সদা ফলিন্যঃ।
সর্ব্বাঃ সুপর্ব্বাণ উতাচ্যুতৈক
কামপ্রদা যত্র লসন্তিবল্লাঃ ॥ ২৫ ॥

এবং বিচিত্রৈস্তরুভিল তাভি
রামূল মুৎফুল্ল সদা সুপুষ্পৈঃ।
কুঞ্জানি সর্ব্বত্র লসন্তি যত্র
বিশ্রাম্যতি ক্রীড়তি চ ব্রজেন্দুঃ ॥ ২৬ ॥

তা যত্র কুঞ্জে পিকভৃঙ্গগীতে
দীপায়িতা ওষধয়োজ্জ্বলন্তি।
লাঙ্গুলৈশ্চমর্যাঃ পরিমার্জ্জয়ন্তি
কস্তূরিমৃগাশ্চ সুগন্ধয়ন্তি ॥ ২৭ ॥

টীকা।—যত্র বল্ল্যো লসন্তি যাঃ সর্ব্বা বল্লাঃ সদা পুষ্পবত্যোঽপি সদা সমুদ্যৎ কলিকা কোরকঃ পৃমানিত্যমরঃ; সদা ফলিন্যঃ সদা সুপর্ব্বাণঃ শোভন পর্ব্বাণি গ্রন্থয় স্তদ্যুক্তাশ্চ অচ্যুতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য এক কামপ্রদাঃ। যদ্বা। অচ্যুতা চ্যুতিরহিতৈক কামদা বা ॥ ২৫ ॥

টীকা।—যত্র যেষু কুঞ্জেষু ব্রজেন্দুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ॥ ২৬ ॥

টীকা।—যত্র কুঞ্জে দীপমিবাচরিতা স্তা ওষধয়ো জ্বলন্তি। চমর্য্যঃ যত্র লাঙ্গুলৈঃ পুচ্ছৈঃ পরিমার্জ্জয়ন্তি ॥২৭ ॥

তথায় যে সকল লতিকা শোভা পাইতেছে, সেই সকল লতিকা পুষ্পিতা হইয়াও সর্ব্বদা ফলশালিনী ও সদাই উদ্গত-কলিকা। সকল লতাই সুন্দর সুন্দর পর্ব্ব অর্থাৎ গ্রন্থিবিশিষ্টা এবং অচ্যুত অর্থাৎ অক্ষুণ্ণ কামপ্রদা। অথবা 'অচ্যুত' শব্দ শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায়; সুতরাং সেই সকল লতা প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র প্রীতি-প্রদায়িনী ॥ ২৫ ॥

তথাকার সকল কুঞ্জই এইরূপ সুন্দর কুসুমকলাপ দ্বারা আমূল-উৎফুল্ল বিচিত্র তরুলতাসমূহ দ্বারা সর্বদা সুশোভিত। সেই সকল কুঞ্জে ব্রজেন্দ্রকুল-চন্দ্রমা শ্রীকৃষ্ণ নিত্য ক্রীড়া ও বিশ্রাম সুখ উপভোগ করেন ॥ ২৬ ॥

চত্বার এবং তরবশ্চতুর্ষু
কোণেষু যেষামুভয়ত্র পার্শ্বে।
দ্বে দ্বে লতেয়াঃ কুসুমাদিভিস্তা-
নাক্রম্য রত্নালতয়াং প্রয়াতাঃ॥ ২৮॥

স্তম্ভা দ্রুমা স্তে বড়ভীচ তেষাং
স্কন্ধাখ্য শাখা বিটপৈশ্ছদানি।
ভিত্তিত্রয়োদ্বাশ্চ লতা বিভঙ্গ্যা
প্রালম্বচূড়া-কলসানি পুষ্পৈঃ॥ ২৯॥

টীকা।—যেষাং কুঞ্জানাং চতুর্ষু কোণেষু চত্বার স্তরবঃ। তেষাং বৃক্ষাণা মুভয়পার্শ্বে দ্বেদ্বে লতে। কুসুমফলদলাদিভিঃ সহ যা লতাঃ তান্ বৃক্ষাণাক্রম্য রত্নালয়তাং রত্নময়গৃহতাং প্রয়াতাঃ। বৃক্ষলতাদিভিরাচ্ছন্নস্থলস্যৈব কুঞ্জসংজ্ঞা। নিকুঞ্জ কুঞ্জৌ বা ক্লীবে লতাদি পিহিতোদরে ইত্যমরঃ॥ ২৮।

টীকা।—আলয়স্য সংস্থান-বিশেষাণ্যাহ। স্তম্ভা ইতি। শাখারোহ-স্থানাদধোবর্ত্তি স্থূলকাষ্ঠা এব স্তম্ভাঃ। তেষাং দ্রুমাণাং স্কন্ধাখ্যশাখা এব বড়ভী আচ্ছাদনস্য বলভী গৃহাণামিতি হলায়ুধঃ। যস্যাঃ উপরি আচ্ছাদ্যতে

সেই পিক-ভৃঙ্গ-গীত-মুখরিত কুঞ্জে ওষধিসমূহ দীপের ন্যায় প্রজ্বলিত রহিয়াছে, চমরীসমূহ স্ব স্ব পুচ্ছ দ্বারা অর্থাৎ চামর দ্বারা কুঞ্জ পরিমার্জিত করিতেছে এবং কস্তূরিকা মৃগীসমূহ তাহাদের মৃগমদ সৌরভে কুঞ্জ-ভবন সুগন্ধযুক্ত করিতেছে॥ ২৭॥

সেই কুঞ্জসমূহের চারিকোণে চারিটি তরু, আবার সেই তরুর উভয় পার্শ্বে দুই দুইটি লতিকা পুষ্প-ফলদলাদি মণ্ডিত হইয়া সেই তরুবরকে বেষ্টনপূর্ব্বক যেন এক একটি রত্নময় গৃহে পরিণত হইয়াছে। বৃক্ষলতাদি দ্বারা আচ্ছন্ন স্থলের নামই কুঞ্জ॥ ২৮॥

সেই সকল কুঞ্জগৃহের সংস্থান কিরূপ, তাহা এই শ্লোকে বিবৃত হইতেছে। বৃক্ষসমূহের স্থূলকাণ্ডগুলিই সেই কুঞ্জ-ভবনের স্তম্ভ, বৃক্ষ সকলের স্কন্ধনামক শাখাই সেই গৃহের বড়ভী অর্থাৎ কাঠাম—যাহার উপর আচ্ছাদন থাকে

এবম্বিধৈঃ সুন্দর সন্নিবেশৈঃ
কুঞ্জানি সর্ববত্র বনে ব্রজেঽপি।
বিমানকারীণি বিমানভাজাং
বৈকুণ্ঠগানামপি লোভিতানি ॥ ৩০ ॥
বনানি কুঞ্জানি লতাদ্রুমাশ্চ
যে পক্ষিণো যে পশবশ্চ বান্তে।
ক্ষণাম্মুকুন্দেক্ষণমাত্রতঃ স্যুঃ
সর্বে প্রফুল্লা স্তদৃতে ত্বফুল্লাঃ ॥ ৩১ ॥

সা বসন্তী। বিটপৈঃ পল্লবৈঃ ছদাংষি আচ্ছাদনানি। ভত্তিত্ত্বরঃ তেষাং গৃহাণাং ভিত্তয় স্তথা দ্বারশ্চ লতানাং বিশেষ ভঙ্গ্যা তথাচ ভিত্তিস্থলে ভিত্ত্যাকারতয়া লতানাং স্থিতিঃ। দ্বারস্থানে দ্বারাকারতয়া লতানাং স্থিতিঃ। পুষ্পৈঃ প্রালম্বচূড়া কলসানি তথাচ প্রালম্বচূড়া কলসাদিস্থানে পুষ্পানাং প্রলম্বাদ্যাকারেণ বিকাশঃ। প্রালম্ব ঋজুলম্বি মুক্তাদিমালাবৎ পুষ্পানাং স্থিতিঃ এবং চূড়াকলসাদিবৎ ॥ ২৯ ॥

টীকা। এবম্বিধৈ রুক্তপ্রকারৈঃ সন্নিবেশৈঃ স্তম্ভাদিভিঃ কুঞ্জানি ভান্তীতি শেষঃ। কীদৃশানি? বিমানেষু ভাঃ কান্তয়ঃ প্রকাশা যেষাং তেষাং দেবানাং। যদ্বা। বিমানানাং ভাং কান্তিম্ তেষাং বিগতমানকারীণি বৈকুণ্ঠগানাং লোভিতানীত্যত্রাপি কারেণান্যেষাং কৈমুত্য মানীতং ॥ ৩০ ॥

এবং বৃক্ষের বিটপ অর্থাৎ পল্লবসমূহই সেই গৃহের আচ্ছাদন। লতাসমূহের ভঙ্গীবিশেষই সেই গৃহের ভিত্তি ও দ্বার অর্থাৎ লতাসমূহই ভিত্তি ও দ্বারাকারে অবস্থিত এবং পুষ্পসমূহ প্রালম্ব অর্থাৎ ঋজু-লম্বি মুক্তামালাদির ন্যায় এবং চূড়-কলসাদির ন্যায় বিকশিত ॥ ২৯ ॥

এবম্বিধ লতা-বিতানের সুন্দর সন্নিবেশ ও স্তম্ভাদি দ্বারাই শ্রীবৃন্দাবনে সর্বত্র কেলিকুঞ্জসমূহ শোভা পাইতেছে। সেই নিকুঞ্জসমূহের শোভা স্বর্গের শোভা-বিস্তারকারী দেবতাগণের শোভাকেও হতমান করিয়া থাকে, অন্যের কথা কি? সেই নিকুঞ্জমাধুরী শ্রীবৈকুণ্ঠবাসিগণেরও লোভনীয় ॥ ৩০ ॥

ব্রজেষু নানাবিধ-সদ্বনেষু
নন্দীশ্বরস্যেশ্বরকোণ আরাৎ।
খেলাবনং যত্র রহস্য খেলা
খেলালসাভির্দিবিষদ্ভি রেষ্যা ॥ ৩২ ॥

যস্মাদসৌ শ্রীযমুনাব্রজেন্দো
র্দিদৃক্ষয়ানুব্রজমাব্রজন্তী।
নন্দীশ্বরান্তেষু গবেষয়ন্তী
বভ্রাম তত্রাসরলা ভবন্তী ॥ ৩৩ ॥

টীকা।—বনাদয় কৃষ্ণেক্ষণমাত্রতঃ ক্ষণাদুৎসবাৎ প্রফুল্লাঃ স্যুঃ তদৃতে ঈক্ষণং বিনা ত্বফুল্লা ম্লানাঃ স্যুঃ ॥ ৩১ ॥

টীকা।—নানাবিধ সদ্বনেষু মধ্যে নন্দীশ্বরস্যেশানকোণে খেলাবনং যত্র বনে খে আকাশে লালসাভিঃ সহ দিবিষদ্ভি দে´বৈ রেষ্যা বাঞ্জনীয়া শ্রীকৃষ্ণস্য রহস্য লীলা। ইষ ইচ্ছায়াং ॥ ৩২ ॥

টীকা।—যস্মাৎ খেলনাদসৌ শ্রীযমুনাকর্ত্রী ব্রজেন্দোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য দ্রষ্টু মিচ্ছয়া অনুব্রজং ব্রজং ব্রজং প্রতি আব্রজন্তী আগচ্ছন্তী নন্দীশ্বরস্যান্তেষু নিকটেষু মধ্যেষু বা তাং শ্রীকৃষ্ণং গবেষয়ন্তী অন্বেষয়ন্তী। অতএব অসরলা বক্রা ভবন্তী তত্র খেলাবনে বভ্রাম ॥ ৩৩ ॥

কিন্তু সেই শ্রীবৃন্দাবনের যাবতীয় বন, কুঞ্জ, লতা, তরু, পশু, পক্ষী, বা অন্য যে কিছু সকলই শ্রীকৃষ্ণের ক্ষণমাত্র দর্শনোৎসবেই প্রফুল্ল হইয়া থাকে এবং ক্ষণমাত্র অদর্শনেই ম্লান হইয়া পড়ে। ৩১ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে নানাপ্রকার দিব্য বনরাজির মধ্যে যে নন্দীশ্বর পর্ব্বত, তাহার ঈশানকোণভাগে খেলাবন অর্থাৎ ক্রীড়া-কানন অবস্থিত। সেই কাননে শ্রীকৃষ্ণের যে রহস্যলীলা তাহা বিমান-বিহারী দেবতাগণের ও বাঞ্জনীয়া ॥ ৩২ ॥

সেই অপূর্ব্ব লীলার নিমিত্তই সূর্য্যপুত্রী শ্রীযমুনা ব্রজকুলচন্দ্রমা শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাভিলাষে ব্রজে ব্রজে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে করিতে শ্রীনন্দীশ্বরের প্রান্তে বা মধ্যে তাঁহার অন্বেষণ করিতেছেন। এই কারনেই তিনি অসরলা

যত্রোদকাদি-গ্রহণচ্ছলাত্তৈ
গোপীজনা স্তেঽভিসরন্তি ভূয়ঃ।
গোপীপ্রিয়োঽপি প্রবদন্তি গোপী-
ঘট্টং ন ঘট্টং কুরুতে স কং বা॥ ৩৪॥

শ্রীকৃষ্ণকেলী-দ্যুতি বিদ্যুতানাং
ব্রহ্মাণ্ড-সম্মণ্ডন পণ্ডিতানাং।
ভাণ্ডারভাণ্ডং স বিভাতি যত্র
ভাণ্ডীর নামা দ্রুমশিক্রমৈত্যঃ॥ ৩৫॥

টীকা।—যত্র খেলাবনে উদকাদি-গ্রহণচ্ছলাত্তৈ স্তে গোপীজনা ভূয়ো বারংবার মভিসরন্তি। গোপীপ্রিয়ঃ শ্রীকৃষ্ণোঽপি যত্র ভূয়োঽভিসরতি অতঃ সর্ব্বেজনা তং খেলাবনং গোপীঘট্টং প্রবদন্তি। স গোপীঘট্টঃ কংবা জনং ঘট্টং দর্শনমাধুর্য্যেন চঞ্চলং ন কুরুতে অপিতু সর্ব্বমেবং ঘট্ট-চলনে॥ ৩৪॥

টীকা।—যত্র গোপীঘট্টে দ্রুমশিক্রমৈ রেডো। ভাণ্ডীর নামা স বটো। বিভাতি। কীদৃশ? ব্রহ্মাণ্ডস্য সম্যক্ মণ্ডনে পণ্ডিতানাং শ্রীকৃষ্ণকেলী দ্যুতি-বিদ্যুতানাং শ্রীকৃষ্ণকেলয় এব দ্যুতয়ঃ কান্তয় স্তৈ বিশিষ্ট দ্যুতিমতাং কেলি-স্থানরূপরত্নানাং ভাণ্ডার ভাণ্ডং। ৩৫॥

অর্থাৎ বক্রীভূতা হইয়া বা 'আঁকিয়া বাঁকিয়া' সেই ক্রীড়াকাননে ভ্রমণ করিতেছেন॥ ৩৩॥

সেই ক্রীড়া-কাননে সলিলাদি গ্রহণচ্ছলে গোপীগণ বারম্বার আগমন করিয়া থাকেন, এবং গোপীপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও তথায় বারংবার আগমন করিয়া থাকেন। এইজন্ত সকল লোকই সেই খেলাবন বা ক্রীড়াকাননকে গোপী-ঘট্ট বলিয়া থাকেন। সেই গোপী ঘট্ট, কোন্ ব্যক্তিকে না দর্শন মাধুর্য্যে চঞ্চল করিয়া থাকে? অর্থাৎ সেই গোপী ঘট্ট দর্শনের নিমিত্ত সকলেরই চিত্ত বিচলিত হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্য॥ ৩৪॥

সেই গোপী-ঘট্টে দ্রুম-কিশলয়-শোভি-ভাণ্ডীর নামক বটবৃক্ষ, ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডন-

যত্রাখিলানামপিবল্লবীনা
মারামধামানি মনোরমানি।
রমা-নিকামানি নিকুঞ্জপুঞ্জা
মুঞ্জাটবী মুখ্য বনানি ভান্তি ॥ ৩৬ ॥
স্ব স্বাভিলাষেণ গতশ্চ যত্রা-
লপন্তি নৃত্যন্তি মিলন্তি তেন।
কান্তেন কান্তঃ কৃতকেল্যনন্তা-
মনোরথো যান্তি মনোরথং যৎ ॥ ৩৭ ॥

টীকা।— নিকুঞ্জানাং পুঞ্জা সমূহো যত্র তথাভূত মুঞ্জাটবীমুখ্যো যেষু বনেষু তানি বনানি যত্র ভাণ্ডীরতটে ভান্তি। কীদৃশানি? অখিলানাং বল্লবী-নামপ্যারামধামানি। রমায়া শোভায়ানিকামানি যথেপ্সিতানি যত্র যথেপ্সিত শোভাযুক্তানি। নিকামস্ত যথেপ্সিত মিত্যমরঃ। শ্লেষেণ রমা লক্ষ্মী স্তস্যা নিকামানি বাঞ্ছা-বিষয়াণি ॥ ৩৬ ॥

টীকা।— যত্র বনেষু স্ব স্বাভিলাষেণ গতা কৃতকেল্যনন্তাঃ কান্তা স্তেন কান্তেন সহ লপন্তি নৃত্যন্তি মিলন্তি যদা মনোরথো মনোরথং যাতি। স্ব স্বাভিলাষেণ গতানাং যো মনোরথঃ স মনোরথান্তরং প্রাপ্নোতি। তেষাং বনানাং তত্রত্য কেল্যাদীনাং চ মাধুর্য্যাদি দর্শনেন তত্র গতানাং গমনকারণ মনোরথাদপ্যন্য নানাবিধ মনোরথা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

পটু শ্রীকৃষ্ণ-কেলি-কান্তিময় কেলিস্থানরূপ রত্নভাণ্ডারের ভাণ্ড স্বরূপে শোভা পাইতেছে ॥ ৩৫ ॥

সেই ভাণ্ডীরতটে নিকুঞ্জ পুঞ্জ-শোভি তৃণতরুপ্রধান বিবিধ বনরাজি শোভা পাইতেছে। সেই বনসমূহ যথেপ্সিত শোভাযুক্ত ও লক্ষ্মীদেবীরও বাঞ্ছিত এবং নিখিল ব্রজগোপিকার মনোরম আরাম ধাম ॥ ৩৬ ॥

অনন্তলীলাকারিণী ব্রজ-সুন্দরীগণ স্ব স্ব অভিলাষানুসারে তথায় গমন করিয়া প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইচ্ছানুরূপ কখন মধুরালাপ করেন, কখন নৃত্য করেন, কখন বা সংমিলিত হইয়া এক অপ্রাকৃত সম্ভোগানন্দ

বৃন্দাবনানাং বিলসদ্বনানাং
বৈকুণ্ঠ-কুণ্ঠিকর-বৈভবানাং।
বৃন্দাবনং নামবনং গুণ-শ্রী
বৃন্দাবনং তৎ কতমস্চকাস্তি ॥ ৩৮ ॥

যস্যাস্ত্যহো কজ্জলজাতজাতা
সমন্ততঃ সা পরিখেব কৃষ্ণা।
অমজ্জনান্মজ্জনতো বিশুদ্ধান্
করোতি যা কৃষ্ণ হৃদ স্তথাপি ॥ ৩৯ ॥

টীকা।—বৃন্দায়াঃ বনানাং মধ্যে তদ্বৃন্দাবনং নাম বনং গুণশ্রীসম্পৎ বৃন্দানাং সমূহানাং বনং রক্ষণং যত্র তৎ কতমৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টতয়া চকাস্তি ॥ ৩৮ ॥

টীকা।—যস্য বৃন্দাবনস্য সমন্ততশ্চতুর্দ্দিক্ষু অহো বিতর্কে কিং। কজ্জলস্য জাত সমূহস্তজ্জাতা পরিখা ইব কৃষ্ণ যমুনা অস্তি। মজ্জনতোঽপি নমজ্জনান্ অস্যা মাহাত্ম্য মজ্ঞাত্বাপি গ্লান্যাদি দূরীকরণায় স্নানার্থং নম্রীকৃতং শিরঃ কায়াদি যে স্তথাভূতানপি জনান্ যা যমুনা বিশুদ্ধান্ করোতি। তথা কৃষ্ণহৃদঃ কৃষ্ণহৃদয়ো যেষাং তথাভূতাশ্চ করোতি ॥ ৩৯ ॥

অনুভব করেন, সুতরাং তাঁহারা বনমাধুর্য্য ও লীলামাধুর্য্যাদি দর্শনের মনোরথে তথায় গমন করিলেও তাঁহাদের তদ্ব্যতীত আরও নানাবিধ মনোরথ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

যাহা শ্রীবৈকুণ্ঠের বৈভবকেও খর্ব্ব করিয়া থাকে, এবম্বিধ মহাবৈভবশালী শোভনীয় শ্রীবৃন্দাদেবীর বনসমূহের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন নামক বনই গুণ ও শোভা-সম্পৎসমূহের একমাত্র আধার স্বরূপে সর্ব্বোৎকৃষ্টতার সহিত শোভা পাইতেছেন ॥ ৩৮ ॥

অহো! সেই বৃন্দাবনের চারিদিকে কৃষ্ণ-সলিলা শ্রীযমুনা কজ্জলরাশি জাত পরিখার ন্যায় শোভা পাইতেছেন। এই শ্রীযমুনার মাহাত্ম্য অবগত না হইয়াও যাঁহারা কেবল দেহের গ্লানি দূরীকরণ অভিলাষে স্নানার্থ মস্তক ও অঙ্গাদি নমিত করেন, শ্রীযমুনা তাঁহাদিগকেও কৃষ্ণ-হৃদয়গণের ন্যায়

পর্য্যাপ্ত ইন্দীবর-মালিকেব
সসার-হার প্রতিমেব দেব্যাঃ
বৃন্দাবনস্যাসিত-শাটিকেব
বিরাজতে শ্রীযমুনা নদী সা॥ ৪০ ॥
সপ্তৈব সিন্ধূনপি সপ্তলোকান্
সপ্তাবৃতীঃ সান্তি বিভিদ্য সৌরী।
বৈকুণ্ঠগোলোকগতা ভ্রমন্তী-
বৃন্দাবনং সেবিতুমালবালং ॥ ৪১ ॥

টীকা।—সা শ্রীযমুনা দেব্যাঃ প্রতিমেব পর্য্যাপ্ত নীলপদ্মমালা ইব ইন্দ্রনীলমণিহারসদৃশা ইব শ্রীবৃন্দাবনস্য নীলশাটিকেব সা যমুনানদী বিরাজতে॥ ৪০ ॥

টীকা।—সা সৌরী যমুনা সপ্তসিন্ধু-সপ্তলোক-সপ্তাবৃতী-ব্রহ্মাণ্ডস্য পৃথ্ব্যাদেঃ সপ্তাবৃতী বিভিদ্য বৈকুণ্ঠাদিগতো ভ্রমন্তী সতী শ্রীবৃন্দাবনং সেবিতুং কেয়ারীতি প্রসিদ্ধ মালবাল মিবাস্তি॥ ৪১ ॥

অর্থাৎ যাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করেন, তাদৃশ কৃষ্ণভক্তগণের ন্যায় বিশুদ্ধ করিয়া থাকেন॥ ৩৯ ॥

সেই শ্রীযমুনানদী দেবী-প্রতিমার ন্যায়, কি পর্য্যাপ্ত প্রফুল্ল নীলপদ্মমালার ন্যায়, কি ইন্দ্রনীলমণিহারের ন্যায় বা শ্রীবৃন্দাবনের নীলশাটীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন॥ ৪০ ॥

সেই তপন-তনয়া শ্রীযমুনা, সপ্তসিন্ধু, সপ্তলোক এবং পৃথিব্যাদি ব্রহ্মাণ্ডের সপ্ত-আবরণ ভেদ পূর্ব্বক শ্রীবৈকুণ্ঠ ও শ্রীগোলোকধামে ভ্রমণ করিয়াও যেন শ্রীবৃন্দাবনের সেবা করিবার নিমিত্তই আলবালের ন্যায় বিদ্যমান রহিয়াছেন॥ ৪১ ॥

যস্যা জলে দূরগতাগতেঽপি
বৃন্দাবনস্যৈব সমন্ততঃ স্যাৎ।
আবর্ত্তলক্ষং স্থিতি লোভলক্ষং
যথা ধনি-দ্বারি সুলোভি-চিত্তং ॥ ৪২ ॥
যস্যা অসৌ শ্যামরস-প্রবাহঃ
শ্যামস্য তং শ্যামরস-প্রবাহং।
উদ্দীপয়ন্নেব নিমজ্জয়ন্ স্যাৎ
স্বস্মিংশ্চ তস্মিংশ্চ তদালিভি স্তং ॥ ৪৩ ॥

টীকা।—যস্যা যমুনায়াঃ জলে দূরদেশাদাগতে দূরদেশে গতেঽপি ধনিনাং দ্বারি সুষ্ঠুলোভিনাং চিত্তমিব বৃন্দাবনস্যৈব সমন্ততঃ স্থিতৌ লোভলক্ষং যস্য তাদৃশমাবর্ত্ত লক্ষং স্যাৎ। লোভিচিত্তস্য যথা ধনিদ্বারতঃ দূরগমনাগমনে সত্যাপি যথা ধনিদ্বার্য্যেবাবর্ত্ত লক্ষং ভ্রমণলক্ষং ভবেৎ। তথাত্রাপি ঘূর্ণা লক্ষং ভবেৎ॥ ৪২ ॥

টীকা।—যস্যাঃ শ্যামবর্ণ-জলপ্রবাহ শ্যামস্য শ্রীকৃষ্ণস্য শ্যামরসপ্রবাহং শৃঙ্গাররস-প্রবাহং উদ্দীপয়ন্নেব উদ্দীপ্তীভাবং প্রাপয়ন্নেব তস্মিন্ শ্যামরসে শৃঙ্গার রসে স্বস্মিংশ্চ স্বজলপ্রবাহে চ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যালিভিঃ সহ তং শ্রীকৃষ্ণং নিমজ্জয়ন্ নিমগ্নীকুর্ব্বন্ স্যাৎ ভবেৎ। প্রবাহ পক্ষে। শ্যামরসপ্রবাহং জলপ্রবাহং স্বস্মিন্ জলপ্রবাহ এব উদ্দীপয়ন্নেব নিমজ্জয়ন্ স্যাৎ। তথাচ যমুনাপ্রবাহ দর্শনেন ব্রজসুন্দরীভিঃ সহ শ্রীকৃষ্ণস্য শৃঙ্গাররসবৃদ্ধি-পূর্ব্বক শৃঙ্গাররসে মগ্নতা স্যাৎ। পক্ষে জলপ্রবাহস্য বৃদ্ধিপূর্ব্বক জলপ্রবাহে নিমগ্নতা স্যাৎ॥ ৮৩ ॥

দূরদেশে গমনই করুক বা দূরদেশ হইতে আগমনই করুক, ধনবান ব্যক্তির দ্বারদেশে অতিশয় লোভী ব্যক্তিগণের মনে যেরূপ অসংখ্য লোভের আবর্ত্ত উদিত হয় সেইরূপ শ্রীযমুনার জলে শ্রীবৃন্দাবনের চারিদিকে অবস্থিতি করিবার অনন্তলোভযুক্ত অসংখ্য আবর্ত্ত বা ঘূর্ণা বিদ্যমান রহিয়াছে॥ ৪১ ॥

সেই যমুনার শ্যামলজলপ্রবাহ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের শ্যামরসপ্রবাহ অর্থাৎ শৃঙ্গার-রসপ্রবাহকে উদ্দীপিত করিয়া সেই শ্যামরসে বা শৃঙ্গাররসে ও স্বীয় জলপ্রবাহে কৃতসুখময়ী ব্রজসুন্দরীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণকেও নিমজ্জিত

যস্যাং প্রবাহেষ্বপি জীবজাতা
মুহুর্মুহু র্মস্তক মূর্দ্ধয়ন্তি।
দিদৃক্ষবঃ শ্যামরসেষু মগ্নাঃ
শ্যামাগমাশঙ্কিধিয়েব মুগ্ধাঃ ॥ ৪৪ ॥

যস্যা দ্বয়োঃ সুন্দর-পার্শ্বয়ো স্তঃ
সোপানমালে বররত্ন-জালে।
শোভাখ্যদেব্যা ইব দন্তপংক্তৌ
শ্রীকৃষ্ণ-সুস্মারক-শুদ্ধ-শক্তী ॥ ৪৫ ॥

টীকা।—যস্যাঃ প্রবাহেষু শ্যামস্য শ্রীকৃষ্ণস্য রসেষু চ মগ্না মুগ্ধাশ্চ জীবজাতাঃ কচ্ছপাদয়ঃ শ্যামস্য শ্রীকৃষ্ণস্যাগমনন আশঙ্কা বিশিষ্টা ধিয়ো যেষাং তে শ্রীকৃষ্ণ-দিদৃক্ষবঃ মুহুর্মস্তক মূর্দ্ধয়ন্তি জলোপরি কুর্ব্বন্তি ॥ ৪৪ ॥

টীকা।—বররত্নানাং জালঃ সমূহো যয়ো স্তাদৃশ-সোপানসমূহে শোভা-দেব্যা দন্তপংক্তৌ ইব কৃষ্ণস্মারক শক্তৌ ইব চ যস্যা পার্শ্বয়ে স্তঃ ॥ ৪৫ ॥

করিয়া থাকে। ফলতঃ জলপ্রবাহ যেরূপ আপনাতেই প্রবাহ উদ্দীপ্ত করিয়া তাহাতে আপনাকেই নিমগ্ন করিয়া থাকে, সেইরূপ যমুনাপ্রবাহ দর্শনে ব্রজাঙ্গনাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গাররস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সেই শৃঙ্গাররসে শ্রীকৃষ্ণকেই মগ্ন করিয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

সেই যমুনার জলপ্রবাহে কচ্ছপাদি জলচর জীবগণও শ্রীকৃষ্ণরসে এমনই মগ্ন ও মুগ্ধ যে, শ্রীকৃষ্ণ বুঝি আগমন করিয়াছেন এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার অভিলাষে মুহুর্মুহু জলের উপর মস্তকোত্তোলন করিতেছে ॥ ৪৪ ॥

সেই সুন্দর তটশালিনী যমুনার উভয় পার্শ্বে উত্তম-রত্নরাজি নির্ম্মিত সোপানমালা, শোভা নাম্নী দেবীর দন্তপংক্তির ন্যায় এবং শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ স্মারক শক্তির ন্যায় শোভা পাইতেছে অর্থাৎ সেই সোপান-মালার এমনই এক অলৌকিকী শক্তি যে, তাহা দর্শন শ্রবণমাত্রই শ্রীকৃষ্ণের বিষয়—তাঁহার সেই মধুময়ী লীলার বিষয় স্মরণ-পথে সমুদিত হয় ॥ ৪৫ ॥

সোপানজাতৌ মণিজৌ দ্বিপার্শ্বে
মধ্যে চ যস্যাঃ সলিলপ্রবাহঃ।
শ্রীকৃষ্ণ-বেণুধ্বনি-পানতোঽমী
ভবন্তি সদ্যো বিপরীতরূপাঃ ॥ ৪৬ ॥
সর্ব্বাণি তস্যাঃ পুলিনানি চন্দ্র-
চূর্ণানি যচ্চন্দ্রিকয়ান্বিতানি।
শ্রীরাসলীলারস-সৌভগানি
নামানি যেষাং তদবেক্ষণানি ॥ ৪৭ ॥
মধ্যেঽপি তস্যাঃ পুলিনানি যেষু
কুঞ্জানি কুত্রাপি লসন্তি তেষাং।

টীকা।—অমী সোপানসমূহঃ সলিলপ্রবাহাঃ বীতরীতরূপাঃ পাষাণময়-মণয়ো দ্রবরূপাঃ দ্রবময়জলপ্রবাহাঃ পাষাণরূপাঃ ভবন্তি॥ ৪৬ ॥

টীকা—তস্যাঃ যমুনায়াঃ সর্ব্বাণি পুলিনানি চন্দ্রানাং চূর্ণানি বালুকানাং শুক্লাংশে চন্দ্রচূর্ণানি উৎপ্রেক্ষিতানি। তত্রাপি যচ্চন্দ্রিকয়া যস্য চন্দ্রস্য চন্দ্রিকয়া মিলিতানি। রাসলীলা-রসেন সৌভগানি যেষাং পুলিনানাং নামানি তদবেক্ষণানি। তস্য রাসলীলারসস্যাবেক্ষণং যতঃ তানি ॥ ৪৭ ॥

এইরূপ সেই যমুনার উভয়কূলে মণি-নির্ম্মিত-সোপানশ্রেণী শোভিত, মধ্যে জলপ্রবাহ প্রবাহিত। শ্রীকৃষ্ণের বেণু-ধ্বনি শ্রবণ করিবামাত্র সেই সোপানমালা ও জলপ্রবাহ তৎক্ষণাৎ বিপরীতভাব ধারণ করে অর্থাৎ পাষাণময় মণিসমূহ দ্রবরূপে এবং দ্রবময় জলপ্রবাহ পাষাণরূপে প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

সেই শ্রীযমুনার সিকতাময় পুলিনসকল চন্দ্রচূর্ণে পরিপূর্ণ হইলেও জ্যোৎস্নারাশি দ্বারা উদ্ভাসিত এবং শ্রীরাস-লীলারসে অতীব সৌভাগ্যশালী। পরন্তু উক্ত পুলিন নিচয়ের নামানুসারেই সেই রাসলীলারসের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৪৭ ॥

বিহঙ্গমা অঙ্গন উল্লসন্তি
গোবিন্দ-সন্দর্শন-লালসাতঃ ॥ ৪৮ ॥
বৃন্দাবনস্যৈব সমন্ততোঽস্যাঃ
সর্ব্বেঽবতারা ইব তেঽবতারাঃ।
স্বপ্রেমদাঃ স্বস্মরণেন কিন্তু
সদ্যো ব্রজেন্দোরপি চিত্তমত্র * ॥ ৪৯ ॥
বৃন্দাবনস্তং পরিতস্তটেঽস্যা
আম্রাদিবৃক্ষাবলি-মণ্ডলী যা।

টীকা।—তস্যাঃ প্রবাহমধ্যেঽপি পুলিনানি সন্তি। যেষু পুলিনেষু কুত্রাপিস্থলে কুঞ্জানি লসন্তি। যেষাং কুঞ্জানামঙ্গনে বিহঙ্গমা উল্লসন্তি ॥ ৪৮ ॥

টীকা।—বৃন্দাবনস্য সমন্ততঃ অস্যা যমুনায়াঃ সম্বন্ধিনঃ তে পূর্ব্বোক্তাঃ বৃক্ষাদয়ঃ ভগবতোঽবতারা ইবাবতারাঃ অবতার-সাধর্ম্ম্যমাহ। স্বেষাং স্মরণেন স্বেষু প্রেমদাঃ। তু পুনঃ কিং বক্তব্যং ব্রজেন্দোরপি চিত্তং সদ্যোঽত্র জনে প্রেমদোভবেদিতি শেষঃ। এতদিতি পাঠে এতৎ প্রেমদং ॥ ৪৯ ॥

আবার সেই শ্রীযমুনা-প্রবাহ মধ্যে যে সকল পুলিন আছে, তাহার কোন কোন স্থলে বহুতর কুঞ্জ সুশোভিত এবং সেই কুঞ্জসমূহের অঙ্গনে বহুবিধ বিহঙ্গ-নিচয় গোবিন্দ-দর্শনলালসায় উল্লাস প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

শ্রীবৃন্দাবনের চারিদিকে এই যমুনাসম্বন্ধীয় যে সকল বৃক্ষাদি আছে, তৎসমুদয়ই ভগবানের অবতারের ন্যায় অবতীর্ণ। অবতারের সাধর্ম্ম্য এই যে, তাঁহাদের স্মরণ করিলে তাঁহারা যেরূপ স্বকীয় প্রেমদান করিয়া থাকেন, সেইরূপ সেই বৃক্ষাদির স্মরণ করিলেও তাহারা স্বকীয় প্রেমদান করিয়া থাকে। বলিতে কি, ব্রজকুলচন্দ্রমা শ্রীকৃষ্ণের চিত্তও তৎক্ষণাৎ সেই স্মরণকারী জনের প্রতি প্রেমদ হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

* 'মেতৎ' ইতি পাঠান্তরম্।

পূর্ব্বাস্ত্বপূর্ব্বা সকলান্তরান্ত
নিকুঞ্জশালা বিধুদৃগ্রসালাঃ॥ ৫০॥
দ্রাক্ষাদিকানাং কুসুমাবলীনাং
রম্ভাসমূহস্য চ মণ্ডলানি।
ক্রমেণ মধ্যে কনকস্য ভূমী
রত্নাচল স্তত্র চ কল্পকুঞ্জঃ॥ ৫১॥
কুত্রাপি দীর্ঘাঃ সমসূত্রপাতা
ইব ক্বচিন্মণ্ডল-বন্ধনেন।

টীকা।—বৃন্দাবনান্তঃ বৃন্দাবনমধ্যে হংস্যা যমুনায়া স্তটে পরিতঃ সর্ব্বদিক্ষু যা আম্রপনসাদিবৃক্ষাবলীনাং মণ্ডলী অস্তি। সা কীদৃশী? পূর্ব্বা অনাদিসিদ্ধা অপূর্ব্বা অদ্ভুতা অধুনোৎপন্না বা। সকলানাং বৃক্ষমণ্ডলীনামন্তরান্ত র্মধ্যে মধ্যে নিকুঞ্জশালাঃ সন্তি। বিধোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য দৃশোঃ রসালাঃ বিধুরিব দৃশোরসালা আহ্লাদজনকাশ্চ॥ ৫০॥

টীকা।—বৃক্ষমণ্ডলী মধ্যে যা নিকুঞ্জশালা স্তাসাং পরিপাটীমাহ। ক্রমেণ দ্রাক্ষাদীনাং মণ্ডলী যথা। আদৌ দ্রাক্ষাদিলতামণ্ডলী ততো পুষ্পানাং মণ্ডলী ততোরম্ভামণ্ডলী তন্মধ্যে কানকীভূমী তত্র রত্নভূমৌ ইন্দ্রনীলমণি পদ্মরাগমণ্যাদিময় পর্ব্বত স্তদুপরি কল্পবৃক্ষকুঞ্জঃ॥ ৫১॥

শ্রীবৃন্দাবনের মধ্যে যমুনাতটে সর্ব্বত্র যে সকল আম্রপনসাদি বৃক্ষাদির মণ্ডলী আছে, তৎসমস্তই অনাদিসিদ্ধ অথচ অপূর্ব্ব অর্থাৎ অদ্ভুত বা অধুনোৎপন্ন। সেই সকল বৃক্ষমণ্ডলীর মধ্যে মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নয়নানন্দজনক বহু নিকুঞ্জশালা শোভা পাইতেছে॥ ৫০॥

বৃক্ষমণ্ডলীর মধ্যে মধ্যে যে কিকুঞ্জশালা আছে, তাহাদের পারিপাট্য এই যে, প্রথমে দ্রাক্ষাদিলতামণ্ডলী, পরে পুষ্পলতার মণ্ডলী, তৎপরে রম্ভা-মণ্ডলী, তন্মধ্যে যে স্বর্ণময়ীভূমি তদুপরি ইন্দ্রনীলমণি পদ্মরাগমণি প্রভৃতি মণিময় পর্ব্বত, সেই মণিপর্ব্বতের উপরেই কল্পতরুকুঞ্জ বিদ্যমান॥ ৫১॥

দ্বিত্রাঃ ক্বচিচ্ছ্রেণয় একজাত্যা
কুত্রাপি নানাবিধ জাতিভিশ্চ ॥ ৫২ ॥
আম্রাদিকানাং ক্বচ পঞ্চষা * যা
উর্দ্ধেণ শাখাদিভি রপ্যনূ্যনাঃ।
তা নাতিরিক্তাঃ সুখ-কৃত্রিমাঃ কিং
পুষ্পাবলীনামপি তাদৃশা স্তাঃ ॥ ৫৩ ॥
তমালমালা অপি তাদৃশ স্তাঃ
কুত্রাপি নানাবিধপাদপানাং।

টীকা।— কুত্রাপি দ্রাক্ষাদিকানাং শ্রেণয়ঃ সমসূত্রপাতা ইব দীর্ঘা দীর্ঘাকারাঃ ক্বাপি মণ্ডলাকারেণ। ক্বাপি একজাত্যা ক্বাপি নানা জাতিভি দ্বিত্রাশ্রেণয়ঃ সমুল্লসন্তীতি চতুর্থশ্লোকেনান্বয়ঃ ॥ ৫২ ॥

টীকা।— আম্রাদীনাং শ্রেণয় উর্দ্ধেণ শাখাদিভি রপি ন ন্যূনাঃ ন অতিরিক্তাশ্চ সমানাঃ ইত্যর্থঃ। সুখায় কৃত্রিমাঃ কিং কৃত্রিমকৃতাঃ বৃক্ষাস্তাঃ যথা একাকারা ভবন্তি তথাত্র কিং নেত্যর্থঃ। কিন্তু নিত্যাএব। পুষ্পাবলীনাং তাঃ শ্রেণয় স্তাদৃশ্যঃ সমানাঃ সুখরূপাশ্চ ॥ ৫৩ ॥

কোথায় দ্রাক্ষাদি লতাসমূহ সমসূত্রপাতের ন্যায় দীর্ঘাকারে শ্রেণীবদ্ধ কোথায় বা মণ্ডলাকারে শোভিত। কোথায় একজাতীয়, আবার কোথায় বা নানাজাতীয় লতাবলী দুই তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া শোভা পাইতেছে। ৫২।

তথায় আম্রাদি বৃক্ষের পাঁচ ছয়টি শ্রেণীর উর্দ্ধভাগের শাখা প্রশাখাগুলিও ন্যূন নহে এবং অতিরিক্ত নহে অর্থাৎ "ছোটবড়" নহে—সমান আকারে শোভিত। সুখদর্শনের নিমিত্তই যে সেই বৃক্ষশ্রেণীকে সেইরূপ সমান আকারে কৃত্রিমভাবে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, তাহা নহে; যেহেতু সেই বৃক্ষশ্রেণীও নিত্য—অনাদিসিদ্ধ। এমন কি, পুষ্পাবলিও তাদৃশ সমান সুখজনকরূপে সুশোভিত। ৫৩ ॥

* পঞ্চষাঃ— পঞ্চ বা ষড়্ বা পরিমাণং যেষাং তে বহুবচনান্তোঽয়ং শব্দঃ। ইতি মুগ্ধবোধম্।

বনং ঘনীভূতমতীব চিত্রং
বিপক্ষদৃষ্টেরপি দুষ্প্রবেশং ॥ ৫৪ ॥
মধ্যে নিকুঞ্জাঃ ক্বচিদেব তেষাং
কুত্রাপি রত্নোত্তম মন্দিরাণি।
কুত্রাপি বৃন্দা-পরিবারশালাঃ
সর্ব্বাসু দিক্ষ্বেব সমুল্লসন্তি ॥ ৫৫ ॥
বৃন্দাবনং লৌকিকবদ্ যদীদং
তথাপি লোকোত্তরলোকহারি।
রাজ্ঞো যথাত্যন্ত-বিলাসিনঃ স্যা-
দারামরম্যত্বমতি-প্রসারি ॥ ৫৬ ॥

টীকা।—বিপক্ষানাং দৃষ্টে র্যদি প্রবেশো ন ভবেৎ কুতো বিপক্ষানাং ॥ ৫৪ ॥

টীকা।—তেষাং বনানাং মধ্যে ক্বচিন্নিকুঞ্জাঃ ক্বাপি রত্নমন্দিরাণি। সর্ব্বাসু দিক্ষু বৃন্দাপরিকরাণাং শালাঃ সমুল্লসন্তি ॥ ৫৫ ॥

টীকা।—যদ্যপি ইদং বৃন্দাবনং লৌকিকবনবৎ তথাপি লোকোত্তরবর্ত্তি-লোকানাং হারি মনোহারি। অত্যন্ত বিলাসিনো রাজ্ঞো যথাতিপ্রসারি আরামে রম্যত্বং উদ্যানে এবাত্যাসক্তিস্তা, তথা শ্রীকৃষ্ণস্তৎপরিকর বিশেষাণামিতি ॥ ৫৬ ॥

কোথায় তমালতরুসমূহ তাদৃশ সমানকারে শ্রেণীবদ্ধ, কোথায় বা নানাবিধ বৃক্ষরাজির বন অতীব ঘনীভূত। আশ্চর্য্যের বিষয়, বিপক্ষ তো দূরের কথা, বিপক্ষের দৃষ্টি পর্য্যন্তও তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারে না ॥ ৫৪ ॥

এই সকল বনরাজির মধ্যে কোথায় নিকুঞ্জসমূহ, কোথায় বা মনোহর রত্নমন্দিরাবলী, কোথায় বা বৃন্দাদেবীর পরিকরগণের ভবননিচয়, এইরূপ সকল দিকেই সুন্দররূপে শোভা পাইতেছে ॥ ৫৫ ॥

যদিও এই শ্রীবৃন্দাবন প্রাকৃতবনবৎ প্রতীত হয়, তথাপি ইহা লোকোত্তর বর্ত্তি-লোকগণেরও অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠাদিবাসি-জনগণেরও চিত্ত হরণ করিয়া থাকে। অত্যন্ত বিলাসী রাজার যেরূপ প্রমোদ উদ্যানেই অতিমাত্র

যগ্নামৃতুনাং পৃথগেব যট্‌চেৎ
পদানি তত্তৎ স্বগুণৈঃ স যত্র।
বৃন্দাবনেন্দুঃ প্রতিবাসরং তৎ
সর্ব্বর্ত্তু লীলানুভবং তনোতি॥ ৫৭॥
তথাপি সর্ব্বর্ত্তব এব নিত্যং
বৃন্দাবনেঽস্মিন্ প্রণয়ন্তি সেবাং।
যেষাং প্রসূনৈঃ কৃতভূষণা স্তা
বৃন্দাবনেন্দুং প্রণয়ন্তি গোপ্যঃ॥ ৫৮॥
বৃন্দাবনেন্দোঃ সকলপ্রিয়াণাং
বৃন্দাবনেঽস্মিন্ বিলসন্তি কুঞ্জাঃ।

টীকা।—তত্তৎ স্বগুণৈঃ তেষাং তেষামৃতুনাং স্ব স্ব গুণৈঃ যণ্ণা মৃতুনাং ষড়েব পৃথক্‌পদানি স্থানানি পৃথক্ সময়ানি চেদ্ যদি তদপি যত্র বৃন্দাবনে স বৃন্দাবনেন্দুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রতিদিনং তৎপ্রসিদ্ধং সর্ব্বর্ত্তুলীলানুভবং তনোতি॥ ৫৭॥

টীকা—তথা সর্ব্বে ঋতবোঽপি বৃন্দাবন এব নিত্যং সেবাং প্রণয়ন্তি প্রকর্ষেণ নয়ন্তি প্রাপয়ন্তি সেবা মেবাহ। যেষামৃতুনাং প্রসূনৈঃ কৃতভূষণা স্তা গোপ্যঃ বৃন্দাবনেন্দুং প্রণয়ন্তি সুখয়ন্তি॥ ৫৮॥

বিহারাশক্তি দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় পরিকরগণেরও সেই শ্রীবৃন্দাবনেই বিহারাসক্তির পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হইয়া থাকে॥ ৫৬॥

যদিও দেশ ও কালভেদে ষড়ঋতু স্ব স্ব গুণের সহিত পৃথক সময়ে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনে সেই বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ প্রতিদিনই প্রসিদ্ধ সকল ঋতুবিহিত লীলার অনুভব করিয়া থাকেন॥ ৫৭॥

যেহেতু এই শ্রীবৃন্দাবনে সকল ঋতুই নিত্য সেবা-পারিপাট্য বিধান করিয়া থাকে। গোপাঙ্গনাগণও সেই সকল ঋতুজাত কুসুমস্তবকে বিভূষিতা হইয়া বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের নিত্য আনন্দবিধান করিয়া থাকেন॥ ৫৮॥

ব্রহ্মানুভূতী রপি মোচয়ন্তি
যেষাং দ্যুতীনাং কলয়াপি গুঞ্জাঃ। ৫৯ ॥
বৃন্দাবনেঽস্মিন্ পশুপক্ষিণো যে
বৃক্ষালতাদ্যা অপি যত্র তত্র।
সর্ব্বে সদা সম্মুখয়ন্তি তস্মিন
বৃন্দাবনেন্দো রুদয়োঽস্তি যস্মিন্। ৬০ ॥
একস্তু জাত্যাপি স কল্পবৃক্ষঃ
পরে গুণৈরেব ন জাতিরূপৈঃ।
তথাপি বৃন্দাবননাথবত্তে
লীলানুসারেণ গুণোদয়াঃ স্যুঃ॥ ৬১ ॥

টীকা।—যেষাং কৃষ্ণপ্রিয়া-কুঞ্জানাং গুঞ্জা অপি দ্যুতীনাং কলয়া অংশেন ব্রহ্মানুভূতী র্মোচয়ন্তি। অপি কাপ্যনানপি মোচয়ন্তি॥ ৫৯ ॥

টীকা।—অস্মিন নেঃ দৃষ্টিগোচরে বৃন্দাবনে যত্র তত্রাপি স্থিতাঃ পশ্বাদয়ঃ সর্ব্বে সদা তস্মিন্ শ্রীবৃন্দাবনে সম্মুখয়ন্তি সম্মুখং কারয়ন্তি। কোঽসৌ বৃন্দাবনঃ যস্মিন্ বৃন্দাবনে বৃন্দাবনেন্দো রুদয়োঽস্তি। তথাচ বৃন্দাবনীয়া যত্র-কুত্রস্থাঃ পশ্বাদয়ঃ সেবিতাঃ সন্তঃ শ্রীকৃষ্ণ সহিত-বৃন্দাবনে সম্মুখয়ন্তি॥ ৬০ ॥

এই শ্রীবৃন্দাবনে বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের সকল প্রিয়াগণেরই কুঞ্জ বিদ্যমান আছে। সেই সকল কুঞ্জের গুঞ্জা বা রতিপরিমাণ স্থানও স্বীয় জ্যোতি-কলায় অন্যের কথা কি, ব্রহ্মানুভূতিকেও নিরস্ত করিয়া থাকে॥ ৫৯ ॥

আমাদের পরিদৃশ্যমান এই বৃন্দাবনের যেখানে সেখানে যে সকল পশুপক্ষী এবং এমন কি, যে সকল বৃক্ষলতাদি আছে, তাহারা সকলেই যে স্থানে বৃন্দাবন-চন্দ্রের উদয় হয়, সর্ব্বদা সেই দিকেই অভিমুখ করিয়া থাকে; অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনে স্থাবর জঙ্গমাদি সকল জীবই যেখানে অবস্থান করুক না কেন, বৃন্দাবনেন্দু শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখ করিয়া অবস্থান করে, কদাচ তাঁহাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে না, ইহাই তাৎপর্য্য॥ ৬০ ॥

বৃন্দাবনে যদ্যপি কল্পবৃক্ষাঃ
সর্ব্বে তথাপ্যেক উদারগীতঃ।
যস্যাতুলে তত্র তলে তদন্ত
স্তন্মঞ্জুকুঞ্জে মণিমন্দিরং তৎ॥ ৬২ ॥
ঊর্দ্ধোর্দ্ধ গেহোপরি গেহ মেবং
তৎ পঞ্চষষ্টষ্ট-নবাতি চিত্রং।
সর্ব্বত্র মধ্যে বরকর্ণিকাবৎ
সমন্ততোষ্টৌদলবৎ প্রকোষ্ঠাঃ॥ ৬৩ ॥

টীকা —বৃন্দাবনে স প্রসিদ্ধঃ কল্পবৃক্ষঃ জাত্যা একোঽপি পরে বৃন্দাবনস্থা বৃক্ষা গুণৈরেব কল্পবৃক্ষাঃ নতু জাতিরূপে স্তথাপি বৃন্দাবননাথঃ সামান্যতো নরাকারেঽপি লীলানুসারেণানন্তসখাপ্রেয়স্যাদীনাং সাধকভক্তানাঞ্চাভিলাষ পূরণে দ্বারা ভক্তাভিলাষপূরকত্বাদি গুণানামুদয়ো যত্র তথাভূতো যথা ভবতি তথৈব লীলানুসারেণ কল্পবৃক্ষবৎ গুণানামুদয়ো যেষু তে তথাভূতা স্যুঃ এবং বৃক্ষাণাং ভক্তাভীষ্ট পূরকত্বঞ্চ জ্ঞেয়ম্॥ ৬১ ॥

টীকা।—এক এক কল্পবৃক্ষ উদারবৎ গীতঃ। তস্য কল্পবৃক্ষস্যাতুলে তলে তলপ্রদেশে তদন্তস্তস্য তলস্য মধ্যে তত্রস্থিন্মঞ্জু কুঞ্জে তৎপ্রসিদ্ধং মণিমন্দিরম্॥ ৬২ ॥

প্রসিদ্ধ কল্পবৃক্ষ ও বৃন্দাবনস্থ বৃক্ষ একই জাতি। কেবল জাতিতেই যে এক, তাহা নহে, পরন্তু গুণেও একই প্রকার॥ তথাপি বৃন্দাবননাথ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ সামান্যত নরাকারে প্রতীত হইলেও লীলানুসারে অনন্ত সখাপ্রেয়সী প্রভৃতির ও সাধকভক্তগণের অভিলাষপূরণ করায়, তাঁহাতে ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণ-কারিত্বাদি গুণের উদয় দৃষ্ট হয়, সেইরূপ বৃন্দাবনস্থ বৃক্ষসমূহেরও কল্পবৃক্ষের ন্যায় ভক্তাভীষ্ট-পূর্ণকারিত্বাদি গুণের উদয় সূচিত হইয়া থাকে॥ ৬১ ॥

বৃন্দাবনে যদিও এইরূপ অসংখ্য কল্পবৃক্ষ আছে, তথাপি সেই সকল বৃক্ষ একটী মহানবৃক্ষরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই কল্পবৃক্ষের অতুলনীয় তলদেশের অন্তর্গত যে মঞ্জু কুঞ্জ আছে, তাহাতেই প্রসিদ্ধ মণিমন্দির শোভমান॥ ৬২ ॥

পত্রে পরেঽন্যে চ তথৈব কোষ্ঠাঃ
সেবাপরাণাং শয়নাদিনিষ্ঠাঃ।
তন্মন্দিরস্যাতুল-সৌভগস্য স্যুঃ
প্রাঙ্গনেঽষ্টাবপি মন্দিরাণি। ৬৪ ॥
তান্যষ্টদিগ্‌গানি সুমধ্যগন্তৎ
স্বকীয় শাখাদিভিরেব নিত্যং।
স্বাঙ্গেষু সঙ্গোপয়তে দ্রুমোঽসৌ
লীলানুকূলেভ্য ঋতে জনেভ্যঃ॥ ৬৫ ॥

টীকা।—মণিমন্দিরস্য উর্দ্ধোর্দ্ধগেহস্যোপরি পঞ্চষড়াষ্টনবাদি সংখ্যকং গেহমতিচিত্রং, পঞ্চ চ ষট্‌ চ পঞ্চষং। সর্ব্বত্র মধ্যে গৃহমধ্যপ্রদেশে কর্ণিকাবৎ কর্ণিকাযুক্তং কর্ণিকায়াঃ সমন্ততঃ সর্ব্বদিক্ষু অষ্টদলানি তদ্বৎ সর্ব্বে প্রকোষ্ঠাঃ। তথা চ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়ো রূপবেশাদ্যর্থং কর্ণিকারং তন্মুখ্য-সখানামুপবেশাদ্যর্থং সর্ব্বপ্রকোষ্ঠে মণিময় পদ্মস্যাঽষ্টদলানি॥ ৬৩ ॥

টীকা।—কল্পবৃক্ষাধোবর্ত্তি-শ্রীকৃষ্ণমন্দিরস্য পত্রে পত্রে সেবাপরাণাং শয়নাদিনিষ্ঠা-নিষ্পত্তির্যত্র তথাভূতা স্তথৈবান্যে কোষ্ঠাঃ সন্তি। অতুল সৌভাগস্য পূর্ব্বোক্ত তন্মন্দিরস্য প্রাঙ্গণেঽষ্টৌ মন্দিরাণি সন্তীতি শেষঃ॥ ৬৪ ॥

সেই মণিমন্দিরের উপরি উপরি গৃহের উপর গৃহ শোভিত—অতীব আশ্চর্য্য, এইরূপ পাঁচ ছয় আট ও নয়টী পর্য্যন্ত গৃহ উপর্য্যুপরি অবস্থিত। সেই সকল গৃহের মধ্যপ্রদেশ যেন পদ্মের কর্ণিকার ন্যায় এবং তাহার সকল দিকে পদ্মের অষ্টদলের ন্যায় আটটী মণিময় প্রকোষ্ঠ বিদ্যমান। শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপবেশনের জন্যই যেন কর্ণিকার এবং তাঁহার মুখ্য সখীগণের উপবেশনাদির নিমিত্তই যেন অষ্টদলের ন্যায় অষ্ট প্রকোষ্ঠ বিরাজিত॥ ৬৩ ॥

কল্পবৃক্ষের অধোবর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণমন্দিরের পত্রে পত্রে সেবাপরায়ণা সখীগণের শয়নাদি নিষ্পত্তির নিমিত্ত অন্য প্রকোষ্ঠসমূহ বিদ্যমান আছে। আবার উক্ত অতুল সৌভাগ্যশালী মন্দিরের প্রাঙ্গণে আরও আটটী মন্দির বিরাজিত আছে॥ ৬৪ ॥

কল্পাগকুঞ্জং নবমন্দিরং তৎ
সমন্তত স্তস্য পরেঽষ্টকুঞ্জাঃ।
তথৈব সর্ব্বে নব মন্দিরা স্তে
প্রত্যেক মন্যেঽপি ততঃ পরেঽন্যে॥ ৬৬॥

যৎ কুঞ্জরাজং বৃত-কল্পবৃক্ষং
বৃন্দাবনেশা ললিতালয়ং তৎ।
ততঃ সখীনামথ কিঙ্করীণাং
সমন্তত স্তং পরতঃ ক্রমেণ॥ ৬৭॥

টীকা।—তান্যষ্ট মন্দিরাণ্যষ্ট দিগ্‌গতানি তথা তৎ সুমধ্যগং মন্দিরং চ অসৌ দ্রুমঃ কল্পবৃক্ষঃ স্বকীয় শাখাদিভিঃ স্বাঙ্কেষু সংগোপয়তে। কেভ্যো লীলানুকূলেভ্যো জনেভ্যো স্বাঙ্কে বিনা যে জনা স্তেভ্যঃ॥ ৬৫॥

টীকা।—তৎপূর্ব্বোক্তং কল্পাগকুঞ্জং কল্পবৃক্ষাধকুঞ্জং। নবসংখ্যক মন্দিরযুক্তং। তস্য সমন্ততঃ পরেঽষ্টকুঞ্জাঃ। প্রত্যেকং তে পূর্ব্বোক্তাঃ সর্ব্বেঽষ্টকুঞ্জাঃ নবমন্দিরাঃ তথৈব কল্পবৃক্ষাধ নবমন্দিরবৎ। ততোঽষ্টকুঞ্জাৎ পরেঽন্যেপি কুঞ্জাঃ পূর্ব্ববৎ নবমন্দিরাঃ সন্তীতি শেষ॥ ৬৬॥

টীকা।—উক্ত মন্দিরেষু যুথেশ্বর্য্যাদি স্থিতৌ পরিপাটীমাহ। কল্পবৃক্ষাবৃতং যৎকুঞ্জরাজং তৎ বৃন্দাবনেশায়াঃ শ্রীরাধায়া ললিতালয়ং ক্রীড়ালয়ং। ততস্তস্যালয়াৎ পরত শ্চতুর্দ্দিক্ষু সখী কিঙ্করীণামালয়ং॥ ৬৭॥

সেই অষ্ট মন্দির অষ্ট দিকে অবস্থিত, তাহাদের মধ্যস্থলে যে মন্দির আছে, উক্ত কল্পবৃক্ষ স্বীয় শাখাপ্রশাখাদি দ্বারা স্বীয় অঙ্কে সেই মন্দিরকে লীলাপ্রতিকূলজন অর্থাৎ বিপক্ষজনগণ হইতে নিত্য সঙ্গোপন করিয়া থাকে॥ ৬৫॥

পূর্ব্বোক্ত কল্পবৃক্ষের অধোদেশে যে কুঞ্জ বিরাজমান আছে, তাহা নবসংখ্যক মন্দিরবিশিষ্ট এবং সেই কুঞ্জের পরে চারিদিকে আরও অষ্ট কুঞ্জ বিরাজিত। উক্ত অষ্ট কুঞ্জের প্রত্যেকেই আবার কল্পবৃক্ষাধ মন্দিরের ন্যায় নবমন্দির বিশিষ্ট। অনন্তর সেই অষ্ট কুঞ্জের পরে আরও যে সকল কুঞ্জ আছে, সে সমুদায় কুঞ্জও পূর্ব্ববৎ নবমন্দিরযুক্ত॥ ৬৬॥

সর্ব্বত্র মধ্যে বরমন্দিরং যদ্
যূথেশ্বরী তত্রগণেশ্বরী বা
কান্তেন সাকং যদি রাজতে তং-
তদালয় স্তৎ পরমন্দিরেষু ॥ ৬৮ ॥
স কল্পবৃক্ষ স্তদধো নিকুঞ্জং
তন্মন্দিরাণ্যপ্যতিচিত্রকানি।
যাবন্মুকুন্দপ্রিয়য়েপ্সিতানি
ভবন্তি তাবন্তি ন তা বিদন্তি ॥ ৬৯ ॥

টীকা।—কান্তেন সহ যূথেশ্বরী বরমন্দিরে যদি রাজতে তত্তদা তদালয় স্তাসাং যূথেশ্বরীণাং সখ্যঃ তত্তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণ সহিত যূথেশ্বরীযুক্ত মধ্যস্থ বরমন্দিরাৎ পরমন্দিরেষু স্থিতা ভবন্তি ॥ ৬৮ ॥

টীকা।—স কল্পবৃক্ষস্তত্তলে কুঞ্জং কুঞ্জ মধ্যে মন্দিরাণি এতানি সর্ব্বাণ্যেবাতি চিত্রাণি অতিশয়েন মনোজ্ঞানি তত্র মন্দিরাণাং সংখ্যাতীতমাহ। যাবৎ সংখ্যয়া মুকুন্দপ্রিয়য়া ইপ্সিতানি যাবন্তি মন্দিরাণি ভবন্তি তাবন্তি তাবৎ সংখ্যকানি, তাসাং যূথেশ্বর্যাদীনাং মন্দিরাণি তা যূথেশ্বর্য্যাদয়ো ন বিদন্তি কুতোঽন্যে ॥ ৬৯ ॥

অনন্তর উক্ত মন্দিরসমূহে যূথেশ্বরী প্রভৃতির অবস্থান পারিপাট্য কথিত হইতেছে। কল্পবৃক্ষাবৃত যে কুঞ্জরাজ তাহা বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার ক্রীড়াভবন। সেই ক্রীড়াভবনের পরে পরে চারিদিকে যথাক্রমে সখী ও কিঙ্করীগণের আলয় বিদ্যমান আছে ॥ ৬৭ ॥

সর্ব্বত্র মধ্যস্থলে যে শ্রেষ্ঠমন্দির তাহাতে যূথেশ্বরী বা গণেশ্বরী অবস্থিতি করেন। যখন কান্তের সহিত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যূথেশ্বরী সেই বরমন্দিরে বিরাজ করেন, তখন সেই যূথেশ্বরীগণের সখীবৃন্দ মধ্যবর্ত্তি সেই বরমন্দির হইতে পরবর্ত্তি-মন্দিরসমূহে অবস্থান করিয়া থাকেন ॥ ৬৮ ॥

সেই কল্পবৃক্ষের তলদেশে কুঞ্জ, কুঞ্জের মধ্যে মন্দিরসমূহ বড়ই বিচিত্র।

গোবিন্দভূমীতি পুরাণগীতং
যদ্‌যোগপীঠাখ্যমপীহ তন্ত্রে।
শ্রীরাধয়া শ্রীবিধুযোগধাম
শ্রীকুঞ্জরাজং নিগদাম নাম ॥ ৭০ ॥
যদ্দক্ষিণে রাজতি রাজকেলী
দোলস্থলী যাঽতিবিচিত্র-শিল্পা।
"আনন্দবৃন্দাবন" এব যস্যাঃ
স্বরূপ শোভাতিশয়নে রস্যা ॥ ৭১ ।

টীকা।—কুঞ্জরাজত্বেনোক্তস্য শাস্ত্রোক্ত সংজ্ঞামাহ। যৎ গোবিন্দভূমীত্যাখ্যয়া পুরাণেষু গীতং। যৎ তন্ত্রে যোগপীঠেত্যাখ্যং তৎ শ্রীরাধয়া সহ শ্রীবিধোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য যোগধাম মিলন-স্থানং। তৎ শ্রীকুঞ্জরাজ মিতিনাম বয়ং নিগদাম ॥ ৭০ ॥

টীকা।—যস্য কুঞ্জরাজস্য দক্ষিণে রাজ্ঞইব কেলী যত্র সা দোলস্থলী রাজতি। যা দোলস্থলী অতিবিচিত্র-শিল্পা। যস্যাঃ স্বরূপ-শোভা আনন্দ বৃন্দাবন চম্পাখ্য গ্রন্থেঽতিশয়েন রস্যা ॥ ৭১ ॥

আবার সেই মনোহর মন্দিরসমূহ এমনই সংখ্যাতীত যে, কৃষ্ণকান্তা ব্রজাঙ্গনাগণ যতসংখ্যক মন্দির ইচ্ছা করেন ততসংখ্যক মন্দিরই পাইয়া থাকেন, এমন কি, যূথেশ্বরীগণেরও যে কত মন্দির, যূথেশ্বরীগণই তাহা জানেন না, অপরের ত কথাই নাই ॥ ৬৯ ॥

পুরাণে যাহা 'গোবিন্দভূমি' নামে পরিগীত, তন্ত্রে যাহা 'যোগপীঠ' নামে কথিত, তাহাই শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মিলনস্থান—উহাকেই আমরা "শ্রীকুঞ্জরাজ" নামে অভিহিত করিতেছি ॥ ৭০ ॥

সেই কুঞ্জরাজের দক্ষিণে শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াভূমি দোলস্থলী বিরাজমান। এই দোলস্থলী অতিশয় বিচিত্র-শিল্পা এবং ইহার স্বরূপ-শোভার অপূর্ব্ব মাধুরী "আনন্দ বৃন্দাবনচম্পূ" নামক গ্রন্থে বিশদভাবে আস্বাদনীয়া ॥ ৭১ ॥

তদ্দক্ষিণে দূরত এব কিঞ্চিৎ
শ্রীস্বামি-গোবিন্দপদে সরোঽস্তি।
সমন্ততো যস্য নিকুঞ্জপুঞ্জাঃ
যেষূল্লসন্তি ভ্রমরালি গুঞ্জাঃ॥ ৭২ ॥
যদ্ব্রহ্মকুণ্ডং শিবকোণতুণ্ডং
সমন্তত স্তস্য চ কুঞ্জপুঞ্জাঃ।
যদুত্তরে সা সদশোকবাটী
ধাটীব যা তদ্দ্বয়-ধৈর্য্য-লুণ্ঠে॥ ৭৩ ॥
গোপীশ ঈশঃ স তদীশকোণে
গোপীজনানাং বরদোঽর্চ্চনায়ঃ।

টীকা।—তদ্দক্ষিণে কিঞ্চিদ্দূরে শ্রীস্বামিনো গোবিন্দস্য পদে স্থানে গোবিন্দকুণ্ডাখ্য সরোঽস্তি। যস্য সমন্ততঃ নিকুঞ্জস্য পুঞ্জাঃ সন্তি যেষু কুঞ্জেষু ভ্রমরালীনাং গুঞ্জাঃ শব্দাঃ উল্লসন্তি॥ ৭২ ॥

টীকা।—শিবকোণস্য ঈশানকোণস্য তুণ্ডং তুণ্ডাকারং যদ্ব্রহ্মকুণ্ডং তস্য চ সমন্ততঃ কুঞ্জপুঞ্জাঃ সন্তি। যস্য ব্রহ্মকুণ্ডস্যোত্তরে সা শোভনাশোকবাটী যা অশোকবাচ তদ্দ্বয়স্য রাধাকৃষ্ণস্য ধৈর্য্য-লুণ্ঠে ধৈর্য্যস্য লুণ্ঠনে ধাটীব ধাটী মার্গ-লুণ্ঠকঃ বলাদাক্রমণং ধাটী॥ ৭৩ ॥

সেই দোলস্থলীর দক্ষিণে কিছুদূরে "শ্রীগোবিন্দকুণ্ড" নামে শ্রীকৃষ্ণের এক সরোবর আছে, তাহারই চারিদিকে নিকুঞ্জপুঞ্জ সুশোভিত এবং সেই কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমরনিচয়ের মধুর গুঞ্জন উল্লসিত॥ ৭২ ॥

গোবিন্দকুণ্ডের ঈশানকোণের সম্মুখেই যে "ব্রহ্মকুণ্ড" অবস্থিত, তাহার চারিদিকেই কুঞ্জসমূহ সুশোভিত এবং সেই ব্রহ্মকুণ্ডের উত্তরে যে মনোহর অশোকবাটিকা আছে, তাহা শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলের ধৈর্য্য হরণে ধাটীর ন্যায় অর্থাৎ বলপূর্ব্বক হঠাৎ আক্রমণকারী মার্গলুণ্ঠকের (দস্যুর) ন্যায়॥ ৭৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণসঙ্গায় যথা স দূতী
জনো বিনোদেন মনো ধিনোতি ॥ ৭৪ ॥

তস্যেশকোণে তদদূর এব
তটে তটিন্যা নটবদ্বিভাতি।
বংশীবটো যস্য তলে সবংশীং
বংশীধরো বাদয়তে প্রিয়াভ্যঃ ॥ ৭৫ ॥

যদন্তরে নৈধুবনং বনং ত-
ন্নামগীতং শ্রুতিচিত্রনীতং।
সোঽন্তর্হিতো যত্র পরাং প্রিয়াং প্রাগ্
ম্লানোন্মুখীভ্যো রময়ন্ প্রিয়াভ্যঃ ॥ ৭৬ ॥

টীকা।—গোপীশ নাম্না স ঈশো মহাদেবঃ তস্যাঃ বাট্যা ঈশান কোণেঽস্তি। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গার্থং দূতীজনো যথা গোপীজনানাং বিনোদেন মনোধিনোতি সুখয়তি চ তথা স গোপীশ বরদোঽর্চনীয়শ্চ সন্ গোপীজনানাং মনোধিনোতি ॥ ৭৪ ॥

টীকা।—তস্য গোপীশস্যেশান কোণে তস্য গোপীশস্যাদূরে তটিন্যা যমুনায়াস্তটে বংশীবটো নটবদ্বিভাতি। যস্য বটস্যতলে প্রিয়াভ্যঃ প্রিয়া গোপী আক্রষ্টুং বংশী বাদয়তে ॥ ৭৫ ॥

টীকা।—যস্য যোগপীঠস্যান্তরে নৈধুবনং নাম তদ্বনং। তন্নাম্না নিধুবন নাম্না গীতং কথিতং সৎ শ্রীরাধয়া সহ নিধুবনং শ্রুতিচিত্রনীতং শ্রুতৌ কর্ণে

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গবিধানে দূতীজন যেরূপ গোপাঙ্গনাগণের লীলাবিহার দ্বারা চিত্তবিনোদন করিয়া থাকেন, সেইরূপ সেই বাটীর ঈশানকোণে যে 'গোপীশ্বর' নামক শিব আছেন, তিনি গোপীগণের অর্চ্চনীয় ও বরদ হইয়া তাঁহাদের চিত্তের শান্তি বিধান করিয়া থাকেন ॥ ৭৪ ॥

সেই গোপীশ্বরের ঈশানকোণে অদূরে শ্রীযমুনার তটে প্রসিদ্ধ 'বংশীবট' নটের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। এই বংশীবটের তলদেশেই বংশীধর শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণকে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত বংশীধ্বনি করিয়া থাকেন ॥ ৭৫ ॥

সূর্য্যাস্পদে নৈঋ্ঋতকোণকন্দে
কুন্দোত্থবৎ কঞ্জ-নিকুঞ্জ-পুঞ্জে।
শ্রীরাধিকা-সূর্য্যসমর্চ্চনায়ৈ
নবা জবা রাজতি রাগফুল্লা *॥ ১৭ ॥
বায়ব্যকোণে চ কদম্বমূলে
যা ভদ্রকাল্যস্তি তদর্চ্চনায়াং।
স গোপকন্যাদিক চীরচিত্তং
চৌরী চকারাস্তি চ চীরচোরঃ॥ ১৮ ॥

চিত্তে চ নীতং প্রাপিতং। যৎ যত্র নিধুবনে পরাং প্রিয়াং শ্রীরাধাং রময়ন্ রাসোন্মুখীভ্যঃ প্রিয়াভ্যঃ সকাশাৎ অর্থাৎ রাসারম্ভস্য প্রাক্ সঃ শ্রীকৃষ্ণোঽন্তর্হিতঃ। অতিশয়েন নিধুবনং রমণং বিদ্যতে যত্র তন্নৈধুবনং। রতং নিধুবনঞ্চ তদিত্যমরঃ॥ ১৬ ॥

টীকা।—রাধিকয়া কর্ত্র্যা সূর্য্যাস্য সম্যক্ পূজনার্থং যত্র সূর্য্যাস্পদে ফুল্লা নবা জবা পুষ্পং রাজতি। রাগফুল্লা ইতি পাঠে রাগেনানুরাগেন রক্তরাগেন চ। কীদৃশে সূর্য্যাস্পদে? নৈঋত কোণস্য কন্দে সুখদে। কুন্দোত্থনিকুঞ্জ পুঞ্জবৎ কঞ্জস্য পদ্মস্য নিকুঞ্জপুঞ্জং যত্র তত্র তথাচ কুন্দকঞ্জ পদ্মকুঞ্জবতি॥ ১৭ ॥

সেই বংশীবট নামক যোগপীঠের উত্তরে যে নৈধুবন অর্থাৎ বিহার-কানন আছে, তাহাই 'নিধুবন' নামে কথিত। তথায় শ্রীরাধার সহিত যে নিধুবন অর্থাৎ লীলারমণ তাহা প্রেমিক ভক্তের একমাত্র গেয়, শ্রবনীয় ও চিন্তনীয়। সেই নিধুবনেই পরম প্রিয়তমা শ্রীরাধাকে লইয়া রমণ করিবার উদ্দেশে রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ রাসোন্মুখী ব্রজললনাগণের নিকট হইতে রাসারম্ভের পূর্ব্বেই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন॥ ১৬॥

উহার নৈঋ্ঋতকোণে কুন্দকুসুমকুঞ্জের ন্যায় কমল-কুঞ্জপুঞ্জের মধ্যে যে সুখদ সূর্য্যাস্পদ অর্থাৎ সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেই সূর্য্যাস্পদে শ্রীরাধাঠাকুরাণী সূর্য্যপূজা করায়, অনুরাগোৎফুল্ল বা রক্তরাগে প্রফুল্ল নবীন জবাকুসুম শোভা পাইতেছে॥ ১৭ ॥

"যত্র ফুল্ল" ইতি পাঠান্তরম্।

কোণেঽনলস্যাস্তি স বিঘ্নরাজো
য মর্চ্চয়ন্তি প্রযতাঃ প্রিয়ং তাঃ।
প্রিয়প্রসঙ্গেঽনিশবিঘ্নশঙ্কাঃ
শঙ্কা লভন্তেঽত্র বিনোদ্যমেন ॥ ৭৯ ॥
প্রাচ্যাং দিশি প্রেমময়প্রপূর্ণং
শ্রীবেণুকূপং বিলসত্যলং যৎ।
শ্রীবেণুবাদ্যৈঃ স্বয়মবিরাসীৎ
শ্রীবেণুপাণেঃ পরম প্রিয়ায়ৈ ॥ ৮০ ॥

টীকা।—যা ভদ্রকালী অস্তি তস্যাঃ ভদ্রকাল্যাঃ অর্চ্চনায়াং সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ গোপকন্যানামাদি শব্দেন ব্রতপূর্ণদিনে নিমন্ত্র্য আনীতানাং শ্রীরাধিকাদি-গোপবধূনাঞ্চ চীরং চ চিত্তং চ চৌরী চকার। যত্র চীরচোরচাস্তি ॥ ৭৮ ॥

টীকা।—অনলস্য কোণেঽগ্নিকোণে সঃ শ্রীকৃষ্ণ এব বিঘ্নরাজঃ সন্নস্তি স প্রসিদ্ধো বা। যং প্রিয়ং বিঘ্নরাজং তাঃ গোপ্যঃ প্রযতাঃ অর্চ্চয়ন্তি। অত্র পূজায়াং উদ্যমেন বিনা প্রেয়সঃ প্রিয়স্য প্রকৃষ্ট সঙ্গেঽনিশং নিরন্তরং বিঘ্নশঙ্কা লভন্তে। শঙ্কেতি পূজায়ামুদ্যমেন বিনা কা বা গোপীশং সুখং লভন্তে ন কাপীত্যর্থঃ ॥ ৭৯ ॥

আবার তাহার বায়ুকোণে কদম্বতরুমূলে যে ভদ্রকালী আছেন, সেই ভদ্রকালীর অর্চ্চনার সময় শ্রীকৃষ্ণ ব্রতপূর্ণ-দিনে শ্রীরাধিকাদি গোপবধূগণকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক আনয়ন করিয়া তাঁহাদের বসন ও মন উভয়ই চুরি করিয়াছিলেন। এই স্থানেই সেই বসনচোর নিত্য অবস্থান করেন ॥ ৭৮ ॥

উহার অগ্নিকোণে সেই শ্রীকৃষ্ণ, তাদৃশ বিঘ্নরাজ স্বরূপে অবস্থান করিলেও গোপীগণ সেই বিঘ্নরাজকেই প্রিয়তমস্বরূপে অতীব যত্নের সহিত অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এই অর্চ্চনায় বা পূজায় বিঘ্নের কোন কারণ না থাকিলেও প্রিয়-প্রসঙ্গে নিরন্তরই বিঘ্নাশঙ্কা করিয়া থাকেন। শঙ্কা এইযে, তাদৃশী পূজায় উদ্যম ব্যতিরেকে কেহই বা গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গসুখলাভ করিতে পারেন? অর্থাৎ কেহই লাভ করিতে পারে না ॥ ৭৯ ॥

রাসোন্মুখে ত্যক্ত সমস্তকান্তঃ
কান্তস্তদা বাদয়দাশু বেণুং।
রহো বিলাসেন তয়া যদাভূ-
ত্তস্যাঃ পিপাসার্ত্তি পিপাসয়ার্ত্তঃ ॥ ৮১ ॥
শৃঙ্গার শান্তৌ যদধো নিকুঞ্জে
শৃঙ্গারয়ামাস পরাং প্রিয়াং সঃ।
শৃঙ্গারনামা স বটোঽধুনাপি
সন্দীপ্যতে তত্ত্বদিবেক্ষতে চ ॥ ৮২ ॥

টীকা —বিঘ্নরাজস্য পূর্ব্বদিশি প্রেমময়-পয়সা জলেন প্রপূর্ণং শ্রীবেণুকূপ-মলং বিলসতি। পরম প্রিয়া শ্রীরাধা তস্যাঃ অর্থে বেণুপাণেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বেণুবাদ্যৈঃ করণৈঃ যৎ বেণুকূপং স্বয়মাবির্বভূব ॥ ৮০ ॥

টীকা।—বেণুকূপাবির্ভাবে কারণমাহ। রাসোৎসবস্যোন্মুখে ত্যক্তাঃ সমস্তাঃ কান্তাঃ যেন তথাভূতঃ কান্তঃ আশু বেণুং তদা অবাদয়ৎ। কদা তত্রাহ। তয়া রাধিকয়া সহ রহো বিলাসেন তস্যাঃ রাধায়াঃ পিপাসয়া যা আর্ত্তি পীড়া তস্যাঃ পিপাসায়া নাশেচ্ছয়া সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ যদা আর্ত্তোঽভূৎ ॥ ৮১ ॥

সেই বিঘ্নরাজের পূর্ব্বদিকে প্রেমময় সলিলপরিপূরিত 'শ্রীবেণুকূপ' নামক একটি কূপ অতিশয় শোভা পাইতেছে। বেণুপানি শ্রীকৃষ্ণ পরমপ্রিয়তমা শ্রীরাধার অভিসার উদ্দেশে কোন সময়ে মোহনবেণু বাদ্য করিয়াছিলেন, তাহাতেই এই সুন্দর 'বেণুকূপ' স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিল ॥ ৮০ ॥

অতঃপর সেই বেণুকূপ আবির্ভাবের কারণ কথিত হইতেছে। রাসোৎসবের উন্মুখে রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমা শ্রীরাধার সহিত নিভৃতলীলা বিলাস করিবার নিমিত্ত সমস্ত ব্রজকান্তাগণকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধাকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। নিভৃত লীলাবিলাসে উভয়েই পরিশ্রান্তা হইয়া শ্রীরাধা পিপাসার্ত্তা হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সেই পিপাসার্ত্তি নিবারণেচ্ছায় সেই সময় আশু বেণুবাদন করিয়াছিলেন। তাহাতেই উক্ত বেণুকূপ আবির্ভাব হইয়াছিল ॥ ৮১ ॥

যদা স বংশীবটগঃ স্ববংশীং
বংশীধরোঽবাদয়দাশু তর্হি
ধীরঃ সমীরোঽপি বভূব যত্র
স্থলঞ্চ তদ্ধীরসমীর নাম ॥ ৮৩ ॥
সসম্ভ্রমো যত্রাপি ভাতি কৃষ্ণা
কৃষ্ণানুরাগা পুলিনানি তস্যাঃ।

টীকা।—শৃঙ্গারস্য শান্ত্যাববসানে সতি যস্য বটস্যাধো নিকুঞ্জে সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরাং প্রেয়সীং শ্রীরাধাং শৃঙ্গারয়ামাস ভূষয়াঞ্চকার। স বটোঽধুনাপি শৃঙ্গারবট-নামা সম্যক্ জনৈ গীয়তে যত্র তৎ বটোঽধঃ কুঞ্জং তদিব রহস্যলীলা সহিত শৃঙ্গারাদি কর্ত্তুং যোগ্যং নিকুঞ্জমিবাধুনাপি চ ঈক্ষতে। গ্রন্থ নির্ম্মাণ সময়ে শৃঙ্গারবটতলেঽতীব নিভৃতকুঞ্জমাসীদিতি শ্রুতং ॥ ৮২ ॥

টীকা।— স বংশীধরো বংশীবটগঃ সন্ যদা স্ব বংশীমবাদয়ৎ তর্হি সমীরো বায়ুরপ্যাশু ধীরো বভূব। যত্র স্থলে বায়ু ধীরো বভূব তৎ স্থলমপি ধীর-সমীর নাম বভূব ॥ ৮৩ ॥

বিহারাবসানে যে বটতরুর তলদেশস্থিত নিকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ পরম প্রিয়তমা শ্রীরাধাকে বিবিধ বেশভূষায় পূর্ব্ববৎ বিভূষিতা করিয়াছিলেন, সেই বটবৃক্ষই অধুনা 'শৃঙ্গারবট' নামে অভিহিত। এই বটতরুর তলদেশে এখনও রহস্যলীলার সহিত শৃঙ্গারাদির উপযোগী একটী নিকুঞ্জ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। * ॥ ৮২ ॥

বংশীধর শ্রীকৃষ্ণ সেই বংশীবটের সমীপে গমন করিয়া যে সময় স্বীয় বংশীধ্বনি করিয়াছিলেন, সে সময় সমীরণও আশু ধীর অর্থাৎ স্তম্ভিত হইয়াছিল। এইরূপে যে স্থানে বায়ু ধীর হইয়াছিল, সেই স্থানই "ধীর-সমীর" নামে অভিহিত ॥৮৩॥

---

* কথিত আছে, যে সময় শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই গ্রন্থ রচনা করেন, তৎকালে শৃঙ্গারবটতলে অতীব নিভৃত এক নিকুঞ্জ বিদ্যমান ছিল।

তথৈব সর্ব্বত্র তথাপি বংশী
বটান্তি মান্যেব নটন্তি মন্যে॥ ৮৪ ॥
সর্ব্বত্র কুঞ্জোত্তমমন্দিরেষু
বৃন্দাদয়ঃ প্রত্যহমেব সায়ং।
শয্যাদিকং যা রচয়ন্তি চিত্রং
চিত্রং স কৃষ্ণোঽপি যদীক্ষণে স্যাৎ॥ ৮৫ ॥
তত্রৈব সর্ব্বাঃ প্রতিবাসরান্তে
তাম্বুল-চর্ব্বান্ত যথাতথঞ্চ।

টীকা।—কৃষ্ণা যমুনা তস্যাঃ পুলিনানি চ যদ্যপি শ্রীবৃন্দাবনস্য সমন্ততো ভান্তি তথাপি সর্ব্বত্র তথৈব বংশীবটস্যান্তিমানি নিকটবর্ত্তিতয়া স্থিতান্যেব উল্লাসেন নটন্তীত্যহং মন্যে। যমুনাপুলিনয়োঃ বংশীবটসমীপে শোভাতিশয়মিতি ভাবঃ॥ ৮৪ ॥

টীকা।—যা বৃন্দাদয়ঃ কুঞ্জোত্তম মন্দিরেষু সায়ংকালে চিত্রং শয্যাসনাদিকং রচয়ন্তি। যেষাং শয্যাদীনামীক্ষণে স কৃষ্ণোপি চিত্রং স্যাৎ। বৃন্দাদি কর্ত্তৃক প্রত্যহমেব শয্যাদি রচনা প্রকারপূর্ব্বং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণোঽপি প্রত্যহমেবাশ্চর্য্যং মন্যতে॥ ৮৫ ॥

শ্রীযমুনা ও তাহার কৃষ্ণানুরাগময় পুলিনসমূহ যদিও শ্রীবৃন্দাবনের চারিদিকেই শোভা পাইতেছে এবং যদিও সর্ব্বত্রই সেই একই রূপ শোভা, তথাপি বংশীবটের সমীপবর্ত্তিনী শোভা যেন উল্লাসভরে নৃত্য করিতেছে বলিয়া মনে হয়। ফলতঃ শ্রীযমুনা ও তাহার পুলিনের শোভা বংশীবটের সমীপেই যেন সর্ব্বোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে; ইহাই তাৎপর্য্য॥ ৮৪ ॥

শ্রীবৃন্দাবনের সর্ব্বত্র যে সকল উত্তম নিকুঞ্জ মন্দির আছে, শ্রীবৃন্দাদি সখীবৃন্দ প্রত্যহ সেই সকল মন্দির মধ্যে সায়ংকালে অপূর্ব্ব শয্যাদি রচনা করিয়া থাকেন। সেই সকল শয্যাসনাদি-রচনা নিত্য নূতনবিধ ও অপূর্ব্ব মনোহর সন্দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণও নিত্য বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন॥ ৮৫ ॥

তৎ সর্ব্ব মালোক্য রসেন চিত্রং
চিত্তং দ্রুতং তাশ্চ তথা দ্রুতাশ্চ ॥ ৮৬ ॥
শ্রীনন্দীশ্বরমন্দিরান্তমভিতোবৃন্দাবনেন্দোঃ পদং
শ্রীবৃন্দাবনমেব কাননবনং তত্রোল্লসদ্রোচিষা।
শ্রীবৃন্দাবন-দেশলেশ মননে শ্রীরীতিচিন্তামণৌ
লভল্লী-রসলোভ-শোভনাদয়ঃ সর্গো দ্বিতীয়োদয়ঃ ॥ ৮৭ ॥
ইতি দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

টীকা।—প্রতিবাসরাদৌ প্রতিপ্রাতঃকালে সর্ব্ব-বৃন্দাদয়ঃ তত্রৈব স্ব-নির্ম্মিত-শয্যাদিষেব তাম্বুল-চর্ব্বাদি মালোক্য তথা তৎসর্ব্বং শয্যাদিক মথবা তথং ব্যস্তসমস্তঞ্চালোক্য তথা তৎসর্ব্বং রসেন যাবকাদিরসেন চিত্রঞ্চালোক্য তাসাং চিত্তং দ্রুতং ভবতি তাশ্চ বৃন্দাদয়ো দ্রুতাঃ প্রেমানন্দা-দিভিঃ যাদ্র্া ভবন্তীতি ॥ ৮৬ ॥

টীকা।—নন্দীশ্বরমন্দিরান্তং তথা তস্য মন্দিরস্যাভিত শ্চতুর্দ্দিক্ষু শ্রীকৃষ্ণস্য পদং বিহারস্থানং তত্র তেষু স্থানেষু মধ্যে উল্লসদ্রোচিষা শ্রীবৃন্দাবনমেব কাননেষু বনং কাননোত্তমং তস্য বৃন্দাবনদেশস্য যো লেশ স্তস্য মননং যস্মাত্তস্মিন্ শ্রীরীতিচিন্তামণৌ দ্বিতীয়োদয়ঃ সর্গঃ। সর্গঃ কীদৃশঃ? তয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়ো লীলারসস্য লোভে লোভোৎপাদনে শোভনা দয়া যস্য সঃ ॥ ৮৭ ॥

প্রত্যহ প্রাতঃকালে বৃন্দাদিসখীগণ সেই সকল স্বহস্ত-নির্ম্মিত শয্যাদিতে তাম্বুলচর্ব্বাদি, শয্যাদির বিন্যাস বিপর্য্যয় এবং অলক্তরসে চিত্রণাদি—শ্রীরাধাশ্যামের লীলাবিহারের চিহ্নসকল অবলোকন করিয়া প্রেমানন্দরসে চিত্ত দ্রবীভূত হওয়ায় তাহারাও দ্রুতা অর্থাৎ আর্দ্রীভূতা হইয়া থাকেন ॥ ৮৬ ॥

শ্রীনন্দীশ্বর-মন্দির-প্রান্তে ও তাহার চারিদিকে বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের যে সকল বিহারস্থান আছে, তন্মধ্যে উল্লসিত শোভা-মাধুর্য্যে শ্রীবৃন্দাবনই কাননসমূহের মধ্যে কাননোত্তম। সেই বৃন্দাবন প্রদেশের লেশমাত্র মনন যাহাতে সিদ্ধ হয়, সেই "শ্রীব্রজরীতি-চিন্তামণি" নামক গ্রন্থে শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা-রসের লোভোৎপাদনে শোভনা দয়া স্বরূপ এই দ্বিতীয় সর্গ বিবৃত হইল ॥ ৮৭ ॥

তৃতীয়ঃ সর্গঃ ।

বৃন্দাবনেষ্বীদৃশ-বৈভবেষু
মাধুর্য্যধূর্য্যধ্বজবদ্ধিনোতি ।
গোবর্দ্ধনো নাম ধরাধিরাজো
রাজোপচারৈর্যুবরাজরাজং ॥ ১ ॥

নানাবিধা রত্ন-বরেণ্য-বারাঃ
শিলা যদীয়া বিলসন্তি যত্র ।
কৃষ্ণস্য সিংহাসন-পীঠ-খট্বা-
শয্যাদি-রূপা রসরাজ্য-ভূপাঃ ॥ ২ ॥

টীকা ।—গোবর্দ্ধনো নাম পর্ব্বতঃ যুবরাজরাজং শ্রীকৃষ্ণং রাজোপচারৈঃ রত্নাসনাদিভি ধিনোতি প্রীণয়তি । কীদৃশঃ ? ঈদৃশ-বৈভবেষু বৃন্দাবনেষু মাধুর্য্যময় ধ্বজাবৎ ॥ ১ ॥

টীকা ।— যত্র গোবর্দ্ধনে যদীয়া নানাবিধাঃ শিলা বিলসন্তি । কীদৃশাঃ ? রত্নবরেণ্যানাং বারা সমূহরূপাঃ । সমূহো বৃত্র ইতি বা নিবহাবসরে বার ইত্যমরঃ । কৃষ্ণস্য সিংহাসনাদিরূপাঃ । রসরূপরাজ্যস্য ভূপাঃ শ্রীকৃষ্ণস্তৎ পরিকরেভ্যো নানাবিধরসদাতারঃ । যাসু সখ্যাদি-সর্ব্বে রসা ভবন্তী-ত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ঈদৃশ বৈভববিশিষ্ট শ্রীবৃন্দাবনে মহামাধুর্য্যের ধ্বজ-স্বরূপ 'শ্রীগোবর্দ্ধন' নামক গিরিরাজ রত্নাসনাদি রাজোপচার দ্বারা ব্রজযুবরাজশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

এই শ্রীগোবর্দ্ধনে যে নানাবিধ মহামূল্য রত্নশিলা আছে, সেই সকল শিলা শ্রীকৃষ্ণের সিংহাসন, পীঠ (বসিবার আসন) খট্বা (পালঙ্ক) ও শয্যাদিরূপে এবং সখ্যাদি রসরূপ রাজ্যের রাজ্ঞী স্বরূপে শোভা পাইতেছে । অর্থাৎ সেই রত্নশিলাসমূহ শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপরিকরগণকে নানাবিধ রসপ্রদান করিয়া থাকে অথবা সেই সকল শিলায় সখ্যাদি সকল রসের লীলা-বিলাসই সিদ্ধ হইয়া থাকে ; ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ২ ॥

যৎ কন্দরাঃ কুঞ্জ-বরেণ্য-পুঞ্জাঃ
শ্রীকৃষ্ণ-কেলী-রস-মন্দিরাণি।
পৃথক্ পৃথক্ তৎপরমপ্রিয়াদেঃ
সৌভাগ্য-ভাগ্যোত্তম-যোগ্যতানি ॥ ৩ ॥
পরাগপুষ্পৈর্মধুভির্মরন্দৈঃ
প্রবালজালৈর্মধুরৈঃ ফলৈশ্চ।
নানাবিধৈর্যস্তরবো লতাভিঃ
কৃষ্ণস্য সেবাং রচয়ন্তি তাভিঃ ॥ ৪ ॥
যদ্ধাতবো গৈরিক-হিঙ্গুলাদ্যা
মনঃশিলাখ্যা হরিতাল-মুখ্যাঃ।

টীকা।—যৎকন্দরাঃ কীদৃশাঃ কুঞ্জবরেণ্যানাং পুঞ্জা যত্র তাদৃশাঃ তথা শ্রীকৃষ্ণ-কেলি-মন্দিরাণি। কীদৃশানি। পৃথগিত্যাদি তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পরম-প্রিয়াদেঃ পৃথক্ পৃথক্ সৌভাগ্যভাগ্যোত্তমস্য সূচিকা যোগ্যতা যেষু তানি। তথা চ যস্যা যাদৃশ সৌভাগ্যভাগ্যং তস্যা তাদৃশং মন্দিরমেব তস্যাঃ সৌভাগ্য-ভাগ্যোত্তমং সূচয়তি। আদি পদেন সখী কিঙ্করী সখ্যাদীনাঞ্চ ॥ ৩ ॥

টীকা।— যত্তরবঃ যস্য গোবর্দ্ধনস্য বৃক্ষাঃ লতাভিঃ সহিতাঃ। নানাবিধৈঃ পরাগপুষ্পাদিভিঃ তাভিঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত শিলাদিভিশ্চ পরাগঃ পুষ্পরজঃ মরন্দঃ পুষ্পরসঃ প্রবালো নবপল্লব তস্য জালৈঃ সমূহৈঃ কৃষ্ণস্য সেবাং রচয়ন্তি ॥ ৪ ॥

তথায় যে সকল গিরি-কন্দর, কুঞ্জোত্তমপুঞ্জ ও শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া-বিলাস-ভবন আছে, তৎসমুদয়ই শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেয়সী, সখী, কিঙ্করী ও সখাদির পৃথক্ পৃথক্ সৌভাগ্যভাগ্যোত্তমসূচক অর্থাৎ যাঁহাদের যেমন সৌভাগ্যভাগ্য তাঁহাদের সেইরূপই উপযুক্ত মন্দির ॥ ৩ ॥

এই গোবর্দ্ধনের বৃক্ষ-বল্লরী-সমূহ নানাবিধ পুষ্প, পরাগ, মধু, পুষ্পরস, নবপল্লব ও সুমধুর ফলনিচয় দ্বারা এবং পূর্ব্বপূর্ব্ব শ্লোকোক্ত শিলাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা অর্থাৎ পরিচর্য্যা-বিধান করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

অতিপ্রিয়াঃ শ্যাম-শরীর শোভা
লোভায় কুর্ব্বন্তি বিধুপ্রিয়াণাং ॥ ৫ ॥
কস্তুরিকা সুদ্ধরিণৈ র্নিসৃষ্টা
জাতাঃ স্বয়ং কুঙ্কুমসার-জাতাঃ
কর্পূরপূরাশ্চ সুগন্ধয়ন্তি
কৃষ্ণায় কৃষ্ণাগুরুভিশ্চ যত্র ॥ ৬ ॥
যত্রাস্তি সা চন্দনসার জাতি
র্ন তত্র সর্পাঃ সচ চেদ্বিষং ন ।
বিষঞ্চ চেৎ ক্বাপি ন দুঃখদং
তদ্ধরেঃ সুখৈকং হরিদাসবর্য্যো ॥ ৭ ॥

টীকা ।— গৈরিক হিঙ্গুলাদ্যা অতিপ্রিয়াঃ যস্য ধাতবঃ বিধোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়াণাং লোভায় শ্যাম শরীরস্য শ্রীকৃষ্ণশরীরস্য শোভাঃ কুর্ব্বন্তি ॥ ৫ ॥

টীকা ।— যত্র সদ্ধরিণৈঃ গোবর্দ্ধনীয় হরিণৈর্নিসৃষ্টা ত্যক্তাঃ কস্তুরিকাঃ তথা স্বয়ং জাতাঃ কুঙ্কুম-সারস্য জাতাঃ সমূহাঃ । কর্পূরপূরাশ্চ স্বয়ং জাতাঃ কৃষ্ণাগুরুভিঃ সহ শ্রীকৃষ্ণায় শ্রীকৃষ্ণার্থং সুগন্ধয়ন্তি ॥ ৬ ॥

টীকা ।— যত্র হরিদাসবর্য্যে গোবর্দ্ধনে সা চন্দনজাতিরস্তি । তত্র চন্দনজাতৌ সর্পো ন । চেদ্ যদি স সর্প স্তত্র বর্ত্ততে তদা তস্য সর্পস্য বিষং ন । চেদ্ যদি ক্বাপি সর্পে তদ্বিষং দুঃখদং ন প্রত্যুত তদ্বিষং হরেঃ সুখৈকং হরেঃ সুখমেব একং মুখ্যং কেবলং বা যত সুধাভূতং ॥ ৭ ॥

সেই গিরি-সম্ভূত গৈরিক হিঙ্গুল মনঃশিলা ও হরিতালাদি শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রিয় ধাতুসকলও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয়তমাগণের লালসা-উদ্দীপনের নিমিত্ত শ্যামসুন্দরের অঙ্গশোভাবিধান করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

তথায় হরিণযূথ পরিত্যক্ত কস্তূরিকা, স্বয়ংজাত কুঙ্কুম-সারসমূহ ও কর্পূর-প্রবাহ কৃষ্ণাগুরুর সহিত সম্মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-সম্পাদনার্থ মনোহর সৌরভ বিকীর্ণ করিতেছে ॥ ৬ ॥

সেই হরিদাসবর্য্যে অর্থাৎ শ্রীগোবর্দ্ধনে চন্দনতরুরাজি থাকিলেও তাহাতে

ব্যাবর্ত্তনে বামাবশান্মৃগাক্ষ্যাঃ
সর্পাদি বীক্ষাদিভিরেব সদ্যঃ।
স্বয়ং সমাশ্লেষ-বিশেষ-লাভো
হরেঃ রসোহসৌ হরিদাস-বর্য্যে ॥ ৮ ॥
ক্বচিচ্ছিলা-নীলমণি প্রবীণাঃ
কুত্রাপি তা মারকতৈকধামাঃ।

টীকা।— হরিদাসবর্য্যোক্ত সর্পবিষমপি কৃষ্ণসুখমুলং ভবেদাহ। মৃগাক্ষ্যাঃ বাম্যবশাদ্যাবর্ত্তনে কৃষ্ণং বিহায় বিবৃত্যান্যত্র গমনে সর্পাদি বীক্ষাদিভিরেব স্বয়ং মাগত্য সা ভয়াৎ শ্রীকৃষ্ণমালিঙ্গ্য তিষ্ঠতীত্যাকারক হরেঃ রসো সম্যক্ আশ্লেষ লাভ রূপো রসো ভবেদিতি শেষঃ। তস্যা অপি প্রেয়স্যাঃ সর্ব্বথৈব যদি মানভঙ্গো ন ভবতি তদা সর্পেণাহং দষ্টঃ ইতি শ্রীকৃষ্ণবাক্য-শ্রবণমাত্রেণ মানং ত্যক্ত্বা তস্যৈব শ্রীকৃষ্ণস্য শুশ্রূষায়াং ব্যগ্রা ভবত্যেবং সুখদামিতি ॥ ৮ ॥

সর্প নাই, যদি কোনস্থলে সর্প থাকে, তাহা হইলে সে সর্পের বিষ থাকে না; যদিবা কোথাও সর্পে বিষ থাকে, তাহাও আবার দুঃখপ্রদ হয় না, প্রত্যুত তাহা শ্রীকৃষ্ণের কেবল সুখের কারণই হয় ॥ ৭ ॥

হরিদাসবর্য্যে অর্থাৎ সেই গোবর্দ্ধনপ্রদেশে সর্পবিষও কিরূপে কৃষ্ণসুখকর হয়, তাহ এই শ্লোকে বিবৃত হইতেছে। মৃগলোচনা শ্রীরাধা বাম্যভাব প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিবার কালে যদি দৈবাৎ সর্পাদি দর্শন করেন, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ সভয়ে স্বয়ং আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া অবস্থিতি করেন। এইরূপেই শ্রীকৃষ্ণের এই সমাশ্লেষ (সম্যক্ আলিঙ্গন) রূপ বিশেষ লাভে এক পরমানন্দরস স্ফুরিত হইয়া থাকে। অথবা কোন প্রেয়সীর যদি কোনপ্রকারেই মানভঙ্গ না হয়, তাহা হইলে "আমাকে সর্পে দংশন করিল" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেমন চীৎকার করিয়া উঠেন, অমনিই তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ মাত্র তিনি অভিমান পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের শুশ্রূষার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকেন, ইহাও শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সুখদ ॥ ৮ ॥

তাঃ পদ্মরাগাঃ স্ফটিকাশ্চ কাশ্চিদ্
গোবর্দ্ধনাদ্রৌ বিধু-কেলি-কল্পাঃ॥ ৯॥
জাম্বুনদগ্রাববরান্নিরীক্ষ্য
কৃষ্ণাগ্রজোহত্রেং বৃষভানুজাধীঃ।
দূরং প্রয়াতি স্ফটিকোচ্চয়াত্তাং
কৃষ্ণাগ্রজেঽত্রেত্যপি সাপি যত্র॥ ১০॥

টীকা।—তাস্থ শিলাঃ ক্বাপি স্থানে নীলমণি প্রবীণাঃ নীলমণেঃ প্রাবিণ্যং সৌৎকর্ষমপ্যা অপি তত্র শিলাঃ সন্তি মরকতমণে বৈকাবৃত্তির্যত্র তথাভূতা স্তত্ত্রারেত্যর্থঃ। তাঃ শিলাঃ বিধোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য কেলৌ কল্পাঃ সমর্থাঃ॥ ৯॥

টীকা।—কৃষ্ণাগ্রজঃ শ্রীবলদেবঃ জাম্বুনদগ্রাববরান্ স্বর্ণবর্ণ পাষাণবরান্ সমূহ মধ্যে বীক্ষ্যাত্র শ্রীবৃষভানুজাবর্ত্তত ইতি ধী র্যস্য সঃ অবং শীঘ্রং দূরং প্রয়াতি। যত্র সা শ্রীরাধিকাপি স্ফটিকশিলাবরান্ বীক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণাগ্রজো বলদেবো হত্রাস্তীতি ধীর্যস্যা সা স্ফটিকোচ্চয়াৎ স্ফটিকসমূহনিকটাৎ দূরং প্রযাতি॥ ১০॥

সেই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে শিলা সকল কোথায় নীলমণি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইয়াও সামান্য শিলারূপে প্রতীত, কোথায় বা মারকতমণির সহিত সমানবৃত্তিতে অবস্থিত অর্থাৎ সেই শিলাসকল মারকতমণিময়, কোথায় বা পদ্মরাগমণিময় এবং কোথায় বা স্ফটিকময়, এইরূপে সেই শিলাসমূহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কেলিবিলাসের সম্পূর্ণ উপযোগী॥ ৯॥

কৃষ্ণাগ্রজ শ্রীবলদেব তথায় স্বর্ণবর্ণপাষাণরাজি দর্শন পূর্ব্বক "এইস্থানে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী অবস্থান করিতেছেন" এইরূপ মনে করিয়া তথা হইতে শীঘ্র দূরে গমন করেন। আবার শ্রীরাধিকাও তথায় স্ফটিক শিলারাজি দর্শন পূর্ব্বক "এইস্থানে কৃষ্ণাগ্রজ বলদেব অবস্থান করিতেছেন" এইরূপ মনে করিয়া সেই স্ফটিক সমূহের নিকট হইতে দূরে প্রস্থান করেন। পরস্পরের বর্ণ-সাম্য হেতুই তাঁহাদের এইরূপ বিভ্রম উপস্থিত হইয়া থাকে॥ ১০॥

কৃষ্ণস্তু জাম্বূনদমধ্যমেতি
মুহুঃ স্বকান্তা-দ্যুতি-বিদ্ধবুদ্ধিঃ।
কান্তাদি তস্যেন্দ্রমণী শিলান্তং
কান্ত ভ্রমাচ্ছ্রীহরিদাস-বর্য্যে ॥ ১১

যস্যাঙ্গশোভা ন বিলোভয়ন্তু
কস্মা নিকুঞ্জেষু দরীষু দৃষ্টাঃ।
কৃষ্ণস্য কান্তা নিবহস্য হারা-
দিভিঃ পদালক্তক চর্বিতাদ্যৈঃ ॥ ১২

যস্যেন্দ্রনীলো মণিরেব কৃষ্ণো
জাম্বূনদান্যেব তদীয় কান্তাঃ।

টীকা—জাম্বূনদ গ্রাবান্ বীক্ষ্য স্বকান্তা যা দ্যুতৌ বিদ্ধাবুদ্ধির্যস্য স শ্রীকৃষ্ণস্তু জাম্বুনদশিলামধ্যং গচ্ছতি। তস্য কান্তাপি মণি শিলান্তং শিলামধ্যং তত্র কান্তস্য ভ্রমাৎ মুহুরিতিঃ ॥১১

টীকা—কুঞ্জেষু দরীষু চ শ্রীকৃষ্ণস্য তৎকান্তা সমূহস্য চ হারাদিভি স্তথালক্তক তাম্বুল চর্ব্বিতাদিভিঃ যস্য গোবর্দ্ধনস্যাঙ্গ-শোভা দৃষ্টাঃ সত্যা স্তাঃ শোভাঃ কং বা জনং ন বিলোভয়ন্ত্যপি তু সর্ব্বমেব ॥১২

সেই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে সুবর্ণ-শিলাসমূহ সন্দর্শন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় কান্তা শ্রীরাধার রূপজ্যোতিভ্রমে এই স্থানেই শ্রীরাধা অবস্থান করিতেছেন মনে করিয়া সেই সুবর্ণ শিলারাশি মধ্যে বারংবার গমন করিয়া থাকেন। আবার শ্রীরাধাও ইন্দ্রনীলমণিশিলাসমূহ দর্শন করিয়া স্বীয় কান্ত শ্রীকৃষ্ণ ভ্রমে তথায় বারংবার গমন করিয়া থাকেন ॥ ১১

নিকুঞ্জমন্দিরে ও গিরি-কন্দরে শ্রীকৃষ্ণের এবং কৃষ্ণকান্তাগণের হারাদি ভূষণ, শ্রীচরণের অলক্তকরাগ ও তাম্বুলচর্ব্বিতাদি দ্বারা সেই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের অপূর্ব্ব অঙ্গশোভা পরিদৃষ্ট হয়, সেই শোভাসমূহ কোন্ ব্যক্তির না বিশেষ লোভোৎপাদন করিয়া থাকে? অর্থাৎ সকলেরই লোভোৎপাদন করিয়া থাকে ॥১২

তৎ কেলয়ো যস্য কুটুম্বভাবা
গোবর্দ্ধনস্তং কবয়ন্তু কে বা॥ ১৩
সত্তাণ্ডবং তাণ্ডবিনশ্চরন্তি
গায়ন্তি ভৃঙ্গাশ্চ পিকাশ্চ বীক্ষ্য।
তন্বন্তি তালং* বহুপক্ষিণোঽন্যে
হরেস্তু সেবা হরিদাসবর্য্যে॥ ১৪

টীকা।—যস্য গোবর্দ্ধনস্য ইন্দ্রনীলমণিময়-ভূষণাদিরূপঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বর্ণময়ানি ভূষণাদি-স্বরূপাণি গোপ্যঃ। তৎ কেলয় তেষাং শ্রীকৃষ্ণ তদীয় কান্তানাং কেলয়ঃ কুটুম্বেষু কন্যাপুত্রাদিষিব ভাবাঃ ভাবযুক্তাঃ স্ত্রীপুত্রাদিবৎ সদৈব তত্র বর্ত্তমানা তং গোবর্দ্ধনং কে বা জনাঃ কবয়ন্তু বর্ণয়ন্তু॥ ১৩।

টীকা।—হরিদাসবর্য্যে হরেঃ সেবা বীক্ষ্য। সেবা আহ। শ্রীমদ্ভাগবতে। হন্তা যমরিবলা হরিদাসবর্য্য ইত্যনন্তরং মানং তনোতি। সহ গোগণয়ো স্তয়ো র্যৎ পানীয় সুরস-কন্দর-কন্দমূলৈ রিত্যত্র জলাদিনা গোবর্দ্ধন-কৃত-শ্রীকৃষ্ণ-সেবা দৃষ্টা তাণ্ডবিনো ময়ূরা সত্তাণ্ডবং যথা স্যাত্তথা চরন্তি গচ্ছন্তি। তাণ্ডবং বীক্ষ্য ভৃঙ্গাঃ পিকাশ্চ গায়ন্তি। গানং শ্রুত্বা অন্যে বহুপক্ষিণ স্তালং তন্বন্তি। ১৪

শ্রীকৃষ্ণই যাহার ইন্দ্রনীলমণিময়ভূষণ ও শ্রীকৃষ্ণ-কান্তা গোপীগণই যাঁহার স্বর্ণময় ভূষণাদি-স্বরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় কান্তাগণের কেলি-নিচয়ই যাঁহার কন্যাপুত্রাদির ন্যায় ভাবযুক্ত অর্থাৎ কন্যাপুত্রাদির ন্যায় সর্ব্বদা তথায় বর্ত্তমান, সেই শ্রীগোবর্দ্ধনের মহিমা কাহারা বর্ণন করিতে পারে? অর্থাৎ কেহই বর্ণন করিতে পারে না, ইহাই তাৎপর্য্য॥ ১৩

শ্রীগোবর্দ্ধনে সুরস পানীয়, কন্দর, সুস্বাদু কন্দমূলাদি দ্বারা গো-বৎসগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-সেবা-দর্শন করিয়া ময়ূর সকল নটের ন্যায় সুন্দর নৃত্য করিতে থাকে, সেই নৃত্য দর্শনে ভৃঙ্গ ও কোকিলকুল সুস্বরে গান করিতে থাকে এবং সেই গান শ্রবণ করিয়া অপর পক্ষিকুল তাহাতে তাল বা তান যোজনা করিয়া থাকে॥ ১৪

* 'তালং'—তানমিতি পাঠান্তরম্।

পর্য্যন্তভূমিং পরিতো যদীয়াং
কৃষ্ণস্য খেলাবলি-লালিতানি।
কুণ্ডানি কুঞ্জানি পদানি ভান্তি
সন্নির্ঝরাস্তে পরিতঃ স্রবন্তি ॥ ১৫
তৎপূর্ব্বতো দান নিবর্ত্তনাখ্যং
কুণ্ডং যদীয় স্মরণেন সদ্যঃ।
শ্রীরাধিকা তদ্দয়িতোপ্যদঞ্চ-
দ্রোমাঞ্চ কম্পাঞ্চিত-সুন্দরঃ স্যাৎ ॥ ১৬॥
ততোঽপি পূর্ব্বে পররাসলীলা-
বলী স্থলী সাতি বলীয়সী বা।

টীকা।—গোবর্দ্ধনস্য পরিতঃ চতুর্দ্দিক্ষু যদীয়াং গোবর্দ্ধনীয়াং পর্যন্তভূমিং পরিসরভূমৌ। পর্য্যন্ত ভূপরিসর ইত্যমরঃ। খেলাবলিভির্লালিতানি কুণ্ডানি কুঞ্জানি তথা পদানি স্থানানি ভান্তি তে সন্নির্ঝরাশ্চ পরিতঃ স্রবন্তি॥ ১৫ ॥

টীকা।—তৎ পূর্ব্বতঃ গোবর্দ্ধনস্য পূর্ব্বদিশি দানলীলায়াঃ বর্ত্তনং পরিসমাপ্তির্যত্র তদাখ্যং কুণ্ড মস্তীতিশেষঃ। যদীয় লীলাস্মরণেন শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণোঽপি উদগতরোমাঞ্চ কম্পৈ রঞ্চিতেন পূজিতেন ব্যাপ্তো বা হেতুনা সুন্দরঃ শোভাতিশয়বান্ স্যাৎ ॥১৬ ॥

সেই শ্রীগোবর্দ্ধন-শৈলের চারিদিকে যে পরিসর ভূভাগ আছে তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াসমূহ দ্বারা পরিপুষ্ট কুণ্ড, কুঞ্জ ও লীলাস্থান সমূহ শোভা পাইতেছে এবং সুন্দর নির্ঝর সকল চারিদিকে সংস্রস্ত হইতেছে ॥ ১৫ ॥

সেই শ্রীগোবর্দ্ধনের পূর্ব্বদিকে "দানপরিবর্ত্তন" নামক এক কুণ্ড আছে। এই স্থানেই দানলীলা ব্যাপারের পরিসমাপ্তি হইয়াছিল, এইজন্যই ইহা "দান নিবর্ত্তন" নামক অভিহিত। এই দানলীলার বিষয় স্মরণ করিয়া শ্রীরাধিকা এবং শ্রীরাধাবল্লভও সাত্ত্বিকবিকারজনিত কম্পপুলকান্বিত হইয়া অতীব শোভাশালী হন ॥১৬ ॥

স্মৃতাপি তাং তং নটয়ত্যকাণ্ডে
স্বীয়ে রসে চন্দ্রসরোবরঞ্চ ॥ ১৭ ॥
গোবর্দ্ধন-প্রাগ্দিশি দক্ষিণাংশে
সঙ্কর্ষণানন্দ—সরোবরং তৎ।
তৎপূর্ব্বতো রাজতি তচ্চ গৌরী
তীর্থং ন গৌরীপতি রেতি যত্র† ॥ ১৮ ॥

টীকা।—তত তস্মাদ্দান-নিবর্ত্তনাখ্য কুণ্ডাৎ পূর্ব্বে পরাস্থলীতিখ্যাতা পরা উত্তমা রাসলীলা বা আবলি শ্রেণি র্যত্র তথাভূতা স্থলী সা ত্বতিবলীয়সী বলবত্বে হেতুমাহ। যেতি যা স্থলী স্মৃতাপি তথা স্মৃতং তত্রস্থং চন্দ্রসরোবরঞ্চা-কাণ্ডে অসময়ে অকস্মাদিত্যর্থঃ। তাং শ্রীরাধাং শ্রীকৃষ্ণ স্বীয়ে রসে নটয়ন্তি অন্য লীলাদি-বিস্মরণ-পূর্ব্বক তল্লীলায়া মুহুঃ স্মরণাদিক মেবাত্র নটনং ॥ ১৭ ॥

টীকা—দানকুণ্ডস্য দক্ষিণে তৎসঙ্কর্ষণ-কুণ্ডং যৎ পর্ব্বতঃ যস্য সঙ্কর্ষণসরো-বরস্য পূর্ব্বে তৎ গৌরীতীর্থঞ্চ রাজতি। যত্র গৌরীতীর্থং ন গৌরীপতিরেতি। নেতি পাঠে গৌরীপতি নেতিন আগচ্ছতি গমনে গমনাভাবে চ কারণং শ্রীকৃষ্ণ-রহস্য লীলাভূমিত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

অনন্তর সেই 'দান-নিবর্ত্তন' নামক কুণ্ডের পূর্ব্বে যে পরা রাসলীলাবলীর স্থলী বিদ্যমান আছে, তাহা অতীব বলীয়সী অর্থাৎ অদ্ভুত শক্তিবিশিষ্টা। যেহেতু, সেই রাসস্থলী এবং তত্রস্থ চন্দ্র-সরোবরকে স্মরণ করিলে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণও স্বীয় রসে নৃত্য করিয়া থাকেন অর্থাৎ অন্য লীলাদি বিস্মৃত হইয়া কেবল সেই লীলাই মুহুর্ম্মুহু স্মরণাদি করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

শ্রীগোবর্দ্ধনের পূর্ব্বদিকে দানকুণ্ডের দক্ষিণে "সঙ্কর্ষণানন্দ-সরোবর" নামক শ্রীবলদেবের আনন্দ-দায়ক এক কুণ্ড আছে। সেই সরোবরের পূর্ব্বদিকে 'গৌরীতীর্থ, শোভা পাইতেছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের রহস্য লীলাভূমি বলিয়া তথায় গৌরীপতি শিব আগমন করেন না ॥ ১৮ ॥

† "নৈতি" ইতি পাঠান্তরম্।

সদা তয়া তস্য বিহারহেতোঃ
সৌভাগ্য-ভাগ্যামৃত-ভূরি-ভারঃ।
তস্যাঃ প্রিয়ং যত্র সমস্ত-বিদ্যা-
পতিঞ্চকারাশু নিকুঞ্জ-বিদ্যাং॥ ১৯॥

সঙ্কর্ষণং দান-নিবর্ত্তনঞ্চ
কুণ্ডদ্বয়ং যত্তদুদার মধ্যে।
মহান্নকূটোৎসব মাতনোতি
আনন্দরাজো যুবরাজ-রঞ্জী॥ ২০॥

পশ্চাচ্চ তস্যোল্লসিতাস্পদেষু
কৃষ্ণস্যকেলী-কবলীকৃতেষু।

টীকা—শ্রাবণ পৌর্ণমাসী সৌভাগ্যাখ্যা তস্যং নায়কো যয়া নায়িকায়া সহ বিলসতি সাসৌ ভাগ্যবতী ভবতীতি কারণাৎ সদা তয়া রাধয়া সহ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বিহারহেতো তস্যাঃ রাধায়াঃ সৌভাগ্যভাগ্যামৃতায় পৌর্ণমাস্যাং যো ভাবঃ স ভাব এব তস্যাঃ রাধায়াঃ যত্র গৌরীতীর্থে সমস্ত বিদ্যায়াঃ পতিং শ্রীকৃষ্ণং নিকুঞ্জ বিদ্যাং প্রিয়ং চকার। বিদগ্ধমাধব নাটকান্তে এষা লীলা ব্যক্তাস্তীতি॥ ১৯॥

টীকা—যুবরাজং রঞ্জিতুং শীলং যস্য তথাভূতং মহান্নকূটোৎসবং আনন্দ-রাজঃ সঙ্কর্ষণ-কুণ্ড দান-নিবর্ত্তন-কুণ্ডয়ো মধ্যে তনোতি॥ ২০॥

শ্রাবণ-পৌর্ণমাসী 'সৌভাগ্য' নামে কথিতা. সেই পৌর্ণমাসীতে নায়ক, যে নায়িকার সহিত বিলাস করেন, তিনিই ভাগ্যবতী হন। এই কারণেই শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বিহার এবং সেই হেতুই শ্রীরাধার যে ভূরিভাগ্যভার, তাহা সেই গৌরীতীর্থে নিখিল বিদ্যাপতি শ্রীকৃষ্ণকে আশু নিকুঞ্জ বিদ্যাপ্রিয় করিয়াছিল॥ ১৯॥

সঙ্কর্ষণকুণ্ড ও দান-নিবর্ত্তন কুণ্ডদ্বয়ের মধ্যস্থলেই যুবরাজ শ্রীকৃষ্ণের মনোরঞ্জনকারী আনন্দরাজ-স্বরূপ মহান্ অন্নকূটোৎসব সম্পাদিত হয়॥ ২০॥

শ্রীদানঘট্টে সুমণীসুঘট্টে
যত্রোভয়ো র্বাসবচোবিলাসঃ ॥ ২১ ॥
তদ্দানকেলৌ কলিবাগ্বিলাসো
বিস্মাপয়ামাস ন কং জনং যঃ ।
তয়োরপি শ্রোত্রতটীমটন্নট-
নটী করোত্যাশু মনস্তনশ্চ ॥ ২২ ॥
পুচ্ছং ময়ূরাকৃতি কস্য তস্য
গোবিন্দ কুণ্ডস্য চ দক্ষিণাংশে ।

টীকা ।—তস্য মহান্নকূটস্থানস্য পশ্চাৎ কৃষ্ণস্য কেলিভিঃ কবলীকৃতেষু গ্রন্থেষু সদা কেলিযুক্তেষু মধ্যে যো দান-ঘট্ট স্তত্র কীদৃশে সুমণীনাং ঘটইতি প্রসিদ্ধঃ শোভন ঘট্টো যস্য তত্র যত্র দানঘট্টে উভয়োঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়ো র্বচো বিলাসঃ আস ॥ ২১ ॥

টীকা ।—তদ্দানেতি তয়োর্দানকেলৌ যঃ কলিঃ কলহ স্তজ্জাতো যো বাচাং বিলাসঃ স কং জনং ন বিস্মাপয়ামাস । অন্যো জনো দূরেঽস্তু । যো বাগ্বিলাসঃ তয়ো রাধাকৃষ্ণয়ো রপি শ্রোত্রস্য তটীং অটন্ গচ্ছন্ পশ্চান্নটন্ তয়ো র্মনস্তনুং চাশু নটী করোতি তদ্বাগ্বিলাস-শ্রবণার্থং নটীবেতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

সেই মহান্নকূটস্থানের পশ্চাতেই শ্রীকৃষ্ণের কেলিকলান্বিত "শ্রীদানঘট্ট" নামক উল্লাসময় স্থান। এই সুন্দর মণিময় দানঘাটেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর বাগ্বিলাস হইয়াছিল ॥ ২১ ॥

সেই দানকেলিতে প্রেম-কলহ উপস্থিত হওয়ায় পরস্পর যে বাগ্বিলাস সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা কোন্ ব্যক্তিকে না বিস্ময়াপন্ন করিয়াছিল? অন্য জন ত দূরের কথা, সেই বাগ্বিলাস শ্রীরাধাকৃষ্ণেরও শ্রবণ-তটী পর্য্যন্ত পুনঃপুনঃ গমন করিয়া তাঁহাদের তনুমনকে আশু নটীর ন্যায় করিয়াছিল অর্থাৎ নাচাইয়া তুলিয়াছিল ॥ ২২ ॥

গলস্থলী মানস-জাহ্নবী সা-
নৌ-খেলনং যত্র তয়োঃ সদা স্যাৎ॥ ২৩ ॥
নৌ-খেলনং যত্র তয়োঃ শ্রুতীনাং
পথং কথঞ্চিদ্যদি তৎ প্রয়াতি।
তদৈব রুদ্ধং কুরুতে বলেন
বলেন চ ত্যাজয়িতুং ন শক্যং॥ ২৪ ॥
যস্যা স্তটে পুণ্ড্রকমণ্ডপানি
ত্রৈলোক্য শোভা রস মণ্ডপানি।
তয়ো র্দ্বয়ো-রুজ্জ্বল-ভাবিতানি
ভবন্তি নিত্যং হৃদি ভাবিতানি॥ ২৫ ॥

টীকা।—ময়ূরস্যেবাকৃতি র্যস্য তস্য গোবর্দ্ধনস্য গোবিন্দ-কুণ্ডস্য চ দক্ষিণাংশে তস্য গোবর্দ্ধনস্য পুচ্ছং। তস্য গোবর্দ্ধনস্য গলস্থলী সা প্রসিদ্ধা মানস-গঙ্গা যত্র মানসজাহ্নব্যাং সদা তয়োঃ নৌ-খেলনং স্যাৎ॥ ২২ ॥

টীকা—যত্র মানসজাহ্নব্যাং তয়ো রাধাকৃষ্ণয়ো র্যন্নৌকায়াঃ খেলনং তন্নৌখেলনং শ্রুতীনাং পথং যদি কথঞ্চিৎ প্রয়াতি। তদৈব শ্রবণসময় এব তন্নৌখেলনং শ্রুতিপথং বলেন রুদ্ধং কুরুতেঽর্থ যে শ্রোতাভক্তমাত্রস্য তয়োশ্চ জ্ঞেয়ং। রুদ্ধং কর্ণপথং কৈ রপি লীলান্তরৈশ্চ বলেন ত্যাজয়িতুং ন শক্যং॥২৪॥

শ্রীগোবর্দ্ধনের আকৃতি ময়ূরের ন্যায়, শ্রীগোবিন্দকুণ্ডের দক্ষিণাংশই ইহার পুচ্ছ এবং প্রসিদ্ধ 'মানসগঙ্গাই' উহার গলস্থলী। এই মানসগঙ্গাতেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ সর্ব্বদা নৌকাক্রীড়া করিয়া থাকেন॥ ২৩ ॥

সেই মানস-গঙ্গায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের নৌ-বিহার লীলা যদি কাহারও শ্রবণপথে কিঞ্চিৎও প্রবেশলাভ করে, তাহা হইলে সেই লীলাবিহার, শ্রবণপথকে বলপূর্ব্বক এমনই রুদ্ধ করে যে, অন্য কোন লীলাই সেই শ্রোতার কর্ণপথ হইতে বলপূর্ব্বক আর তাঁহাকে অপসৃত করিতে সমর্থ হয় না অর্থাৎ নৌ-বিহার শ্রবণ করিলে অন্য কোন লীলা আর তাহা ভুলাইয়া দিতে পারে না, ইহাই তাৎপর্য্য॥ ২৪ ॥

জলে স্থলস্থৈঃ কুসুমৈরসীমৈঃ
সরন্মরন্দৈঃ কুসুমাকরাখ্যঃ।
পদ্মাকরো রাজতি কুঞ্জ-পুঞ্জৈ-
র্গিরীন্দ্রবর্য্যাননমেব কিং সঃ॥ ২৬॥
গোপী-স্বরূপাপ্তি পরপ্রসূণ-
প্রফুল্লতায়ৈ কুসুমাকরোঽয়ং।
শ্রীনারদো যত্র বভূব গোপী
স্নানৈক মাত্রাদিতি মোহযোক্তিঃ॥ ২৭॥

টীকা।—যস্যাঃ জাহ্নব্যাস্তটে পৌণ্ড্রকস্য মাধবীলতায়াঃ মণ্ডপানি সন্তি। কীদৃশানি? ত্রৈলোক্যবর্ত্তি-শোভায়াঃ রসানাং মণ্ডপানি গৃহাণি তয়ো রাধাকৃষ্ণয়োঃ উজ্জ্বলরসস্তুভাবো ভবন মুৎপত্তি র্যেষু তথাভূতানি নিত্যং ভবন্তি। সর্ব্বেষাং তয়ো র্বা হৃদি ভাবিতানি ভাবনাবিষয়াণি॥ ২৫॥

টীকা।—কুসুমাকরাখ্যঃ পদ্মাকরঃ সরোবরঃ কুসুমসরোবরাখ্যঃ যতঃ সীমারহিতৈঃ সরন্মরন্দৈ ক্ষরন্মকরন্দৈঃ তীরে কুঞ্জ-পুঞ্জৈশ্চ সহিতো রাজতি। সঃ কুসুমাকরাখ্যঃ সরোবরঃ প্রসিদ্ধো বভূব স গিরিন্দ্রবর্য্যঃ তস্য আননমেব কিং॥ ২৬॥

সেই মানসগঙ্গার তীরে মাধবীলতার যে সকল মণ্ডপ আছে, তাহারা ত্রৈলোক্যবর্ত্তি শোভার ও রসের ভবন স্বরূপ এবং সেই মণ্ডপসকল মধ্যেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের উজ্জ্বল রসের নিত্য উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইজন্যই এই মণ্ডপসমূহ সকলেরই, এমন কি, শ্রীরাধাকৃষ্ণেরও হৃদয়ে নিত্য চিন্তার বিষয়॥ ২৫॥

তথায় "কুসুমাকর" নামক এক সরোবর আছে, এই সরোবরের জলে ও স্থলে অসংখ্য কুসুমরাজি হইতে নিরন্তর মকরন্দ ক্ষরিত হইতেছে এবং তীরে বিবিধ কুঞ্জ-পুঞ্জ শোভা পাইতেছে। এই প্রসিদ্ধ কুসুম-সরোবরই সেই গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনের মুখস্বরূপ॥ ২৬॥

যং পাণিনা পালয়দীশ এব
যো পালয়ত্তং পরিবারমেব।
ক্রীড়ত্যজস্রং স্বয়মেব যত্র
স কেনবর্ণ্যো হরিদাসবর্য্যঃ॥২৮
শ্রীরাধিকা-কৃষ্ণ-সরোবরে তে
তৎ প্রেমপূর্ণে কিল যস্য নেত্রে।

টীকা। জলস্থলকুসুমানামাকরত্বেন কুসুমসরোবর শব্দস্য ব্যুৎপত্তি মুক্ত্বা গোপী-স্বরূপপ্রাপকত্বেনাপ্যাহ। গোপীতি। গোপীস্বরূপ প্রাপ্তিরেব পরপ্রসূণানি শ্রেষ্ঠ পুষ্পানি তেষাং প্রফুল্লতায়ৈ প্রকাশার্থ মপ্যয়ং কুসুমাকরঃ নামা। এতদেবাহ। যত্র কুসুমসরোবরে নারদঃ স্নানৈকমাত্রাৎ গোপী বভূব। মোহনস্য শ্রীকৃষ্ণস্যোক্তিঃ অতাত্র বিপ্রতিপত্তি র্নাস্তীতি ভাবঃ॥২৭॥

টীকা। ঈশঃ শ্রীকৃষ্ণঃ যং গোবর্দ্ধনং ইন্দ্রকৃতাতিবৃষ্টি-সময়ে পাণিনা-পালয়ৎ যো গোবর্দ্ধনঃ তস্য কৃষ্ণস্য পরিবারমপালয়ৎ। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ যত্রাজস্রং সদা ক্রীড়তি। স হরিদাসবর্য্যঃ কেন বর্ণ্যঃ॥২৮

টীকা। তয়ো রাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রেম্না পূর্ণে তে প্রসিদ্ধে শ্রীরাধিকা-সরোবর শ্রীকৃষ্ণসরোবরে যস্য গোবর্দ্ধনস্য নেত্রে স গোবর্দ্ধনো ভাতি। মাধবঃ শ্রীকৃষ্ণ বসন্তশ্চ তয়ো র্মাধুরিভ্যশ্চ স ভাতি। গোপানাং গোপীনাং গবাং চ বর্দ্ধনঃ॥ ২৯

জলজ ও স্থলজ কুসুমসমূহের আকর স্বরূপ "কুসুম-সরোবর" শব্দের ব্যুৎপত্তি উল্লেখ করিয়া এক্ষণে তাহার গোপীস্বরূপ-প্রাপকত্বের বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। পর-প্রসূণ সমূহের অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কুসুমরাজির গোপীস্বরূপ প্রাপ্তি রূপ প্রফুল্লতার কারণই ইহার নাম কুসুমাকর। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, এই কুসুমসরোবরে শ্রীনারদঋষি স্নানমাত্র গোপীস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥২৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে শৈলরাজকে বামকরে ধারণ পূর্ব্বক ইন্দ্রকৃত অতিবৃষ্টি হইতে স্বীয় পরিজনবর্গকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং স্বয়ংও যথায় নিরন্তর ক্রীড়া করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতের বিষয় কে বর্ণনা করিতে পারে?॥২৮

গোবর্দ্ধনো ভাতি স গোপগোপী
গোবর্দ্ধনো মাধব-মাধুরীভ্যঃ ॥ ২৯ ॥
লাবণ্যবন্যামৃত শুদ্ধকন্দৌ
শোভা-সমুদ্রাতিশয়াশয়ৌ যে।
মাধুর্য্যচর্য্যাচয় চারুমূলে
শ্রীরাধিকাকুণ্ড-মুকুন্দকুণ্ডে ॥ ৩০
তয়োস্তয়োঃ প্রেমমণী খনী দ্বে
বিলাসরত্নাবলি-বল্লিবীজে।
রসৈকরূপে মধুর স্বরূপে
কিন্তৌ লসন্তৌ সরসী ভবন্তৌ ॥ ৩১

টীকা।—যে দ্বে কুণ্ডে লাবণ্যবন্যাভিঃ সহ অমৃতময়ং শুদ্ধং কং সুখং জলং চ তস্য দাতারৌ। শোভাসমুদ্রাতিশয়স্যাশয়ৌ। মাধুর্যচর্য্যাশ্চ যস্য সমূহস্য চারুমূলে ॥ ৩০ ॥

টিকা।—তয়ো র্দ্বয়ো র্যে কুণ্ডে তে প্রেমরূপমণীনাং খনী উৎপাদকে। বিলাসরূপরত্নাবলীনাং যা বল্লী তাসাং বীজে। তৌ রাধাকৃষ্ণৌ কিং সরসী ভবন্তৌ সন্তৌ লসন্তৌ ॥ ৩১ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমপূর্ণ প্রসিদ্ধ শ্রীরাধা-সরোবর ও শ্রীকৃষ্ণ-সরোবর অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডই যাঁহার নয়নদ্বয়স্বরূপ সেই শ্রীগোবর্দ্ধনপর্ব্বতই শ্রীকৃষ্ণ ও ঋতুরাজ বসন্তের মাধুরীর সহিত গোপ-গোপী ও গোসমূহের বর্দ্ধন স্বরূপে শোভা পাইতেছেন ॥ ২৯ ॥

শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড লাবণ্যবন্যারূপ অমৃতময় শুদ্ধ সুখ বা সলিল-দাতা ও শোভা-সমুদ্রের একমাত্র আশ্রয় স্বরূপ এবং এই কুণ্ডদ্বয়ের চারু মূলদেশে মাধুর্য্যচর্য্যাসমূহ বিদ্যমান ॥ ৩০ ॥

সেই শ্রীকুণ্ডদ্বয় প্রেমরূপ মণির খনিস্বরূপ, বিলাসরূপ রত্নাবলি-লতার বীজস্বরূপ ও একমাত্র মধুর রসস্বরূপ। অতএব শ্রীরাধাকৃষ্ণই কি কুণ্ডদ্বয়রূপে শোভা পাইতেছেন ? ॥ ৩১ ॥

যয়ো বিলোকেন তয়ো প্রতীতি
স্তয়োরিব স্যাদনুভূতি ভূতিঃ।
সাক্ষাদবাপ্তিশ্চ তথাবনত্যা
সন্তো ভবন্ত্যেব বদন্তি বিজ্ঞাঃ ॥৩২

দ্বয়োঃ সুদুর্লভ্যতয়া যদিস্যাৎ
পরস্পরোৎকণ্ঠিত ভূরিভারঃ।
স্বাবেব যদ্দ্বন্দ্ব সমাশ্রয়াত্তৌ
পরস্পর প্রাপ্তিরসাতিসিক্তৌ ॥৩৩

টীকা। যয়োঃ কুণ্ডয়ো বিলোকনেন তয়ো রাধাকৃষ্ণয়োঃ তয়োরিব রাধাকুণ্ডস্য দর্শনেন শ্রীকৃষ্ণস্য রাধায়াঃ প্রতীতি তথৈব কৃষ্ণকুণ্ডে, শ্রীরাধায়াঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রতীতিঃ স্যাৎ। অনুভূতি রনুভব স্তস্য ভূতি রুৎপত্তিশ্চ পূর্ব্ববৎ পরস্পরঃ স্যাৎ। রাধাকৃষ্ণ-কুণ্ডয়ো দর্শনেন রাধাকৃষ্ণয়োঃ সাক্ষাদনবত্যাহনিন্দ্যা প্রাপ্তিশ্চ সর্ব্বেষাং তয়োর্বাপ্তি সন্তো ভবন্ত্যেবেতি বিজ্ঞাঃ শাস্ত্রীণাঃ বদন্তি ॥৩২

টীকা। দ্বয়ো রাধাকৃষ্ণয়োঃ পরস্পর দুর্লভ্যতয়া যদ্যুৎকণ্ঠিত ভূরিভারঃ স্যাত্তদা যৌ রাধাকৃষ্ণৌ দ্বন্দ্বস্য কুণ্ডদ্বয়স্য সম্যগাশ্রয়াত্তৌ পরস্পর প্রাপ্তি রসেনাতিসিক্তৌ ভবত ইতি শেষঃ ॥৩৩

সেই শ্রীকুণ্ডদ্বয়-দর্শনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর প্রতীতি ও অনুভূতির উৎপত্তি হইয়া থাকে অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ড দর্শনে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-প্রতীতি ও অনুভূতি এবং শ্রীশ্যামকুণ্ড দর্শনে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-প্রতীতি ও অনুভূতি হইয়া থাকে। এইজন্যই শাস্ত্রবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীরাধাশ্যাম কুণ্ডদ্বয় দর্শনে সকলেরই শ্রীরাধাশ্যামের সাক্ষাৎ-অনিন্দনীয়-প্রাপ্তি সদ্য লাভ হইয়া থাকে ॥৩২

শ্রীরাধাকৃষ্ণ যখন পরস্পর সম্মিলন-দুর্লভতা হেতু বিরহোৎকণ্ঠায় অতিমাত্র প্রপীড়িত হন, তখন তাঁহারা শ্রীকুণ্ডদ্বয়ের সম্যগ্‌ আশ্রয় লাভ করিয়া পরস্পর প্রাপ্তিরসে অর্থাৎ মিলনানন্দরসে অতিশয় অভিষিক্ত হইয়া থাকেন ॥৩৩

রাধৈব কুণ্ডং দ্রবতাং গতাভূৎ
কৃষ্ণেক্ষণানন্দভরেণ মন্যে।
কৃষ্ণোঽপি রাধেক্ষণ-মোদভারা-
ত্তেনৈব তন্নামগুণা দ্বিকুণ্ডী ॥৩৪
কারুণ্যমাত্রাতিশয়াজ্জনেষু
স্বকীয়মাধুর্য্যভরানুভূত্যৈ।
তৌ স্তো দ্রবন্তৌ সরসী ভবন্তৌ
মজ্জন্তি সন্ত স্তদিহোল্লসন্তঃ ॥

টীকা। কৃষ্ণেক্ষণানন্দেন রাধৈব দ্রবতাং গতা সতী রাধাকুণ্ডমভূদিত্যহং মন্যে। তথা শ্রীরাধাদর্শনানন্দেন শ্রীকৃষ্ণোঽপি কৃষ্ণ কুণ্ডমভূৎ। তেনৈবোক্তেনৈব হেতুনাদ্বয়োঃ কুণ্ডয়োঃ সমাহারঃ দ্বিকুণ্ডী তন্নামগুণা তয়ো রাধাকৃষ্ণয়োর্নাম্নাগুণেন চ যুক্তা ॥৩৪

টীকা। জনেষু কারুণ্যমাত্রস্যাতিশয়াৎ জননিষ্ঠ যোগ্যাযোগ্য বিচারগন্ধশূন্যাদ্ধেতোঃ জনেষু যা স্বকীয়মাধুর্য্যভরানুভূতিস্তমনুভবন্তৈস্মৈ তদর্থং তৌ রাধাকৃষ্ণৌ দ্রবন্তৌ স্তঃ ভবত স্ততঃ সরসীভবন্তৌ। ততস্তাদিহ, কুণ্ডদ্বয়ে সন্তোজনাঃ উল্লসন্তঃ সন্তঃ মজ্জন্তি ॥৩৫

আমার মনে হইতেছে, যেন শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনানন্দে শ্রীরাধা দ্রবীভূতা হইয়াই শ্রীরাধাকুণ্ড এবং শ্রীরাধা-দর্শনানন্দে শ্রীকৃষ্ণ দ্রবীভূত হইয়াই শ্রীশ্যামকুণ্ড হইয়াছেন ॥৩৪

জীবগণের প্রতি যোগ্যাযোগ্যবিচারগন্ধশূন্য কারুণ্যাতিশয্য প্রদর্শনের নিমিত্ত এবং জীবগণকে স্বকীয় মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা অনুভব করাইবার নিমিত্তই শ্রীরাধাকৃষ্ণ যেন দ্রবীভূত হইয়া এই সরসীদ্বয়রূপে অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডরূপে পরিণত হইয়াছেন। এই কারণেই সাধু ব্যক্তিগণ এই শ্রীকুণ্ডদ্বয় দর্শনে উল্লসিত হইয়া তাহাতে নিমগ্ন হইয়া থাকেন ॥৩৫

প্রেমৈব তদ্‌যুগ্মবরস্য যুগ্মং
কুণ্ডস্য মন্যে তদিহাশু ধন্যাঃ।
মজ্জন্তি তন্মজ্জনমাত্রমেব
প্রেম্ণীতি নাম্নাপি তয়োর্হি কুণ্ডী ॥ ৩৬ ॥
তয়ো রসো যো মধুরঃ স এব
বর্ণদ্বয়াদ্যাস্ত বিপর্য্যয়েন।
বিরাজতেঽত্যন্ত রহস্যভাবা-
ম্মজ্জন্তি তজ্‌জ্ঞাঃ সর ইত্যুদীর্য্য ॥ ৩৭ ॥

টীকা।—তৎ কুণ্ডস্য যুগ্মং যুগ্মবরস্য রাধাকৃষ্ণস্য প্রেমৈবাহং মন্যে। তস্মাৎ ইহ কুণ্ডযুগ্মে আশু ধন্যা জনাঃ মজ্জন্তি। তন্মজ্জনমাত্রং তস্মিন্ কুণ্ডযুগ্মে মজ্জনমাত্রমেব প্রেম্ণি মজ্জন্তি ॥ ৩৬ ॥

টীকা।—তয়ো যো মধুরো রসঃ স এব রসবর্ণদ্বয় এব ইতি বিপর্য্যয়েন সর ইতি নাম্না বিরাজতে। তজ্‌জ্ঞাঃ উক্তপ্রকারজ্ঞাঃ তং রসং সর ইত্যুদীর্য্য মজ্জন্তি। অত্র হেতুমাহাত্যন্ত রহস্য ভাবাদিতি ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর গ্রন্থকার স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন,—সেই শ্রীকুণ্ডদ্বয়কে আমি শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমের কুণ্ড বলিয়া মনে করি। যে হেতু, সুকৃতিবান্ ব্যক্তিগণই এই শ্রীকুণ্ডদ্বয়ে আশু নিমগ্ন হইয়া থাকেন, অথবা যাঁহারা এই শ্রীকুণ্ডদ্বয়ে আশু নিমগ্ন হন, তাঁহারাই ধন্য! কেন না, তাহাতে মজ্জনমাত্র তাঁহারা প্রেমে অভিষিক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে মধুর রস তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস। এই 'রস' শব্দের বর্ণ-বিপর্য্যয় করিলে "সর" পদ নিষ্পন্ন হয়। শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুর রসই যেন এই 'সর' অর্থাৎ সরসী বা কুণ্ডরূপে বিরাজ করিতেছেন। এই অত্যন্ত রহস্যভাবের বিষয় যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারাই "তং রসং স রঃ' অর্থাৎ সেই মধুর রসই এই সর বা কুণ্ডবরূপ এইরূপ উচ্চারণ করিয়া তাহাতে নিমগ্ন হইয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

তয়োর্দ্বয়োরেব নিকুঞ্জ পুঞ্জে
বিলস্য নানাবিধ রস্য ভাবৈঃ।
নিরীক্ষিতুং কুণ্ডযুগং স-কুঞ্জং
যুগ্মং তয়োঃ স্যাত্তু চকোর যুগ্মং ॥ ৩৮ ॥

দ্বয়োরতিপ্রীতিপরস্পরং ত-
চ্ছ্রীরাধিকা কুণ্ডমখণ্ড-শোভং।
সমন্ততো যস্য নিকুঞ্জ-পুঞ্জাঃ
সখীজনানাং ভ্রমরালি গুঞ্জাঃ ॥ ৩৯ ॥

তদুত্তরে শ্রীললিতা প্রমোদং
নিকুঞ্জপদ্মং মণিমাত্র সদ্মঃ।

টীকা।—তয়োঃ কুণ্ডয়োঃ নিকুঞ্জসমূহে নানাভাবৈ বিলস্য তয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ যুগ্মং কর্ত্তৃ স-কুঞ্জং কুণ্ডযুগ্মং নিরীক্ষিতুম্ চকোরযুগ্মং স্যাৎ ॥৩৮

টীকা।—দ্বয়োরাধাকৃষ্ণয়োঃ অতিশয়েন প্রীতি পরম্পরা যত্র তৎ শ্রীরাধাকুণ্ডং। যস্য রাধাকুণ্ডস্য সমন্ততঃ সখীজনানাং নিকুঞ্জপুঞ্জাঃ সন্তি। কীদৃশাঃ? ভ্রমরশ্রেণীনাং গুঞ্জাঃ শব্দাঃ যত্র ॥ ৩৯ ॥

টীকা।—সখীনাং কুঞ্জান্যেবাহ। তদুত্তর ইতি। তস্য রাধাকুণ্ডস্যোত্তরে। ললিতা যাঃ প্রমোদো য এতৎ ললিতাপ্রমোদমিতি নাম চ নিকুঞ্জপদ্মং নিকুঞ্জ এব পদ্মাকারং। মণিমাত্রসদ্মঃ মণিময়ঃ সদ্ম গৃহং যত্র তৎ কুঞ্জং ভাতি। ঈশানকোণে বিশাখপ্রমোদং নাম বিশাখায়াঃ কুঞ্জং প্রভাতি ॥ ৪০ ॥

সেই শ্রীকুণ্ডদ্বয়ের তীরবর্ত্তী নিকুঞ্জসমূহে নানাবিধ রসময়ভাবের সহিত লীলাবিলাস করিয়াও শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগল সেই সকুঞ্জ শ্রীকুণ্ডদ্বয় নিরীক্ষণের নিমিত্ত চকোরযুগলের ন্যায় সতৃষ্ণ হইয়া থাকেন ॥৩৮

যে শ্রীকুণ্ডের প্রতি শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়েরই অতিশয় প্রীতি, সেই শ্রীরাধাকুণ্ড অখণ্ডশোভান্বিত। ইহার চারিদিকেই সখীগণের ভ্রমর-গুঞ্জিত নিকুঞ্জপুঞ্জ বিদ্যমান ॥৩৯

ঈশানকোণে কুসুমৈক কল্পং
কুঞ্জং বিশাখা-প্রমদং প্রাভাতি ॥ ৪০ ॥
পূর্ব্বে যদীয়েঽখিলচিত্রকুঞ্জং
চিত্রা প্রমোদ দলপুষ্পচিত্রং।
পূর্ণেন্দু কুঞ্জেঽনল কোণমূলে
য ইন্দুলেখা প্রমদঃ প্রগীতঃ ॥ ৪১ ॥
যদ্দক্ষিণে হেমনিকুঞ্জ বর্য্যং
শ্রীচম্পকবল্লী সুখদং চকাস্তি।
যত্রস্থিতে রাধিকয়াপি কৃষ্ণে
রাধা মবীক্ষ্যেব গতৈব বৃন্দা ॥ ৪২ ॥

টীকা।—পূর্ব্বে চিত্রায়াঃ কুঞ্জং। কীদৃশং? অখিল চিত্রং যত্র তথাভূতং কুঞ্জং। চিত্রায়াঃ প্রমোদো যত্র তথাভূতং দলপুষ্পৈ শ্চিত্রং মনোহরং চিত্রকুঞ্জমিতি চিত্রাপ্রমোদমিতি নামদ্বয়ং জ্ঞেয়ং। অনলকোণস্যাগ্নিকোণস্যমূলে যঃ কুঞ্জঃ স ইন্দুলেখাপ্রমদঃ পূর্ণেন্দু কুঞ্জশ্চ নাম্না প্রগীতঃ। ৪১ ॥

টীকা।—চম্পকলতায়াঃ সুখদং হেমময়ং নিকুঞ্জবর্য্যং যদ্দক্ষিণে চকাস্তি। অত্রাপি কুঞ্জস্য নামদ্বয়ং জ্ঞেয়ং। যত্র কুঞ্জে বৃন্দা জটিলা স্বর্ণেন সহ শ্রীরাধিকায়াঃ বর্ণৈক্যাৎ রাধামবীক্ষ্যেব গতৈব নতু ক্ষণমপি স্থিতা ॥ ৪২ ॥

সেই শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তর দিকে শ্রীললিতাপ্রমোদ নামক শ্রীললিতা সখীর মণিময় পদ্মাকার নিকুঞ্জভবন অবস্থিত এবং তাহার ঈশানকোণে বিশাখা-প্রমোদ নামক শ্রীবিশাখা সখীর কুসুমময় কুঞ্জ সুশোভিত ॥ ৪০ ॥

শ্রীরাধাকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে শ্রীচিত্রাসখীর অখিলচিত্র-শোভিত ও তদীয় আনন্দজনক দলপুষ্প-রচিত মনোহর চিত্রাপ্রমোদ নামক কুঞ্জ বিদ্যমান এবং অগ্নিকোণের মূলে যে কুঞ্জ, তাহাই শ্রীইন্দুলেখার প্রমদগৃহ—'পূর্ণেন্দুকুঞ্জ' নামে অভিহিত ॥ ৪১ ॥

সেই শ্রীকুণ্ডের দক্ষিণে শ্রীচম্পকলতা সখীর সুখদ স্বর্ণময় কুঞ্জ সুশোভিত, সেই স্বর্ণময়কুঞ্জে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিলেও স্বর্ণের সহিত

যন্নৈঋ্‌র্তে নীল-নিকুঞ্জ-কুঞ্জে
শ্রীরঙ্গদেবী সুখদেন্দ্রনীলে।
শ্রীরাধয়াসীন মবেক্ষ্য কৃষ্ণং
তাং শ্লাঘয়িত্বা জরতী গতারং ॥ ৪৩ ॥
শ্রীতুঙ্গবিদ্যা সুখদং নিকুঞ্জং
যৎপশ্চিমে ভাত্যরুণং তদাখ্যং।
শ্যাবং নিকুঞ্জং কিল বায়ুকোণে
সুখায় যন্মারকতং সুদেব্যাঃ ॥ ৪৪ ॥
শ্রীকুণ্ডমধ্যেঽপি জলোপরিস্থং
বিচিত্র সংস্থং মণিমন্দিরং যৎ।

টীকা—যস্য নৈঋতকোণে নীলনিকুঞ্জাখ্য কুঞ্জে শ্রীরঙ্গদেবী সুখদশ্চাসৌ ইন্দ্রনীলমণিময়শ্চ তস্মিন্ শ্রীরাধয়া সহাসীনমপি কৃষ্ণং ইন্দ্রনীলমণি কুঞ্জেন সহ শ্রীকৃষ্ণবর্ণ সৈক্যাদেব শ্রীকৃষ্ণমবীক্ষ্য তাং রাধাং শ্লাঘয়িত্বা অরং শীঘ্রং জরতী জটিলা গতা ॥ ৪৩ ॥

টীকা।—তদাখ্য মরুণাখ্য মরুণ মরুণবর্ণং নিকুঞ্জং ভাতি। সুদেব্যাঃ সুখায় মারকতং নিকুঞ্জং শ্যাবং ভাতি ॥ ৪৪ ॥

শ্রীরাধার বর্ণসাম্য হেতু বৃদ্ধা জটিলা শ্রীরাধাকে প্রত্যক্ষ করিয়াও চিনিতে না পারিয়া তথা হইতে চলিয়া যান—ক্ষণকালও অবস্থান করেন না। ॥ ৪২ ॥

সেই শ্রীকুণ্ডের নৈঋতকোণে শ্রীরঙ্গদেবীর "নীলনিকুঞ্জ" নামক ইন্দ্রনীল-মণিময় সুখদকুঞ্জ বিদ্যমান। সেই নীলকুঞ্জে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিলেও ইন্দ্রনীলমণিকুঞ্জের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বর্ণসাম্য হেতু শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করিয়াও চিনিতে না পারিয়া জটিলা শ্রীরাধার প্রশংসাবাদ করিতে করিতে তথা হইতে শীঘ্র প্রস্থান করেন ॥ ৪৩ ॥

পশ্চিমদিকে শ্রীতুঙ্গবিদ্যাসখীর সুখদ 'অরুণকুঞ্জ' নামক অরুণবর্ণবিশিষ্ট কুঞ্জ এবং বায়ুকোণ শ্রীসুদেবী নাম্নী সখীর সুখপ্রদ 'মারকতকুঞ্জ' নামক শ্যামবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণপীত-মিশ্রবর্ণ কুঞ্জ শোভা পাইতেছে ॥ ৪৪ ॥

অনঙ্গমঞ্জর্য্যনুরাগভাগং
ভাগং বিনা ক স্তদবৈতু লোকঃ ॥ ৪৫ ॥
শ্রীকুণ্ডমেতন্নিখিলাশ্চ কুঞ্জা
পদঞ্চ পন্থাশ্চ যথা যথৈষাং।
গোবিন্দ-লীলামৃত এতি সর্ব্বং
গোবিন্দলীলামৃত-মান্য-গর্ব্বং ॥ ৪৬ ॥
রহস্যলীলাবলি বন্ধুনাদাঃ
প্রমত্তরাধাখ্য-পদাদি পাদাঃ।
নন্দীশ্বরাদ্দক্ষিণ পশ্চিমাদৌ
যম্মধ্যতঃ কামবনাদ্যনাদৌ ॥ ৪৭ ॥

টীকা।— শ্রীরাধাকুণ্ডস্য মধ্যেঽনঙ্গমঞ্জর্য্যা অনুরাগং ভজতে ইত্যনুরাগভাক্ তস্যানুরাগভাগং তথাভূতং মণিমন্দিরং তৎভাগং ভাগং বিনা কো লোকঃ অবৈতু ॥ ৪৫ ॥

টীকা।— এষাং শ্রীকুণ্ড-কুঞ্জ-পদ-পথাং যথা যথা যেন যেন প্রকারেণাবস্থিতি স্তৎসর্ব্বং গোবিন্দলীলামৃতাখ্য গ্রন্থে এতি প্রাপ্নোতি। বিশেষ জিজ্ঞাসা চেৎ তত্রান্বেষ্টব্য মিতিভাবঃ। যদ্বা। যথাযথং যথাযোগ্যং সর্ব্বং গোবিন্দ-লীলামৃতে এতি। গোবিন্দলীলামৃতময় এব সর্ব্বং গোবিন্দলীলামৃতেন মান্যং গর্ব্বং যৎ যস্য তৎ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যে জলোপরি যে মণিমন্দির বিচিত্ররূপে অবস্থিত, তাহা শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর অনুরাগময়ী ভজনার নিদর্শন; সুতরাং সৌভাগ্যব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে? ॥ ৪৫ ॥

এই শ্রীকুণ্ডদ্বয়, নিখিলকুঞ্জ, চিহ্নিত স্থান ও পথসকল যে যে প্রকারে অবস্থিত তৎসমুদায়ই "গোবিন্দলীলামৃত" নামক গ্রন্থে যথাযোগ্যরূপে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং বিশেষ বিবরণ উক্ত গ্রন্থেই জ্ঞাতব্য। পরন্তু ঐ সকল গোবিন্দলীলামৃতময় হেতু সর্ব্বলোকমান্য ও গরীয়ান্ ॥ ৪৬ ॥

যত্রাখিলৈশ্বর্য্য-মহার্ঘ্য-লীলা-
বলী বলীয়স্য বলেব লীনা।
মাধুর্য্য-চর্য্যাচয়-চারুবর্য্যা-
চার্য্যস্য-পাদাম্বুজ-সৌরভেষু ॥ ৪৮ ॥

শ্রীরাসলীলাবলিসাক্ষি লক্ষ্যা
কুণ্ডং মহোদ্দণ্ডরসাব্ধি-তুণ্ডং।
যত্রোদিতা শ্রীল মুকুন্দকেলী
শ্রীরাধিকারঞ্জন-মঞ্জুপঞ্জী ॥ ৪৯ ॥

টীকা।— নন্দীশ্বরাদ্দক্ষিণপশ্চিমাদি দিশি কীদৃশ্যা বনাদৌ রহস্যলীলাবলি বর্ণনং বহুভাবণং দাতুং জ্ঞাপয়িতুং শীলাঃ যন্মধ্যতো দক্ষিণ পশ্চিমস্থ-গ্রামাণাং মধ্যে কাম্যবনাদি। প্রমত্তা প্রেম্না প্রমত্তা রাধা যত্র তদাখ্য-পদং আদিপাদে যেষাং তে ॥ ৪৭ ॥

টীকা।—যত্র কাম্যবনে মাধুর্য্যময়লীলাসু ঐশ্বর্য্যময়ী লীলা লীনা বভুবেত্যাহ। অখিলেতি। মাধুর্য্যময়ী যা চর্য্যা লীলা তস্যাশ্চয়ঃ সমূহঃ স এব চারুবর্য্যো মনজ্ঞোত্তম স্তেষামাচার্য্যস্য পদাম্বুজ-সৌরভেষু অখিলমৈশ্বর্য্যং যত্র তথাভূতা যা মহার্ঘ্যলীলাবলী সৈব বলীয়সি সা অবলা ইব লীনা বভুব ॥ ৪৮ ॥

অনাদিসিদ্ধ নন্দীশ্বরের দক্ষিণপশ্চিম দিকে বহুতর গ্রাম আছে, সেই দক্ষিণপশ্চিমস্থ গ্রামসমূহের মধ্যেই কাম্যবনাদি অবস্থিত। এই সকল বন, শ্রীরাধাকৃষ্ণের রহস্যলীলাবলী সম্বন্ধে বহুকথা জ্ঞাপন করিয়া থাকে এবং সেই বনরাজির আদি পাদে অর্থাৎ প্রথমাংশেই প্রেমোন্মত্তা শ্রীরাধার পদচিহ্ন বা মহিমা প্রকটিত ॥ ৪৭ ॥

সেই কাম্যবনে ঐশ্বর্য্যময়ী লীলাসমূহ মাধুর্য্যময়ী লীলাসমূহের মধ্যে বিলীনা হইয়াছিল, মাধুর্য্যময়ী লীলাসমূহ অতীব মনোহর, সেই লীলাবলীর আচার্য্যের পাদাম্বুজ সৌরভে, অখিল-ঐশ্বর্য্যময়-মহার্ঘ্য লীলাবলী মহা বলীয়সী হইয়াও অবলার ন্যায় লীন হইয়াছিল ॥ ৪৮ ॥

লুক্কায়না খ্যাতি বিচিত্র কেলৌ
শ্রীরাধয়া মাধব-মাধুরী সা।
যত্রোদিতা চিত্র তদালি-মালা
মালাপনে চিত্রয়তীব বা তৌ ॥ ৫০ ॥

টীকা।—একদা কাম্যবনে শ্রীরাধিকয়া সহ শ্রীকৃষ্ণস্য কথাপ্রসঙ্গে ঐশ্বর্য্যময়ী শ্রীরঘুনাথলীলাকথা গতা তাং শ্রুত্বা সা কৃষ্ণমাহাত্ম্য সমুদ্রবন্ধনাদি লীলাং কুরু। ততঃ সা লীলা চকার। তস্যা সূচকেনানেন পদ্যেন মাধুর্য্যময়ী লীলাসু মহৈশ্বর্য্যময় লীলায়া লীন প্রকার মাহ। শ্রীরামেতি। শ্রীরামলীলা-বলীনাং সাক্ষীভূতং লঙ্কাকুণ্ডং। কীদৃশং? মহোদগু-রসসমুদ্রস্য তুণ্ডং মুখং মুখস্য ধর্ম্মমাহ। যত্রতুণ্ডে মুকুন্দস্য কেলী উদিতা কথিতা। কীদৃশী শ্রীরাধিকায়াঃ রঞ্জনস্য মঞ্জুপঞ্জী। শ্রীরাধিকায়াঃ রঞ্জনার্থং প্রীত্যর্থং সমুদ্রবন্ধনলীলা শ্রীকৃষ্ণেন কৃতা বেতি কুণ্ডমেব কথয়তীতি ব্যাক্যার্থং। মঞ্জুপঞ্জী মনোজ্ঞ পাঁজীপত্রেতি খ্যাতা ॥ ৪৯ ॥

টীকা।—যত্র কাম্যবনে লুক্কায়নকলৌ রাধয়াসহ কৃষ্ণস্য সা মাধুরী উদিতা যা মাধুরী তদালাপনে মনোজ্ঞকথনে সতি তৌ রাধাকৃষ্ণৌ চ চিত্রীয়তীব চিত্রমিবাচরতীব বা তৌ। অহো এতাদৃশ্যতদ্ভুতালীলা তদ্দিনে জাতেত্যাদি ॥ ৫০ ॥

একদা কাম্যবনে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথাপ্রসঙ্গে ঐশ্বর্য্যময়ী শ্রীরঘুনাথলীলা কথা উপস্থিত হইয়াছিল। তৎশ্রবণে শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণকে সেই প্রকার সমুদ্রবন্ধনাদি লীলা করিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও প্রিয়তমার মনোরঞ্জনার্থ সেইপ্রকার লীলা করিলেন। এই সূচকানুসারেই মাধুর্য্যময়ী লীলায় ঐশ্বর্য্যময়ী লীলার বিলীনতা উক্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত যে মঞ্জু-পঞ্জী অর্থাৎ মনোহর পাঁজীপত্রের ন্যায় কেলিকথা বলিয়াছিলেন এবং সমুদ্র-বন্ধনাদি লীলা করিয়াছিলেন, সেই শ্রীরামলীলাবলীর সাক্ষীভূত যে লঙ্কাকুণ্ড, তাহা মহোদগু রস-সমুদ্রের তুণ্ড অর্থাৎ মুখস্বরূপে শোভা পাইতেছে ॥ ৪৯ ॥

এবম্বিধানেক রসাস্পদানি
কুণ্ডানি কুঞ্জানি লসন্তি যত্র
কৃষ্ণস্য কাম্যানি বনানি যত্র
সন্তীতি তৎকাম্যবনং বদন্তি ॥ ৫১ ॥
সূর্যস্যমূর্ত্তিঃ সরসী চ যত্র
শ্রীরাধিকায়াশ্চ তদর্চ্চনায়াঃ।
বদন্তি যচ্ছন্তনুবাস সংজ্ঞং
তদীক্ষণানীব তদীক্ষণানি ॥ ৫২ ॥

টীকা।—কাম্যবন নাম্নো ব্যুৎপত্তিমাহ। এবম্বিধেতি ॥ ৫১ ॥

টীকা। কাম্যবনস্যোত্তরদিশায়াং শন্তবাস ইতি খ্যাতং যচ্ছান্তনুবাস সংজ্ঞং বদন্তি। যত্র বাসে সূর্য্যস্যমূর্ত্তি রস্তি তথা শ্রীরাধিকায়াঃ সরসী তদর্চ্চনায়াঃ সূর্য্যস্য অর্চ্চনার্থং সরসী চাস্তি শন্তনুমুনেরয়ং শান্তনুবাস সংজ্ঞং। তদীক্ষি তেষাং সূর্য্য রাধিকাদীনা মীক্ষণানীব তেষাং সূর্য্যমূর্ত্তি সরসীনামীক্ষাণি ॥ ৫২ ॥

সেই কাম্যবনে 'লুকায়ন' নামক বিচিত্র ক্রীড়ায় (লুকোচুরি খেলায়) শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে অপূর্ব্ব মাধুরীর উদয় হয়, অহো, সখীগণ যখন সেই ক্রীড়ামাধুরীর কথা বলিতে থাকেন, তখন শ্রীরাধাকৃষ্ণ অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চিত্রবৎ অবস্থাপ্রাপ্ত হন ॥ ৫০ ॥

অতঃপর 'কাম্যবন' নামের ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ এই বনকে কাম্যবন কেন বলে তাহাই কথিত হইতেছে। যথায় এবম্বিধ বহু রসের আস্পদ কুণ্ড ও কুঞ্জসমূহ বিরাজিত এবং যথায় শ্রীকৃষ্ণের অভিলষিত বনরাজি শোভিত তাহাকেই কাম্যবন বলিয়া থাকেন ॥ ৫১ ॥

কাম্যবনের উত্তরদিকে যে আবাসস্থান তাহা 'শান্তনুবাস' নামে অভিহিত। ইহা শান্তনুমুনির বাসস্থান বলিয়াই শান্তনুবাস নামে খ্যাত। তথায় সূর্য্য-প্রতিমা এবং সূর্য্যপূজার নিমিত্ত শ্রীরাধার এক সরসী আছে। সেই সূর্য্যমূর্ত্তি ও সরসী দর্শনে সাক্ষাৎ সূর্য্যদেব ও শ্রীরাধার দর্শনসিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

ছদিঃ শিলা যত্র তদাহ্বশৈলে
কৃষ্ণস্য নানা কুতুকাস্পদানি।
কৃষ্ণস্য কৌতূহল বাষ্পদানি
কৃষ্ণস্য কৌতূহল বাস্পদানি। ৫৩

নন্দস্য নব্যো নিলয়োঽস্তি যত্র
রত্নাকরো রত্নসরশ্ছলেন।
লীলাবলোকেচ্ছুতয়ৈব লীনো
শালিত্যশাল্যং ললিতাদি কুঞ্জং ৫৪

পরস্পরালাপ-মনং বিঘ্নপী
পরস্পরাশ্লাক্ষ লগ্ন মত্তৌ।
বিলোক্য তৌ লোকয়িতুং তদাল্যো
বিচ্ছেদগা যত্র তদাহ্বয়ং তৎ ।৫৫

টীকা — প্রান্তেতু পটলং চ্ছাদঃ তদাহ্বশৈলে ছদিঃ শিলাহ্বপর্ব্বতে কৃষ্ণস্য নানাকুতুকানামাস্পদানি সন্তি। কৌতূহলানাংবাষ্পদানি আনন্দাশ্রুদানি, কৌ পৃথিব্যাং তু পুন উহলবস্য বিতর্ক লবস্যাস্পদানি ॥৫৩

টীকা — লীলায়া অবলোকনে ইচ্ছুকয়ৈব ইচ্ছুকয়ৈব রত্নসরোবরছলেন রত্নাকরঃ সমুদ্রঃ তত্রলীনঃ সন্নস্তি। শালিত্যেন শাল্যং ললিতা-বিশাখা-পৌর্ণমাস্যাদি কুঞ্জ স্তত্রাস্তি। কুত্র যত্র নন্দস্য নব্যো নিলয়ো গৃহমস্তি ॥৫৪

প্রান্তভাগে প্রস্তরের ছাদবিশিষ্ট ছাদ-শিলা নামক পর্ব্বতে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ কৌতুকের বিষয় আছে বা শ্রীকৃষ্ণের আনন্দাশ্রুপদ বহু বিষয় আছে অথবা শ্রীকৃষ্ণের ধরাধামে বিতর্ক-লবের বহু আস্পদ আছে ॥৫৩

যথায় শ্রীনন্দরাজের নূতন ভবন আছে বা তথায় শালিত্যসহকারে শাল্য ললিতা-বিশাখা-পৌর্ণমাসী প্রভৃতির কুঞ্জ বিদ্যমান আছে, যেন রত্নাকর অর্থাৎ সমুদ্র লীলাবলোকনে ইচ্ছুক হইয়াই ঐ সকল রত্ন-সরোবরছলে তথায় লীন হইয়া রহিয়াছে ॥৫৪

তপ্ত্বা ন যস্যা বপুরবাপ লক্ষ্মী
লক্ষ্ম্যা স্বভাবং কুতুকেন নীত্বা।
সা কান্তমালাপয়দেব যত্র
কিম্বা ন কৌতুহলমস্তি তত্র ॥ ৫৬ ॥
ক্ষীরোদধিঃ শেষ-বিশেষরূপং
স শেষশায়ী স্বয়মস্তি সাপি।
তৎপাদসম্বাহন ভক্তিনম্রা
সখীজনানাং কৃতকার্য্যকম্রা ॥ ৫৭ ॥

টীকা।—রাধাকৃষ্ণয়োঃ পরস্পরালাপ এব মরন্দং নিপীয় আলাপমরন্দপান জন্যং যৎপরস্পরাঙ্গানাং মাধুর্য্যং তেন লগ্নকয়া যান্তৌ বিলোকিতৌ তৌ রাধাকৃষ্ণৌ বিলোকয়িতুং তয়োঃ আল্যো যত্র বিচ্ছেদগা নানাস্থানগা বভূবু তদাহ্বয় মালোকনার্থাং ॥ ৫৫ ॥

টীকা।—লক্ষ্মী তপ্ত্বা তপঃ কৃত্বা যদ্বপুঃ যস্যা রাধিকায়া ভাবং ন অবাপ সা রাধিকা যত্র কুতুকেন লক্ষ্মী স্বভাবং নীত্বা কান্তং শ্রীকৃষ্ণমালাপয়ৎ তত্র কিম্বা কুতূহলং নাস্তি ॥ ৫৬ ॥

টীকা।—শ্রীরাধিকায়া লক্ষ্মীভাবগমকার্থমাহ। যত্র ক্ষীরোদধিরস্তি। শেষস্য বিশেষরূপং প্রকাশবিশেষং তথা স স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণশ্চ যত্রাস্তি। সাপি শ্রীরাধাপি তস্য শেষশায়িনঃ পাদসম্বাহনভক্ত্যৌ নম্রা সতী যত্রাস্তি। কীদৃশী সখীনাং কৃতকার্য্যে কম্রা সকামা ॥ ৫৭ ॥

অতঃপর শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পর আলাপন-মধুপান পূর্ব্বক সেই মদপার জনিত আলস্যে পরস্পর লগ্নমাত্র ও প্রমত্ত দর্শন করিয়া সখীগণ তাঁহাদিগকে অবলোকন করিবার নিমিত্ত যে যে স্থানে সমবেত হইয়াছিলেন, সেই সেই স্থানই তত্তৎ নামে খ্যাত ॥৫৫

শ্রীলক্ষ্মীদেবী তপস্যা করিয়াও যে শ্রীরাধিকার ভাব লাভ করিতে পারেন নাই, সেই শ্রীরাধিকা কৌতুহল বশতঃ লক্ষ্মীর স্বভাব অনায়াসে গ্রহণ করিয়া প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন; সুতরাং তথায় কোন্ কৌতুক নাই? অর্থাৎ সকল কৌতুহলের বিষয়ই আছে ॥৫৬

মুখ্যেবিহ দ্বাদশ কাননেষু
বৃন্দাবনেন্দোঃ অখিল প্রিয়াণাং।
কুঞ্জাদি নানা কুতুকাস্পদানি
লক্ষ্যাপি লক্ষ্মী হৃদি বাষ্পদানি ॥ ৫৮ ॥
শ্রুতি প্রসিদ্ধানুপকাননানি
হরেশ্চতুর্বিংশতি রস্তি তত্র।
তৎ কোকিলা কানন নাম যত্র
সংকেতিতঃ কোকিলনাদ আসিৎ ॥ ৫৯ ॥

টীকা।—বৃন্দাবনেন্দোঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাখিল ব্রজসুন্দরীণাং লক্ষ্ম্যাপি সম্পদ্রূপয়াঃ শোভায়া অপি আস্পদানি কুঞ্জ কুণ্ড মন্দিরাদীনি নানাকৌতুক স্থানানি দ্বাদশমুখ্য বনেষু সন্তি। লক্ষ্ম্যাঃ শ্রীলক্ষ্মীদেব্যা হৃদি বাষ্পদানি অশ্রুদানি ॥৫৮

টীকা।—শ্রুতৌ প্রসিদ্ধানি হরেশ্চতুর্বিংশত্যুপবনানি সন্তি। দ্বাত্রিংশী চীশস্য সুসম্পদানীতি পাঠে। ঈশো মহাদেব তস্য ঈশ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য সুখং স্থানানি সন্তি। তৎ তেষু পবনেষু মধ্যে কোকিলনাদ আসীদভূৎ। সংকেতো যথা ময়ামুক সময়ে কোকিলবৎ শব্দঃ করিষ্যামি তদা ত্বয়া গন্তব্যা ইত্যর্থঃ ॥৫৯

শ্রীরাধিকা লক্ষ্মীভাব গ্রহণ করিয়া কি করিয়াছিলেন, তাহা এই শ্লোকে নিরূপ হইয়াছে। ক্ষীরোদ সমুদ্রে অনন্তদেবের প্রকাশবিশেষের ন্যায় তথায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অনন্তশায়ীরূপে অবস্থিতি করেন আর শ্রীরাধিকা সখীগণের কৌতুকবিধানে অভিলাষিণী হইয়া তাঁহার পাদসম্বাহন ভক্তিতে বিনম্রা হইয়া অবস্থান করিয়া থাকেন ॥ ৫৭ ॥

শ্রীবৃন্দাবনস্থ মুখ্য দ্বাদশ বনেই বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ও তদীয় প্রিয়তমা অখিল ব্রজসুন্দরীগণের সম্পৎ-রূপা শোভার আস্পদ কুঞ্জ, কুণ্ড, মন্দিরাদি বিবিধ কৌতুকের স্থান বিদ্যমান আছে। ঐ সকল শ্রীলক্ষ্মী দেবীর হৃদয়ে অশ্রুপ্রদান করিয়া থাকে অর্থাৎ তাঁহার অত্যন্ত চিত্ত ক্ষোভ জন্মাইয়া থাকে ॥৫৮

সর্ব্বানন্দথু মূলমেকমতুলং লীলৈব তস্যা অপি
রূপং তস্য চ ধাম তত্র পরমং মাধুর্য্যমাত্রং পরং।
শ্রীবৃন্দাবনমেব দেবত ইহ শ্রীরীতিচিন্তামণৌ
তস্যোদ্দেশবিশেষ লেশ কথনে সর্গস্তৃতীয়োত্তমঃ॥ ৬০

ইতি মদ্বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-বিরচিত
শ্রীরীতিচিন্তামণিঃ সমাপ্তঃ॥

টীকা।—তস্যা শ্রীরাধায়া তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য লীলৈব রূপ ধাম চ সর্ব্বানন্দথু মূলং এক মতুলং তত্র তেষু লীলা রূপধামসু মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনমেব ইহ দেবত্তে। কীদৃশং পরমং সর্ব্বোত্তমং মাধুর্য্যমাত্রং পরমপ্রাকৃতং। তস্য বৃন্দাবনস্য য উদ্দেশবিশেষ অন্বেষণ বিশেষ তস্য লেশমানে লেশকথনে বা যত্র তস্মিন্ রীতিচিন্তামণৌ তৃতীয়ঃ সর্গঃ। ৬০ ॥ ইতি॥

শ্রুতিতে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্বিংশতি উপবন আছে বলিয়া প্রসিদ্ধ [পাঠান্তরে, দেবদেবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ৩২টি সুখময় স্থান আছে বলিয়া প্রসিদ্ধ।] সেই সকল উপবনের মধ্যে কোকিলাবন নামে যে এক উপবন আছে, তথায় শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কেতসূচক কোকিলের ন্যায় শব্দ করিতেন। সঙ্কেত যথা—যখন আমি অমুক সময়ে কোকিলের ন্যায় শব্দ করিব, তখন তুমি তথায় অভিসার করিও॥ ৫৯॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা, রূপ ও ধামই সকল আনন্দের মূল এবং একমাত্র অতুল। সেই লীলা-রূপ-ধামের মধ্যে এই শ্রীবৃন্দাবনই কেবল পরম মাধুর্য্যময় ও অপ্রাকৃত, সেই শ্রীবৃন্দাবনের উদ্দেশবিশেষের লেশমাত্র যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে, সেই শ্রীব্রজরীতিচিন্তামণি নামক গ্রন্থের এই উৎকৃষ্ট তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত হইল॥ ৬০॥

ইতি গ্রন্থ সম্পূর্ণ।